জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ৯ # ১৬ নভেম্বর ২০২৪ # ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

দক্ষিণ এশিয়ার মেয়েদের ফুটবলে বাংলাদেশই সেরা

NO.1 QUALITY AC
minister
Air Conditioner
UPTO
75%
ENERGY SAVING
12 YEARS
COMPRESSOR
GUARANTEE
জাপান ব্র্যান্ড
কম্প্রেসার দ্বারা তৈরী
DUAL SMART
INVERTER
Technology
Anti
Bacterial Filter
100%
BTU Capacity
www.ministerbd.com
/Minister.Bangladesh
Hotline: 09606 700700

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক
ক্রীড়াজগত
বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ৯ # ১৬ নভেম্বর ২০২৪
১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ # মূল্য ২০ টাকা।

দক্ষিণ এশিয়ার মেয়েদের ফুটবলে বাংলাদেশই সেরা-২৬

দক্ষিণ এশিয়ার মেয়েদের ফুটবলে আবারও শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছি বাংলাদেশ। সপ্তম সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে পর পর দুইবার শিরোপা জিতেছেন বাঘিনীরা। এই সাফল্য নিঃসন্দেহে দেশের ফুটবলে বড় একটি ঘটনা। ফুটবলে পুরুষরা যখন সুবিধা করতে পারছেন না, তখন নারী ফুটবলারদের এই সাফল্য যথেষ্ট অনুপ্রেরণাদায়ক। নারী ফুটবলকে যথাযথভাবে পরিচর্যা করা হলে আরও অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সূচিপত্র

তিন ম্যাজিক্যাল চাকমা	২
সম্পাদকীয়	৩
আমরা ক্রীড়ামোদী	৪
যুবারা শিরোপা ধরে রাখতে পারবে	৬
দাপট দেখিয়ে বাংলাদেশে	৭
তবুও পারলো না বাংলাদেশ	৮
সিরিজে এপিঠ ওপিঠ	১০
ব্যাটের ভাষায় জবাব	১২
নতুন করে পুরোনো ভূমিকায়	১৩
তিন দিনে ইনিংস হার	১৪
নতুন সময় নারী ফুটবলের	১৬
প্রস্তাব পেলে চিন্তা-ভাবনা করবো	১৭
শূন্য দিয়ে শুরু	১৮
চব্বিশ বছরের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি	২০
প্রথমবার ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া	২২
ক্রিকেটে চলা আর সংস্কার	২৪
একান্ত ব্যক্তিগত	২৫
দক্ষিণ এশিয়ার মেয়েদের	২৬
সাফ জয়ী নারী ফুটবল দলকে	২৮
এভাবেও চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায়	৩০
ইউরোপে খেলতে পারলে	৩২
সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে	৩৪
বাটলার কি নারী	৩৬
শত বাধা দমাতে	৩৮
কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে	৩৯
আগামী দিনের তারকা	৪০
এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ থেকে	৪১
জাতীয় সাঁতারে	৪২
হারিয়ে যাচ্ছে আবাহনীর মাঠ	৪৬
টেস্টের দুর্বিপাক	৪৮
এ ছবি কার	৪৯
কুইজমালা	৫০
সামার ওপেন ব্যাংকিং ব্যাডমিন্টন	৫১
হংকং সিক্সেসে সুবিধা করতে	৫২
শব্দজট	৫৩
ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা	৫৪
শেষের শুরু জামাল ভূঁইয়ার	৫৬
দু:স্বপ্নের ব্যাটিং	৫৮
ঢাকা স্টেডিয়াম সারা	৫৯
ওই নতুনের কেতন ওরে	৬০
ব্যাটিংয়ের গোড়ায় গলদ না তো?	৬২
ভারত কেন পাকিস্তান যাচ্ছে না	৬৩
ক্রীড়াঙ্গনে তৃণমূলের নায়করা	৬৪

ইউরোপে খেলতে পারলে ৩২

সপ্তম সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে চমকপ্রদ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন মিডফিল্ডার ঋতুপর্ণা চাকমা। দক্ষিণ এশিয়ার এই ফুটবলে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন রাঙামাটির এই ফুটবলার।

বাটলার কি নারী ৩৬

সপ্তম সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ দলের কোচের দায়িত্বে ছিলেন পিটার বাটলার। তাঁকে নিয়ে দলের মধ্যে বিতর্ক থাকলে শেষ পর্যন্ত তিনি সাফল্যের দেখা পেয়েছেন।

জাতীয় সাঁতারে নৌবাহিনীর ৪২

জাতীয় সাঁতারে বরাবরের মতো আধিপত্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর। পুরুষ বিভাগে সামিউল ইসলাম এবং মেয়েদের বিভাগে যুথী আক্তার সেরা সাঁতারু নির্বাচিত হন।

হারিয়ে যাচ্ছে আবাহনী ৪৬

একসময়ের কল্লোলিত আবাহনী মাঠ এখন হারিয়ে যেতে বসেছে। নতুন কমপ্লেক্স নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেটি অসম্পন্ন থাকায় মাঠটি অনুপযোগী হয়ে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছে।

তিন ‘ম্যাজিক্যাল চাকমা’

মো. সামীম সরদার

শিরোনামের মহাত্ম অনেক। একজন ফুটবলারের নামের আগে ‘ম্যাজিকাল’ শব্দটি বসিয়ে দেওয়া যে কতবড় অর্জন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সেই উপাধি যদি আসে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা ফিফা থেকে তাহলেতো কথ াই নেই। বাংলাদেশের নারী ফুটবলার মনিকা চাকমাকে নিয়ে এমন এক উপাধি দিয়েছিল ফিফা।

ঘটনা আজ থেকে পাঁচ বছর আগে। ২০১৯ সালে ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বসেছিল নারী অনূর্ধ্ব-১৯ বঙ্গমাতা আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসর। ওই টুর্নামেন্টে সেমিফাইনালে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশ জিতেছিল ৩-০ ব্যবধানেই। ওই ম্যাচে দুর্দান্ত এক গোল ছিল মনিকা চাকমার। ফিফার ফ্যান ফেবারিটের সেরা পাঁচে উঠেছিল ওই গোল। ফিফার ওয়েবসাটে মনিকা চাকমাকে নিয়ে শিরোনাম দিয়েছিল ‘ম্যাজিকাল চাকমা’।

সেই শিরোনামের সূত্র ধরেই সদ্য সমাপ্ত সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের সেরা তিন পারফরমার ঋতুপর্ণা চাকমা, রূপনা চাকমা আর মনিকা চাকমাকে অনেক ভক্তই বলছেন ‘ম্যাজিকাল চাকমা’। বলবেনই না কেন? বাংলাদেশ যে টানা দ্বিতীয়বারের মতো সাফ চ্যাম্পিয়ন হলো সেখানে যাদুময়ী ফুটবলই খেলেছেন এই তিন পাহাড়ি কন্যা।

গোলরক্ষক রূপনা চাকমা ২০২২ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপেও সেরা হয়েছিলেন গোলপোস্টের নিচে। এবারও গোলপোস্টের নিচে দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়ে হয়েছেন টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষক। বাংলাদেশ খেলেছে চারটি ম্যাচ। এর মধ্যে গ্রুপপর্বে ভারতের বিপক্ষে এবং ফাইনালে নেপালের বিপক্ষে রূপনার পারফরম্যান্স ছিল দুর্দান্ত। এই দুই ম্যাচের পারফরম্যান্সই রূপনাকে দ্বিতীয়বার সেরা বানিয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার।

ঋতুপর্ণা চাকমা টুর্নামেন্ট সেরা হয়েই প্রমাণ করেছেন তিনি কতটা পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। ফাইনালে বাংলাদেশের জয়সূচক গোলটি অনেক দিন দর্শকদের চোখে লেগে থাকবে। কেবল গোল করেই নয়, ঋতুপর্ণা চাকমা প্রতিটি ম্যাচে প্রতিপক্ষের জন্য ছিল ত্রাস। বাম দিক দিয়ে ঢুকে তিনি বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি আক্রমণে বড় ভূমিকা রেখেছেন এই পাহাড়ি কন্যা।

রক্ষণভাগ থেকে মধ্যমাঠে যখন বল গেছে তখন মনিকা চাকমা হয়ে উঠেছিলেন চালিকা শক্তি। দুর্দান্ত খেলেছেন পুরো টুর্নামেন্টে। বিশেষ করে ফাইনালে। ফাইনালসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার থাকলে বিচারকরা মনিকার বিকল্প ভাবতেনই না হয়তো। পুরস্কার জেতায় রূপনা ও ঋতুপর্ণা হয়ে উঠেছিলেন প্রচারের আলোয়। সে হিসেবে মনিকা চাকমা প্রচারে একটু পিছিয়েই ছিলেন। তবে এই পাহাড়ি কন্যাকে নিয়েও দর্শকের আগ্রহ কম ছিল না। অনেকের চোখেই বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলে এখন অন্যতম সেরা পারফর্মার মনিকা চাকমা।

এই মনিকা চাকমার ফুটবলার হওয়ার গল্পটা অনেক লম্বা। নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তিনি আজ জাতীয় দলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অথচ স্কুল জীবনে মনিকা ফুটবলই ঠিক মতো খেলতে পারেননি। লুকিয়ে লুকিয়ে ফুটবল খেলতে হয়েছিল। খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীচরের বিন্দু কুমার-রবি মালা দম্পতির ৫ কন্যার মধ্যে সবার ছোট মনিকা চাকমা। পরিবারের অন্য কারোরই সম্পৃক্ততা নেই ফুটবলে। বাবা-মা কেউই চাননি তার কোনো মেয়ে ফুটবল খেলুক। কেউ খেলার মাঠে গেলেই বাবা-মায়ের বকা খেতে হতো। বাধা দিতেন। বাবা-মায়ের বাধা উপক্ষো করেই ফুটবল নিয়ে মাঠে ছুটতেন মনিকা। ২০১১ সালে বঙ্গমাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় টুর্নামেন্টে ফুটবল খেলেছেন ময়মনসিংহের হয়ে। দুই বছর পর খেলেছেন নিজ স্কুলের জার্সি গায়ে। বঙ্গমাতা টুর্নামেন্ট থেকে উঠে আসা সেই মনিকাই এখন দেশের নারী ফুটবলের অন্যতম বড় মুখ। জমিতে ফসল ফলানো বিন্দুর মেয়ে ফুটবলের ফুল ফুটিয়ে যাচ্ছেন লাল-সবুজ জার্সি গায়ে। ফুটবল মাঠ রাঙাচ্ছেন বাবার চোখ রাঙানি খাওয়া সেই মেয়ে মনিকা।

কিভাবে এতটা সুন্দর খেলেন? মনিকার জবাব ‘আমি স্বাভাবিক খেলার চেষ্টা করি। যখন খেলতে থাকি তখন বুঝতে পারি না ভালো খেলছি কি খারাপ খেলছি। তবে আমার কাছ থেকে প্রতিপক্ষের কেউ বল কেড়ে নিলে বা ভুল পাস হয়ে গেলে তখন খারাপ লাগে। বল পুনরুদ্ধারে আমি তখন চেষ্টা করি।’

বাবা-মায়ের বাধার পরও কিভাবে ফুটবলার হলেন? ‘ফুটবল আমার অনেক ভালো লাগে। তাই বকা খেয়েও মাঠে গিয়েছি, ফুটবল খেলেছি। বাবা আমাকে খেলতেই দিতেন না। তারপরও লুকিয়ে মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলতাম। বাবা ও মায়ের নিষেধ সত্যেও আমি মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলেছি। তবে আমার স্কুল শিক্ষক বীরসেন সেন স্যার আমাকে খেলার জন্য খুব উৎসাহ দিতেন। এখন তো ফুটবলই আমার সব’-বলছিলেন মনিকা।

এই তিন পাহাড়ি কন্যাকে এখন আলাদা করেই দেখেন ফুটবলামোদীরা। রূপনা, ঋতুপর্ণা আর মনিকার পারফরম্যান্স একটা বিষয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে জাতীয় দলকে আরও শক্তিশালী করতে পাহাড় থেকে প্রতিভা খুঁজে বের করতে হবে।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

এবং

চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক

মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার

মো. মোশারফ হোসেন

উপ-সহকারী সম্পাদক

মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার

মোহাম্মদ আবদুল অদুদ চৌধুরী তুহিন

এটিএম শরিফুল ইসলাম রুবেল

কম্পিউটার গ্রাফিক্স

মো. শাহ্ জামাল

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

মো. ফরিদুল ইসলাম

গ্রুপ রিডার

মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আবির মাহমুদ

সম্পাদকীয়

নারী ফুটবলারদের চলার পথ সুগম করতে হবে

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপকে আবারো শিরোপার রঙে রাঙিয়েছে বাংলাদেশের নারী ফুটবলাররা। পর পর দু'বার চ্যাম্পিয়ন হওয়া আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে হয়তো খুব বড় ঘটনা নয়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই সাফল্যকে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। ক্রীড়াবিশ্বে দক্ষিণ এশিয়া বৃহৎ কোনো পরিসর না হলেও দুই শতাধিক কোটি জনসংখ্যার এই অঞ্চলে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা মোটেও সহজ নয়। বাংলাদেশ পুরুষ দল ১৯৯৫ সাল থেকে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ১২বার অংশ নিয়ে ২০০৩ সালে একবারই শিরোপা জয় করেছে। নারী দল ২০১০ সাল থেকে সাতবার অংশ নিয়ে দু'বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। পুরুষ এবং নারী ফুটবল- উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় দলের আধিপত্য, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে উপর্যুপরি শিরোপা জয় বাংলাদেশের নারীদের গরিমার স্বাক্ষর বহন করে। টানা পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতের নিরঙ্কুশ দাপট খর্ব করে ২০২২ সালে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছিল অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ। অনেক উত্থান-পতন আর ভাঙা-গড়ার মধ্যে এগিয়ে যাওয়া দলের এবারের শিরোপা জয় মহিমান্বিত করেছে। ভারতের পাশাপাশি ছয়বারের রানার্সআপ এবং গত তিনবারের স্বাগতিক নেপাল ছুঁড়ে দেয় মস্ত চ্যালেঞ্জ। চ্যাম্পিয়ন হতে না পারার আক্ষেপ ঘুচানোর জন্য স্বাগতিকরা অত্যন্ত মরিয়া হয়ে ওঠে। প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আনন্দ উদ্‌যাপন করার লক্ষ্যে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় ফাইনাল ম্যাচের ভেন্যু কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়াম। বাংলাদেশের বিপক্ষে সারাক্ষণই নিজেদের দলকে গলা ফাটিয়ে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন স্থানীয়রা। কিন্তু কোনো প্রতিবন্ধকতাই দমিয়ে রাখতে পারেনি বাঘিনীদের। বিভিন্ন কারণে দলের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হলেও মাঠে নামার পর তার ছিটেফোঁটাও দৃশ্যমান হয়নি। মাঠের বাইরে যা কিছু হোক না কেন, মাঠে নামার পর কোনো কিছু তাঁদের স্পর্শ করতে পারেনি। দলটি খেলেছে এক মন, এক প্রাণ হয়ে। ফুটবলের জাদুস্পর্শে মেয়েরা সহজাতভাবেই যেন জেগে ওঠেন। এই মেয়েরা যে প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে উঠে এসেছেন, সেটা সম্ভব হয়েছে ফুটবল নামক সোনার কাঠির ছোঁয়ায়। ফুটবল খেলা তাঁদের রুটি-রুজির পথ দেখিয়েছে, জীবনমানের উন্নতি করেছে এবং সর্বোপরি তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন নতুন এক স্বপ্নের ঠিকানা। তাঁরা অনুধাবন করতে পেরেছেন, খেলার মাঠে নিজেদের নিংড়ে দিলে পারিবারিক অস্বচ্ছলতা ঘুচান সম্ভব। যখন এই বোধ কাজ করে, বেড়ে যায় সাফল্যের ক্ষুধা, তখন নিজেকে উজাড় করে দিতে কার্পণ্য করেন না। শারীরিক ফিটনেস গুরুত্বপূর্ণ হলেও বল নিয়ন্ত্রণ, ড্রিবলিং, পাস, ডিফেন্ডিং, শুটিং খেলায় ব্যবধান গড়ে দিতে পারে। দরিদ্র পরিবারের সন্তান এই নারী ফুটবলাররা তা আত্মস্থ করে নিয়েছেন চমৎকারভাবে। একাগ্রতা, আত্মবিশ্বাস আর দলগত বোঝাপড়ার সমন্বয় ঘটিয়ে দলকে এনে দিয়েছেন সাফল্য।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশের ভরসার স্থল হয়ে উঠেছে নারী ফুটবল। সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে নারী ফুটবলারদের প্রতি আরও মনোযোগ দিতে হবে। বছরব্যাপী অনুশীলন, আবাসন ও আর্থিক সংকট নিরসন, নিয়মিত ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার সুযোগসহ নানাবিধ অসুবিধার কথা নারী ফুটবলাররা উত্থাপন করেছেন। এ বিষয়গুলো সুরাহা করা গেলে নারী ফুটবলারদের এগিয়ে যাওয়ার পথ সুগম হবে বলে আশা করা যায়।

সম্পাদকীয় কার্যালয়

৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫০৫৩৭। ফ্যাক্স : ৪১০৫০৫৫৭।

e-mail : krirajagat@gmail.com এবং krirajagat@yahoo.com

সেরা চিঠি

আর কত তলানিতে যাবে আমাদের ক্রিকেট?

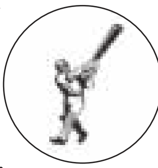

বাংলাদেশের বর্তমানে এক নম্বর জনপ্রিয় খেলা হিসেবে ধরা হয় ক্রিকেট খেলাকে। হিসাব করতে গেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বয়স আর কম হলো না। সেই ২০০০ সালে টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়া যায়। কিন্তু এ চব্বিশ বছর হিসাব করলে তেমন সাফল্য পাওয়া যায়নি বললেই চলে। অতীতে তেমন সাফল্য না পেলেও বর্তমানে কেন আমাদের ক্রিকেট আগের অবস্থানে থেকে যাবে, তা বোধগম্য নয়। খেলা দেখলে মনে হয়, আমরা এখনো আগের মতো শিখতেছি বা অভিজ্ঞতা অর্জন করতেছি। অথচ এ ২৪ বছরে আমাদের ক্রিকেট খেলার ধরনটা যেভাবে পরিবর্তন হওয়ার দরকার ছিল, তা আর হয়ে উঠেনি। ক্রিকেটের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টরা সবাইকে এদিকে ভালো করে নজর দেওয়া দরকার। সাথে সাথে ধারাবাহিকতার অভাব যেটা রয়েছে, সেদিকেও নজর দেওয়া দরকার। কিছুদিন আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে তাদের মাটিতে গিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে হোয়াইটওয়াশ করে এসে ভারত সফরে খুবই বাজেভাবে নাকানি-চুবানি খেয়ে এসেছে। এরপর সফরকারী দক্ষিণ আফ্রিকা দলের বিপক্ষে বাজেভাবে ক্রিকেট খেলেছে, যেটা ভাবতেই কেমন যেন লাগে। স্বাগতিক হওয়ার পরও কীভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের বিপক্ষে এমন পারফরম্যান্স করতে পারে, তা মাথায় আসে না। অথচ পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করা এর থেকে কঠিন কাজ ছিল বলে মনেকরি। তারা সেটা করতে পেরেছিল। আমাদের ক্রিকেটারদের ধারাবাহিকতা কখন থেকে শুরু হবে তা আজানা রয়ে গেল। এক সিরিজ ভালো খেললে তার পরবর্তী সিরিজে বাজে পারফরম্যান্স করাটা রীতিমতো অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

আর একটা কথা এখানে না বললেই নয়। সেটা হলো- এখনো যদি আমাদের স্বাগতিক হয়ে খেলেও ইনিংস ব্যবধানে হার দেখতে হয়, তাহলে প্রশ্ন থেকেই যায়। আমরা জানি, সবাই ক্রিকেট খেলাটার জন্য আলাদাভাবে সব কিছু করেছে, যা অন্য কোন খেলাধুলায় করতে দেখিনি। তারপরও আমাদের ক্রিকেটের বেহাল অবস্থা কেন দেখতে হয়, তা সবারই অজানা রয়ে গেল। অথচ আফগানিস্তানের দিকে থাকালে দেখা যায়, আমাদের অনেক পরে এসে তারা কীভাবে আজ বিশ্ব ক্রিকেটে শাসন করা শুরু করেছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ আফগানরা পারলে আমরা কেন পারবো না? আর কয়েক মাস পরই অনুষ্ঠিত হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তার জন্য কী রকম প্রস্তুতি নিচ্ছে, জানি না। তবে সব ফরম্যাট থেকে টেস্ট ক্রিকেট ফরম্যাটটিতে আমাদের সবার আলাদাভাবে নজর দেওয়া উচিত বলে মনেকরি। আশা রাখি, আমাদের নতুন কোচ সিমন্স এবং বিসিবি এ ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় টানা ম্যাচ জেতার ধারাবাহিকতার ব্যবস্থা নিবে।

মোহাম্মদ জাহেদ মিয়া
টেক্সটাইল, পলিটেকনিক্যাল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম ৪২০৯।

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ক্রস চেক/বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ নভেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। - সম্পাদক

বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটের নতুন উচ্চতা

বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটে খুব বেশি জয় না পেলেও ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যতীত প্রতিটি টেস্ট খেলুড়ে দেশকে হারাতে পেরেছে। বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটকে তাই নতুন উচ্চতার মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায়। পাকিস্তানকে তাদের মাটিতে হারিয়ে বাংলাদেশ টেস্টে যে উচ্চতায় উঠেছিল ভারত সিরিজেই আবার নেমে যায়। তারপরও বাংলাদেশের কিছু ক্রিকেটার নিজেদের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পেরেছে। আর ভারত গড়ছে জটিল সব রেকর্ড। বিগত দুটি আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ তলানিতে থাকলেও তৃতীয়টিতে এমন সম্ভাবনা খুব কম। পাকিস্তানের মাটিতে টেস্টে তাদের হোয়াইটওয়াশ করে সিরিজ নিশ্চিত করার পর ধরে নেওয়া হয়েছিল বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের টেস্ট জয়ের ধারাবাহিকতা শুরু করেছে। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও ৪ নম্বরে উঠে এসেছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উপরে ছিল পূর্বের আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলা তিন দেশ। বাংলাদেশ এখন আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ৭ নম্বরে আছে। বাংলাদেশের নিচে আছে পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাংলাদেশকে সামনে টেস্ট ম্যাচগুলো ভালো খেলে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে হবে। টেস্টে ভারত সিরিজে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা ছিলেন নিষ্প্রভ। ব্যতিক্রম ছিলেন শুধুমাত্র মুমিনুল হক। কানপুরের গ্রিন পার্কে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের অবতারণা করেন। তিনি এক প্রান্তে ব্যাটসম্যানরা উইকেট বিলিয়ে দিলেও অপরপ্রান্ত আগলে রাখলেন এই ব্যাটসম্যান। দেশের হয়ে করলেন সর্বোচ্চ ১৩ টি সেঞ্চুরি। টেস্টে দেশের বাইরে এটি মুমিনুলের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। ২০২১ সালের এপ্রিলে শ্রীলঙ্কার প্রথমবার শতক করেন তিনি। এরই মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় বাংলাদেশ বিদেশের মাটিতে নিজেদের মেলে ধরতে শুরু করেছে। কানপুরে দ্বিতীয়বারের মতো বিদেশি কোন ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরি করলেন। এর আগে ২০০৪ সালে ১৬৩ রান করেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অলরাউন্ডার এন্ড্রু হল। বাংলাদেশের ইতিহাসে অলরাউন্ডারের তালিকায় সেরা পাঁচে প্রথমবারের মতো টেস্ট ফরমেট স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটার। আগের তৃতীয় স্থান অক্ষত রেখেছেন সাকিব আল হাসান। দুই ধাপ এগিয়ে পঞ্চম অবস্থানে আছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন আরেক ব্যাটসম্যান লিটন কুমার দাস। তিনি একমাত্র ব্যাটসম্যান যিনি ৫০ বা তার চেয়েও কম রানীর শীর্ষ পাঁচ ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যাওয়ার পর ব্যাটিংয়ে নেমে ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে থাকা টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে তিনটি সেঞ্চুরি করেছেন। বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে ক্রিকেটার উন্নতি করেছে। বিদেশের মাটিতে টেস্ট জয়ের যোগ্যতা অর্জন করেছে টেস্ট খেলা প্রতিটি দেশকে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে হারাতে পারবে আইসিস টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ তলানিতে না থেকে ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলবে এসবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ টেস্টে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।

তোহা বকর
প্রবাহ ভবন (টি এন্ড টি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত)
উপজেলা- কাহালু, জেলা- বগুড়া।

কেন রণকৌশল ঠিক করতে পারি না?

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে আমাদের সফলতার চেয়ে ব্যর্থতা বেশি। এর কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ফেডারেশনগুলোর নেতৃবৃন্দের অনাহুত বিদেশ ভ্রমণ, ইনজুরি আক্রান্ত খেলতে পারবে না জেনেও নিজের পছন্দের খেলোয়াড়দের অর্ন্তভুক্ত করা, প্রতিপক্ষের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী নিজ দলের রণকৌশল ঠিক করতে না পারা, যথাযথের প্রশিক্ষণের অভাব, সঠিকভাবে দলগঠন করতে না পারা। সর্বোপরি সংগঠক, প্রশিক্ষক, খেলোয়াড়দের পেশাদারী মনোভাব ও দেশপ্রেমের অভাব এবং জয়ের ইচ্ছা না থাকায় পরাজয় হয়। একবার সাফ ফুটবল ঢাকায় অনুষ্ঠিত সেমি ফাইনালে ভারতের সাথে খেলায় এমনভাবে ফ্রি কিক সাজানো হয়, খেলোয়াড়দের মানব দেওয়াল ভেদ করে গোল পোস্টে চলে যায়। বাংলাদেশ পরাজিত হয়ে ফাইনালে যেতে পারেনি। কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, ম্যানেজার কেউ কি বলেননি খেলোয়াড়দের ফ্রি কিক ঠেকানোর সঠিক কৌশল প্রয়োগের কথা বলেননি। ভারতের বিখ্যাত টেনিস তারকা সোনিয়া মির্জা একবার বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি হাফ ড্রেস পরে সেজেগুজে ঘুরেননি। টেনিস রমনা কমপ্লেক্সে এসে অনুশীলন করেছেন। অপরদিকে বাংলাদেশে বসেছিল ডেভিস কাপ টেনিস বাছাই প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশের বিদেশি কোচ দুঃখ করে বলেছিলেন, এখানকার মেয়েরা খেলার চেয়ে ফ্যাশনে বেশি আগ্রহ দেখায়। আগে খেলা পরে ফ্যাশন, কিন্তু এখানে উল্টা নিয়ম চলে। আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় সাফল্য পেতে হলে ভালো মানের বিদেশি প্রশিক্ষক প্রয়োজন। দুই পদ্ধতিতে বিদেশি প্রশিক্ষক আনা হয়। এক অর্থের বিনিময়ে মাসিক চুক্তিতে অপরটি সাংস্কৃতিক চুক্তির আওতায়। আমরা কোনোটাই কাজে লাগাতে পারি না।

মো. জাকির উল্লাহ পাতা
সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা।

বাংলাদেশের ক্রিকেট সংশ্লিষ্টদের বিদায় অভিন্ন

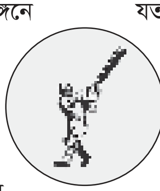

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে যতগুলো ইভেন্ট আছে তার মধ্যে ক্রিকেট সবচেয়ে ভালো অবস্থানে। ক্রিকেটের উন্নতির মূলে আছে ক্রিকেট সংশ্লিষ্টদের সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা। ক্রীড়াঙ্গনের ব্যয়ের সিংহভাগ বরাদ্দ হয় ক্রিকেটের পেছনে। সেই ক্রিকেটেও দেখা দেয় ছিন্নভিন্ন অবস্থান। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট যে কাউকে বিদায় নিতে হয় একই ভাবে। বাংলাদেশ ক্রিকেটে ভালো খেললে এর পেছনে কোচের অবদানকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয়। আর দলের ব্যর্থতায় কোচদের খুঁজে পাওয়া কঠিন। বাংলাদেশ বিদেশে খেলতে গিয়ে যখন চরম ভরাডুবিতে নিমজ্জিত হয় তখন কোচ বিদেশ থেকেই দায়িত্বে অব্যাহতি নেন। দেশে এসে সঠিক জবাবদিহিতা করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। এটা তাদের দায়িত্বহীনতার বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশের ক্রিকেটে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনকারী কোচ দলেন দুর্দিনে দলের সাথে যোগ না দিয়ে নিজ দেশের ক্রিকেটের দায়িত্ব নেওয়া তার চরম কান্ডজ্ঞানহীনতার বহিঃপ্রকাশ। যে কোচ সবার অজান্তে দায়িত্ব ছাঁড়তে পারে বিসিবিও তাকে নীরবে বিদায় জানাতে পারে। বাংলাদেশের ক্রিকেটে ব্যর্থতার গভীর খাদে ফেলে দিয়ে নিজ দেশের তরীতে উঠেছেন তাকে আবারও ফিরিয়ে এনে দেশের ক্রিকেটের দায়িত্ব দেওয়া বিসিবি'র অসহায়ত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। যাদেরকে কোনো দেশে নেয় না বিসিবি তাদের কোচ হিসেবে টেনে আনে। বাংলাদেশের ক্রিকেট থেকে শুধু কোচরাই এমন বিদায় নিয়েছেন তা নয়। এমন বিদায় আছে বিসিবি'র সর্বোচ্চ পর্যায়েও। পূর্বে বিসিবি প্রধানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন দায়িত্ব চেপে ধরে রেখেছিলেন। তাদের দীর্ঘ সময়ে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে দেশের ক্রিকেটে কতটা উন্নতি হয়েছে তা হিসেব নিকেশ করা খুব কঠিন। ক্রীড়া উপদেষ্টা ঘোষণা দিয়েছেন বিসিবিতে একই পদে একজন দুই মেয়াদের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। দেশের ক্রিকেটের উন্নতিতে এটি পথ নির্দেশক হতে পারে। বিসিবি থেকে অভিমানে যিনি বিধায় নিয়েছিলেন তিনিই বিসিবি প্রধান। তাঁর নেতৃত্বে ক্রিকেটের উন্নতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটিই দেখার অপেক্ষা। বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা যেভাবে তাদের ক্যারিয়ার শুরু করেন সেইভাবে তাদের বিদায় ঘটে না। তাদের বিদায় হয় নীরবে নিভৃতে। অনেক ক্রিকেটার দীর্ঘদিন দেশের ক্রিকেটে প্রতিনিধিত্ব করেন, আন্তর্জাতিক রেকর্ড গড়েন, ক্রিকেটের উন্নতিতে অবদান রাখেন আর তাদের বিদায় হয় অজান্তে। দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সুযোগ না পাওয়ায় অনেক ক্রিকেটারের এরই মধ্য দিয়ে বিদায় হয়ে যায়। দলের নেতৃত্বে থেকে অনেক ক্রিকেটারকে একাদশে জায়গা করে দেওয়া হয় না। এমন সময় অভিমানে বিদায় নিতে হয় এমন নেতারাও পতন ঘটে করুণভাবে। শুধু ক্রিকেটার হিসেব নয়, ক্যারিয়ার শেষেও ক্রিকেটাররা ক্রিকেটে অবদান রাখতে পারেন। তাই বিসিবি কে সুযোগ করে দিতে হবে ক্রিকেটাররা যেন অবসর গ্রহণের পর ক্রিকেটের উন্নতিতে অবদান রাখতে পারেন।

বাংলাদেশের ক্রিকেটে বিদায় নেওয়া ও দেওয়া খুব কঠিন কাজ। দলের দুঃসময়ের কথা ভেবে বিসিবি কোন ক্রিকেটারকে বিদায় নিতে বলতে চায় না। আবার নিজের ক্যারিয়ারের কথা ভেবে কোনো ক্রিকেটার নিজ থেকে বিদায় নেয় না। তাই বিসিবি প্রধান থেকে শুরু করে কোচ ও ক্রিকেটারদের বিদায় নিতে হয় অভিন্ন ভাবে।

তোহা বকর
প্রবাহ ভবন (টিএন্ডটি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত)
উপজেলা- কাহালু, জেলা- বগুড়া।

আমাদের ধারাবাহিকতা কখন থেকে বজায় থাকবে?

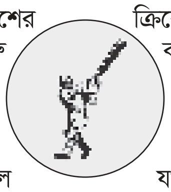

নিঃসন্দেহে এদেশের জনপ্রিয় খেলা হচ্ছে এখন ক্রিকেট খেলা। তার প্রমাণ হলো আমাদের দেশের ক্রিকেট খেলা থাকলে দেখা যায় চায়ের দোকান থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় টিভি সেটের সামনে দর্শকরা অধীর আগ্রহে ক্রিকেট খেলাটা উপভোগ করেন। বাংলাদেশ দল যখন ভালো খেলে, তখন সবার খেলা দেখা যেন সার্থক হয়ে ওঠে। আবার তার বিপরীতে দল যখন বাজে পারফরম্যান্স করে, তখন আমরা যারা এত কষ্ট করে খেলা দেখি, তাদের সবারই মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। এখন আসা যাক, আমাদের ক্রিকেট খেলা নিয়ে। মূল কথা, আমাদের ক্রিকেট দল কখন থেকে যে জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা শিখবে জানি না। বিশ বছর আগের মতো বাংলাদেশ দল যেন এখনো রয়ে গেছে মনে হয়। কেননা, এখনো দেখা যায় এক ম্যাচ ভালো খেললে দলকে ২য় ম্যাচে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই সেদিন পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে ২-০তে সিরিজ জিতলেও তার পরবর্তী সফরে ভারতে গিয়ে বাজে পারফরম্যান্স করে প্রতিটি ম্যাচে নাকাল হয়ে দেশে ফিরছে। টেস্ট ক্রিকেটে না জিতলেও টি- টোয়েন্টি ম্যাচে তো কমছে কম একটি হলেও ম্যাচ জিততে পারতো শান্তরা। কিন্তু উল্টো শেষ ম্যাচে বাজে খেলা উপহার দিয়ে সমালোচনা করার সুযোগ করে দিয়েছে। আমরা আসলে বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলাটা ভীষণ ভালোবাসি। তাই ক্রিকেট নিয়ে কিছু লেখালেখি করি। বিশ্ব ক্রিকেটে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কত সুন্দর করে খেলা খেলতে দেখা যায়। আর আমরা তা পারি না। কেন আমাদের এ অবস্থা, তা বিসিবিকে খতিয়ে দেখার জন্য বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি। এখন তো কোচ হাথুরুসিংহেকে বিদায় দিয়ে সিমন্সকে আনা হয়েছে কোচ হিসেবে। তাহলে অন্ততপক্ষে আমাদের ক্রিকেট খেলার ধরনটা পরিবর্তন হওয়ার দরকার। তা না হলে নেপালের মতো দলের বিপক্ষে আমাদের হার দেখতে হতে পারে।

তাই এখনো সময় রয়েছে বাংলাদেশ দলের পরিবর্তন হওয়ার। বিশেষ করে ধারাবাহিকভাবে কীভাবে ম্যাচ বাই ম্যাচ জেতা যায়, তার যথাযথ ব্যবস্থা এখন থেকে নিতে হবে। আমাদের ক্রিকেটাররা আরেকটু ধৈর্য ধরে খেলতে হবে, তা হলে হয়তোবা সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। আমাদের ক্রিকেট খেলাকে বিশ্ব দরবারে আরও উঁচু জায়গায় পৌঁছাতে হলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

খাদিজাতুল কোবরা
প্রযত্নে- জাহেদ মিয়া, গ্রিন ভ্যালি সোসাইটি
বাড়ি- ৫৬, বায়জিদ, টেক্সটাইল, চট্টগ্রাম-৪২০৯।

ইতিহাস গড়লেন বাংলাদেশের মেয়েরা

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল আবারও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে নাম লেখায়। সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-এর ফাইনালে নেপালকে ২-১ গোলে পরাজিত করে দেশটির ফুটবলাররা অর্জন করেছে দ্বিতীয়বার শিরোপা। এই বিজয়ের ফলে দেশের নারী ফুটবলে নতুন আশা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের ফুটবল সমর্থকরা রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে বিজয় উদযাপন করতে রাস্তায় নেমে আসেন। দেশের পতাকা নিয়ে সমর্থকরা উল্লাস প্রকাশ করে। এটি শুধু একটি শিরোপা নয়, বাংলাদেশের নারী ফুটবলের জন্য একটি ধারাবাহিক সাফল্য। কোচ ও খেলোয়াড়রা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আগামীতে আরও বড় সাফল্য অর্জন করার জন্য তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করবেন। বাংলাদেশ ফুটবলের এই নতুন অধ্যায় আমাদের আশা জাগিয়েছে। দেশের ফুটবল প্রেক্ষাপটের উন্নতির জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক এবং আমরা অপেক্ষায় থাকবো ভবিষ্যতে আরও সাফল্যের। বাংলাদেশের এই চমৎকার বিজয় কেবল ফুটবলে নয়, দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য গর্বের বিষয়। আমরা আশা করতেই পারি, এভাবে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের উত্থান অব্যাহত থাকবে।

রাশেদ আহমেদ
গুলশান, ঢাকা-১২১২।

৪৮ বর্ষ # ৮ সংখ্যার প্রচ্ছদ

গতবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ট্রফি এবার অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে তো বাংলাদেশ?

যুবারা শিরোপা ধরে রাখতে পারবে?

মো. রেজাউল হক

কথায় আছে, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। ঠিক তেমনি খেলাধুলায় সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি অর্জিত সাফল্য অক্ষুণ্ন রাখার চ্যালেঞ্জ কিন্তু অনেক বেশি। যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল। যুবাদের সামনে অপেক্ষা করছে কঠিন পরীক্ষা, অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা ধরে রাখার মিশন। গতবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাটি থেকে যে ট্রফি তাঁরা উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল দেশে, এবার সেটি যেন হাতছাড়া না হয়; সেজন্য প্রাণপণ লড়াই করতে হবে।

এক্ষেত্রে অতীত ইতিহাস কিন্তু আশঙ্কাজনক! ২০২০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান আকবর আলীর নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ যুব দল। কিন্তু দু'বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজে আয়োজিত টুর্নামেন্টে শিরোপা তো ধরে রাখতে পারেইনি বাংলাদেশের যুবারা, উল্টো বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসানের অধিনায়কত্বে জুনিয়র টাইগাররা চরম হতাশ করে শেষ পর্যন্ত হয়েছিল অষ্টম! এবারের যুব এশিয়া কাপে যেন তেমন শোচনীয় পরিণতি না হয় কালাম-আজিজুলদের, সেটাই কামনা থাকবে এদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে প্রথমবার শিরোপা জিতেছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্পিন অলরাউন্ডার মাহফুজুর রহমান রাব্বি। ফাইনালে বাংলাদেশি যুবারা হারিয়েছিল স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতকে। সেই আরব আমিরাতে এবারো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এশিয়ার যুবাদের ব্যাট-বলের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। মরুর দেশটি এই নিয়ে টানা তৃতীয় (২০২১, ২০২৩, ২০২৪) ও সবমিলিয়ে চতুর্থবারের (প্রথম আয়োজন করেছিল ২০১৩/১৪ আসর) মতো ছোটদের এশিয়া কাপের স্বাগতিকের দায়িত্বপালন করছে।

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) আয়োজিত যুব এশিয়া কাপ ক্রিকেটের একাদশ আসরের পর্দা উঠবে ২৯ নভেম্বর, খেলা হবে যথারীতি পঞ্চাশ ওভারের সংস্করণে। দুই গ্রুপে বিভক্ত ৮ দলের আসরের দু'টি সেমিফাইনাল ৬ ডিসেম্বর এবং ৮ ডিসেম্বর হবে ফাইনাল ম্যাচ। খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হবে আরব আমিরাতের সুপরিচিত দুই ভেন্যু দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। সম্প্রতি চূড়ান্ত হয়েছে গ্রুপিং ও ফিক্সচার। 'এ' গ্রুপে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, জাপান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। গত কয়েক বছর ধরে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, বয়সভিত্তিক হোক কিংবা সিনিয়রদের, নারীদের অথবা পুরুষদের; ক্রিকেটের যে কোনো টুর্নামেন্টেই ভারত ও পাকিস্তান অংশগ্রহণ করলে দল দু'টিকে অন্তত একবার মুখোমুখি করতে একই গ্রুপে রাখার অঘোষিত নিয়ম মানা হচ্ছে! তুলনামূলকভাবে 'বি' গ্রুপ কিছুটা কঠিন, যেখানে বাংলাদেশের তিন প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও নেপাল। দুই গ্রুপের সেরা ২টি করে দল পাবে সেমিফাইনালের টিকিট এবং সেখানে জয়ী দু'দল খেলবে ফাইনালে, ফরম্যাট আগের মতোই।

২৯ নভেম্বর টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনেই মাঠে নামবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশি যুবারা, প্রতিপক্ষ সাবেক চ্যাম্পিয়ন আফগানিস্তান। এরপর ১ ডিসেম্বর নেপাল এবং ৩ ডিসেম্বর শ্রীলঙ্কার মোকাবেলা করবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। জুনিয়র টাইগারদের তিনটি ম্যাচই হবে একই মাঠ দুবাইয়ে। গ্রুপের সেরা দুই দলের একটি হতে পারলে তবেই শেষ চারে উঠবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশের মাটি থেকেই শুরু হয়েছিল অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট। সেবার ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে শিরোপা জিতে নিয়েছিল ভারত। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১০ আসরের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮ বার চ্যাম্পিয়ন (১৯৮৯, ২০০৩, ২০১২-আসরে যুগ্মভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২১) হয়ে ভারতীয় যুবারাই টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল। অন্য দুই বারের মধ্যে একবার শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ (২০২৩) এবং অন্যবার আফগানিস্তান (২০১৭)। বাকি দলগুলোর মধ্যে শ্রীলঙ্কা সর্বাধিক ৫ বার রানার্সআপ (১৯৮৯, ২০০৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১) হলেও কখনো শেষ হাসি হাসতে পারেনি। এবার আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কা, উভয় দলই গ্রুপসঙ্গী হওয়ায় বাংলাদেশের জন্য নকআউটে ওঠার পথটা বেশ কঠিন হয়ে গেল।

বাস্তবতা জানাচ্ছে, এবার আনকোরা দল নিয়েই শিরোপা অক্ষুণ্ন রাখার চ্যালেঞ্জ নিতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। কারণ, টাইগার যুবাদের এই ব্যাচটা একেবারেই নতুন। প্রত্যেক অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের পর যেমন হয়, এবারো বছরের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের পর পুরোনোরা বয়সের গন্ডি পেরিয়ে যাওয়ায় নতুন করে গড়তে হয়েছে দল। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর লম্বা সময় ধরে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকা বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের নতুন ব্যাচটা কেবল একটি সিরিজই খেলেছে। সম্প্রতি যুবারা ঘরের মাঠে একমাত্র চার দিনের ম্যাচের পাশাপাশি ৩টি পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচেই সফরকারী সংযুক্ত আরব আমিরাত অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে হারিয়েছে। দুই সংস্করণের চারটি ম্যাচে ভাগাভাগি করে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন কালাম সিদ্দিকি এলিন ও আজিজুল হাকিম তামিম, এবং উভয়ে বেশ পারফর্মও করেছেন। যুব এশিয়া কাপেও তাঁদেরকে নিতে হবে বড় ভূমিকা।

দাপট দেখিয়ে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সিরিজ জয়

মো. মনির উদ্দিন

বিশ্বকাপের পর বরাবরের মতো নতুন করে সাজানো হয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল। লাল-সবুজের পতাকাবাহী নবগঠিত ব্যাচের যুবারা প্রথম সিরিজে দুর্দান্ত দাপট দেখিয়েছে। ঘরের মাঠে তারা সংযুক্ত আরব আমিরাত অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে চার দিনের ম্যাচের এবং ওয়ানডে ম্যাচের উভয় সিরিজই জিতে নিয়েছে। সিরিজের যে চারটি ম্যাচ মাঠে গড়িয়েছে, প্রত্যেকটিতেই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশি যুবারা।

গত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের পর প্রায় আট মাস আর কোনো ম্যাচ খেলেনি বাংলাদেশি যুবারা। লম্বা বিরতির পর মাঠে ফেরার জন্য সাজানো নতুন স্কোয়াডে রাখা হয় সবশেষ বিশ্বকাপ দলে থাকা তিন খেলোয়াড়কে। তাঁরা হলেন উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান আশরাফুজ্জামান বরেণ্য, বাঁহাতি স্পিনার রাফিউজ্জামান রাফি ও পেসার ইকবাল হোসেন ইমন। রাফি ও ইকবাল বিশ্বকাপের মূল পর্বে মাঠে নামার সুযোগ পেলেও কোনো ম্যাচ খেলা হয়নি এখনও ১৭ বছর পূর্ণ না হওয়া বরেণ্যর। তবে যুব ওয়ানডে ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। এ ছাড়া ইতিপূর্বে যুব ওয়ানডে খেলা বাঁহাতি ওপেনার মাজাহারুল ইসলাম ও পেস অলরাউন্ডার রিজান হোসেনকেও দলে নেওয়া হয়। অন্যরা সবাই বাছাই প্রক্রিয়ার গন্ডি পেরিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ক্যাম্প থেকে নতুন করে উঠে এসেছেন।

পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আরব আমিরাতের যুবাদের বিপক্ষে চারটি পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টির কারণে রাজশাহীর শহীদ কামরুজ্জামান স্টেডিয়ামে প্রথম দু'টি ওয়ানডেই পুরোপুরি ভেস্তে যায়। ওই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে বাকি দু'টি ওয়ানডের সঙ্গে আরও একটি ওয়ানডে ম্যাচ বাড়ানো হয়। ৮ উইকেট, ১৮৩ রান ও ৯ উইকেট- তিন ম্যাচেই একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে জিতে হোয়াইটওয়াশ সাফল্য পায় বাংলাদেশি যুবারা। এর আগে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত একমাত্র চার দিনের ম্যাচেও ২০২ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরে যায় আরব আমিরাত অনূর্ধ্ব-১৯ দল।

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের নতুন ব্যাচের মাত্রই শুরু হয়েছে পথচলা। পরবর্তী যুব বিশ্বকাপ মাঠে গড়াবে ২০২৬ সালে যুগ্মভাবে জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায়। দলটা এখনো স্থায়ী চেহারা পায়নি। টাইগার যুবা দলে আস্তে ধীরে অনেকে আসবেন এবং যাবেন, তারপর একটা স্কোয়াড দাঁড়াবে। তবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে প্রথম সিরিজেই ব্যাটে-বলে আলো ছড়িয়ে কয়েকজন জায়গা পাকা করে নেওয়ার জোরালো দাবী জানিয়েছেন। যেমন চার দিনের ম্যাচের প্রথম ইনিংসে দুর্ধর্ষ বোলিং করে 'ফাইফার' নিয়ে সফরকারী দলকে ধসিয়ে দিয়েছেন মৌলভীবাজারের দুই পেসার- ইকবাল হোসেন ইমন (১৪-৫-৩৪-৫) ও আল ফাহাদ (১৪.৩-৪-৩৬-৫)। এরপর ইকবাল দ্বিতীয় ইনিংসে শিকার করেছেন ৪ উইকেট এবং ফাহাদ উইকেট পেয়েছেন ৩টি। লাল বল হাতে এই দু'জনই ম্যাচ জয়ের প্রধান নায়ক অবশ্যই। আর ব্যাটিংয়ে দারুণ খেলে জোড়া হাফ সেঞ্চুরি পেয়েছেন আজিজুল হাকিম তামিম (১০২ বলে ৬৭ ও ১১২ বলে ৭১) এবং কালাম সিদ্দিকি এলিন প্রথম ইনিংসে 'ডাক' মারলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ১১০ বলে ৬৬ রান করে দলের জয়ে অবদান রেখেছেন।

ওয়ানডে সিরিজে চমৎকার পারফর্ম করেছেন অলরাউন্ডার দেবাশীষ সরকার। এমনিতে ডানহাতি লেগ স্পিনার, আবার মিডল অর্ডারে ভালো ব্যাটিংও করেন। প্রথম ম্যাচে ব্যাটিং ও বোলিং কিছুই করার সুযোগ হয়নি তাঁর। দ্বিতীয় ম্যাচে বল হাতে পেয়ে দেখান স্পিনভেল্কি, তুলে নেন 'ফাইফার' (৮-০-২৫-৫) এবং পরে ২৮ বলে

করেন ২২ রান; পান ম্যাচসেরার পুরস্কারও। শেষ ম্যাচে দেবাশীষ শিকার করেন এক হালি উইকেট (৪.৩-১-৪-৪), ব্যাটিংয়ে নামতে হয়নি। পঞ্চাশ ওভারের সিরিজে সর্বোচ্চ ১৪৪ রান এসেছে কালাম সিদ্দিকি এলিনের ব্যাট থেকে। ডানহাতি এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান প্রথম ওয়ানডেতে ১৯ বলে অপরাজিত ছিলেন ৬ রানে। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচে ৩ রানের জন্য মিস করেছেন সেঞ্চুরি (৯৪ বলে ৯ বাউন্ডারি ও ২ ছক্কায় ৯৭) এবং শেষ ম্যাচে খেলেছেন ৪২ বলে অপরাজিত ৪১ রানের ইনিংস।

নবগঠিত বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল : কালাম সিদ্দিকি এলিন, আজিজুল হাকিম তামিম, সামিউন বশির রাতুল, মাজাহারুল ইসলাম, রিফাত বেগ, জাওয়াদ আবরার, ফরিদ হোসেন ফয়সাল, আশরাফুজ্জামান বরেণ্য, রিজান হোসেন, স্বাধীন ইসলাম, রাফিউজ্জামান রাফি, ইয়াসির আরাফাত, আল ফাহাদ, ইকবাল হোসেন ইমন, সাজ্জিদ মজুমদার, সাদ ইসলাম রাজিন, দেবাশীষ সরকার।

এক সারিতে সিরিজের ম্যাচগুলোর ফল...

ম্যাচ	প্রথমে ব্যাটিং	পরে ব্যাটিং	ফল	ম্যাচ-সেরা
চার দিনের ম্যাচ	বাংলাদেশ ১৬৭/১০ও ২৭১/১০	আমিরাত ১২৫/১০ ও ১১১/১০	বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব	আল ফাহাদ
প্রথম ওয়ানডে	আমিরাত ১৬৩/১০ (৪৬.৪)	বাংলাদেশ ১৬৪/২ (৩৪.১)	বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব	সাদ ইসলাম
দ্বিতীয় ওয়ানডে	বাংলাদেশ ৩১৪/৮ (৫০)	আমিরাত ১৩১/১০ (৩৫.৩)	বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব	দেবাশীষ সরকার
তৃতীয় ওয়ানডে	আমিরাত ১৩৭/১০ (৪০.৩)	বাংলাদেশ ১৩৮/১ (২০.৪)	বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব	জাওয়াদ আবরার

তবু পারল না বাংলাদেশ

মো. মাহবুবুর রশিদ

শারজায় বাংলাদেশকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে ওয়ানডে সিরিজ জিতে নিয়েছে আফগানিস্তান

প্রথম ম্যাচে বাজেভাবে হার দিয়ে শুরু। দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে দাপুটে জয়ে সমতায় ফিরেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু অঘোষিত 'ফাইনালে' পরিণত হওয়া তৃতীয় ম্যাচটায় লড়াকু পুঁজি নিয়েও জিততে পারল না লাল-সবুজ দল। ফলে শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটা ২-১ ব্যবধানে হারতে হয়েছে বাংলাদেশকে। আফগানদের কাছে ঘরে-বাইরে এ নিয়ে পরপর দুটো ৫০ ওভারের সিরিজ হারের তিক্ত স্বাদ পেল টাইগাররা। অন্যদিকে আয়ারল্যান্ড (২-০) ও দক্ষিণ আফ্রিকার (২-১) পর বাংলাদেশকে ধরাশায়ী করে 'মরুদ্যানে' টানা তৃতীয় ওয়ানডে সিরিজ জয়ের উৎসব করেছে আফগানিস্তান।

খেলাধুলার সঙ্গে 'লজ্জা' শব্দটা ঠিক যায় না। কিন্তু আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে যা করেছে বাংলাদেশ, সেটাকে লজ্জাজনক না বলে উপায় নেই! টেস্ট ও টি-টোয়েন্টিতে যেমন-তেমন, অন্তত ওয়ানডেতে 'ভালো দল' বলে একটা সুনাম 'ছিল' বাংলাদেশের। 'ছিলই' বলতে হচ্ছে। দীর্ঘদিনের অর্জিত গর্বের সেই জায়গাটায় প্রবলভাবে ঝাঁকুনি লাগল। নিজেদের পছন্দের সংস্করণে টাইগারদের পায়ের নিচের মাটি ধরেই টান দিয়েছে আফগানিস্তান। পাকিস্তানের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে পরপর দুই টেস্ট জয়ের পর কী যে একটা 'কুফা' লাগল বাংলাদেশের! এরপর বিদেশে-দেশে-নিরপেক্ষ ভেন্যুতে তিন সংস্করণে খেলা শেষ চারটি সিরিজই হেরে দুঃসময়ের ঘূর্ণাবর্তে রীতিমতো হাবুডুবু খেতে শুরু করেছে বাংলাদেশ।

একেবারে টপক্লাশ ক্রিকেট খেলে যে বাংলাদেশকে পরাজিত করেছে আফগানিস্তান, মোটেও তেমনটা নয়। বরং কন্ডিশন বুঝে হিসেবি ক্রিকেট খেলেছে আফগানরা, নিজেদের সামর্থ্যের প্রতি আস্থা রেখে করেছে সুযোগের সদ্ব্যবহার। প্রথম ম্যাচে ৪ উইকেটে ৩৫ এবং ৫ উইকেটে ৭৫ থেকে দৃঢ়তা দেখিয়ে অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী (৮৪) ও অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শহীদির (৫২) হাফ সেঞ্চুরিতে ২৩৫ রান করেছিল আফগানিস্তান। জবাবে একপর্যায়ে ২ উইকেটে ১২০ রান করে ভালো অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ আচমকা এক ধসে অবিশ্বাস্যভাবে অলআউট হয়ে যায় ১৪৩ রানে! ২৩ রানে শেষ ৮ উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ এবং শেষ ৭ উইকেটে করেছে স্রেফ ১১ রান! তরুণ 'রহস্যময়' স্পিনার আল্লাহ গজনফর (৬/২৬) ও অভিজ্ঞ লেগ স্পিনার রশিদ খান (২/২৮) মিলে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করেছেন!

দ্বিতীয় ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে ২৫২ রানের যে চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়ে বাংলাদেশ, সেখানে নাজমুল হোসেন শান্তর ১১৯ বলে ৭৬ রানের পাশাপাশি অভিষিক্ত জাকের আলী অনিকের ২৭ বলে অপরাজিত ৩৭ এবং বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদের ২৪ বলে ২৫ রানের ছিল বড় ভূমিকা। এক বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা নাসুমের ঘূর্ণি (৩/২৮) এবং মোস্তাফিজ (২/৩৭) ও মিরাজের (২/৩৭) হিসেবি বোলিংয়ে পরে ১৮৪ রানে গুটিয়ে যায় আফগানিস্তানের ইনিংস। তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচে ৭২ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ কিছুটা চাপে পড়লেও দায়িত্বশীল ব্যাটিং করেন ২ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করা মাহমুদউল্লাহ (৯৮ বলে ৯২)। কিন্তু চোটের কারণে ছিটকে যাওয়া নাজমুল হোসেন শান্তর জায়গায় অধিনায়কত্ব করতে নামা মেহেদী হাসান মিরাজের ১১৯ বলে ৬৬ রানের ইনিংসটি একটু বেশিই ধীরগতির ছিল। শেষ দিকে কেউ ঝড়ো ইনিংস খেলতে না পারায় ২৪৪ রানে আটকে যায় বাংলাদেশ। কন্ডিশন বিবেচনায় রান একেবারে কমও ছিল না। কিন্তু ওয়ানডে অভিষেক হওয়া পেসার নাহিদ রানা ও বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ বাদে বাংলাদেশের অন্য বোলাররা যেমন নিয়ন্ত্রিত বোলিং করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তেমনি ফিল্ডিংও হয়েছে চরম বাজে পর্যায়ের। ওপেনার রহমানউল্লাহ গুরবাজের সেঞ্চুরি (১২০ বলে ১০১) ও পেস অলরাউন্ডার আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের হাফ সেঞ্চুরিতে (৭৭ বলে অপরাজিত ৭০) হেসেখেলেই জয়ের বন্দরে নোঙ্গর করে আফগানরা।

কিছু সুযোগ হাতছাড়া করেছে বাংলাদেশ, যা ছিল হেরে যাওয়া দুটো ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। এই যেমন, প্রথম ম্যাচে মোহাম্মদ নবী ফিরতে পারতেন ব্যক্তিগত ৩৭ রানের মাথায়। কিন্তু রিশাদ হোসেনের বলে রিভিউ নেননি অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। অথচ, প্রত্যেক ম্যাচেই উল্টাপাল্টা রিভিউ নিয়ে নষ্ট করেছে বাংলাদেশ। পরে ফিফটির পর আবার তাঁর ক্যাচ মিস করেন মাহমুদউল্লাহ। জোড়া 'জীবন' পাওয়া নবী শেষ পর্যন্ত ৭৯ বলে ৮৪ রানের ইনিংস খেলে আফগানিস্তানকে লড়াই করার পুঁজি এনে দেন। তৃতীয় ম্যাচে ব্যক্তিগত ৫৬ রানের মাথায় মিরাজের বলে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে আসা রহমানউল্লাহ গুরবাজের সহজ স্ট্যাম্পিং মিস করেছেন উইকেটকিপার জাকের আলী অনিক। এর আগে ৩০ রানের সময় মোস্তাফিজকে গুরবাজের তুলে মারা বল হাত ছোঁয়ালেও ক্যাচ জমাতে পারেননি বদলী ফিল্ডার রিশাদ হোসেন। পরে সেঞ্চুরি (১০১) করে দলের জয়ের পথ সহজ করেছেন সেই গুরবাজ।

এমনিতে হয়তো অযুহাত মনে হতে পারে। তবে বাস্তবতা হলো, আফগানিস্তান সিরিজে

দ্বিতীয় ম্যাচে ৭৬ রানের ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়ে ম্যাচসেরা হন নাজমুল হোসেন শান্ত

সেরা দলটা নিয়ে কিন্তু মাঠে নামতে পারেনি বাংলাদেশ। একের পর এক দুঃসংবাদ সঙ্গী হয়েছে টাইগারদের, সঠিক কম্বিনেশন মিলিয়ে একাদশ সাজাতে হিমশিম খেতে হয়েছে। সাকিব আল হাসান খেলেননি, চোটের কারণে লিটন দাস সুযোগ পাননি, ভিসা জটিলতায় প্রথম ম্যাচের আগে যেতে পারেননি নাহিদ রানা ও নাসুম আহমেদ। প্রথম ম্যাচে মুশফিকুর রহিম আঙুলে চোট পেয়ে ছিটকে যান পরের দুই ম্যাচ থেকে, ইনজুরির কারণে সিরিজ-নির্ধারণী শেষ ম্যাচটা খেলতে পারেননি অধিনায়ক ও ইনফর্ম ব্যাটসম্যান নাজমুল হোসেন শান্ত; সব মিলিয়ে শারজায় দুঃস্বপ্নের একটা সিরিজ খেলে হতাশা ‘উপহার’ পেয়েছে বাংলাদেশ দল।

প্রথম ওয়ানডের সংক্ষিপ্ত স্কোর...

- **তারিখ :** ৬ নভেম্বর ২০২৪
- **টস জয় :** আফগানিস্তান (ব্যাটিং)
- **আফগানিস্তান ইনিংস :** ৪৯.৪ ওভারে ২৩৫ রানে অলআউট (মোহাম্মদ নবী ৮৪, হাশমতউল্লাহ শহীদি ৫২, নানগেয়ালিয়া খারোতে অপরাজিত ২৭, গুলবদিন নাইব ২২; তাসকিন আহমেদ ৪/৫৩, মোস্তাফিজুর রহমান ৪/৫৮, শরীফুল ইসলাম ১/৩২)
- **বাংলাদেশ ইনিংস :** ৩৪.৩ ওভারে ১৪৩ রানে অলআউট (নাজমুল হোসেন শান্ত ৪৭, সৌম্য সরকার ৩৩, মেহেদী হাসান মিরাজ ২৮; আল্লাহ গজনফর ৬/২৬, রশিদ খান ২/২৮, আজমতউল্লাহ ওমরজাই ১/১৬, মোহাম্মদ নবী ১/২৩)
- **ফল :** আফগানিস্তান ৯২ রানে জয়ী
- **প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ :** আল্লাহ গজনফর (আফগানিস্তান)

দ্বিতীয় ওয়ানডের সংক্ষিপ্ত স্কোর...

- **তারিখ :** ৯ নভেম্বর ২০২৪
- **টস জয় :** বাংলাদেশ (ব্যাটিং)
- **বাংলাদেশ ইনিংস :** ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৫২ রান (নাজমুল হোসেন শান্ত ৭৬, জাকের আলী অনিক অপরাজিত ৩৭, সৌম্য সরকার ৩৫, নাসুম আহমেদ ২৫, তানজিদ হাসান তামিম ২২, মেহেদী হাসান মিরাজ ২২; নানগেয়ালিয়া খারোতে ৩/২৮, রশিদ খান ২/৩২, আল্লাহ গজনফর ২/৩৫)
- **আফগানিস্তান ইনিংস :** ৪৩.৩ ওভারে ১৮৪ রানে অলআউট (রহমত শাহ ৫২, সেদিকউল্লাহ আতাল ৩৯, গুলবদিন নাইব ২৬; নাসুম আহমেদ ৩/২৮, মোস্তাফিজুর রহমান ২/৩৭, মেহেদী হাসান মিরাজ ২/৩৭, তাসকিন আহমেদ ১/২৯, শরীফুল ইসলাম ১/৪৫)
- **ফল :** বাংলাদেশ ৬৮ রানে জয়ী
- **প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ :** নাজমুল হোসেন শান্ত (বাংলাদেশ)

তৃতীয় ওয়ানডের সংক্ষিপ্ত স্কোর...

- **তারিখ :** ১১ নভেম্বর ২০২৪
- **টস জয় :** বাংলাদেশ (ব্যাটিং)
- **বাংলাদেশ ইনিংস :** ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৪৪ রান (মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ৯৮, মেহেদী হাসান মিরাজ ৬৬, সৌম্য সরকার ২৪; আজমতউল্লাহ ওমরজাই ৪/৩৭, মোহাম্মদ নবী ১/৩৭, রশিদ খান ১/৪০)
- **আফগানিস্তান ইনিংস :** ৪৮.২ ওভারে ৫ উইকেটে ২৪৬ রান (রহমানউল্লাহ গুরবাজ ১০১, আজমতউল্লাহ ওমরজাই অপরাজিত ৭০, মোহাম্মদ নবী অপরাজিত ৩৪; নাহিদ রানা ২/৪০, মোস্তাফিজুর রহমান ২/৫০, মেহেদী হাসান মিরাজ ১/৫৬)
- **ফল :** আফগানিস্তান ৫ উইকেটে জয়ী
- **প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ :** আজমতউল্লাহ ওমরজাই (আফগানিস্তান)
- **প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ :** মোহাম্মদ নবী (আফগানিস্তান)
- **সিরিজের ফল :** ৩ ম্যাচের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জয়ী আফগানিস্তান

ওয়ানডে অভিষেকে অপরাজিত ৩৭ রান করলেও দুই ম্যাচেই উইকেটকিপিংয়ে গ্লাভস হাতে হতাশ করেছেন জাকের আলী অনিক

বিশ্বের প্রথম মাঠ হিসেবে ৩০০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের রেকর্ড গড়েছে শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়াম

সিরিজের এপিঠ-ওপিঠ

শারজায় সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যকার ওয়ানডে সিরিজের কিছু আলোচিত ঘটনার আদ্যোপান্ত তুলে এনেছেন...

মো. মুলতানুর রহমান

দুই পেসারের প্রথম কীর্তি

আফগানিস্তানের বিপক্ষে শারজায় প্রথম ওয়ানডেতে 'এক হালি' করে উইকেট শিকার করেন তাসকিন আহমেদ (১০-০-৫৩-৪) ও মোস্তাফিজুর রহমান (১০-০-৫৮-৪)। এতে করে তাঁদের নাম যৌথভাবে লেখা হয়ে গেছে রেকর্ড বইয়ের একটি পাতায়। এক দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই প্রথম একই ম্যাচে বাংলাদেশের দুই পেসার ৪ কিংবা তার বেশি উইকেট পেলেন।

ইতিপূর্বে ওয়ানডেতে বাংলাদেশের দুই বোলার একইসঙ্গে ৪ বা ততধিক উইকেট পেয়েছিলেন আরও চারটি ম্যাচে। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে ওই দুই বোলার কখনো ছিলেন দুই স্পিনার, আবার কখনো একজন স্পিনার ও একজন পেসার। ওই চারটি ঘটনার তিনটিরই সাক্ষী মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়াম, অন্যটি ঢাকা স্টেডিয়ামে। চারটি ম্যাচেই জিতেছিল বাংলাদেশ, আর এবার মোস্তাফিজ-তাসকিনের সৌজন্যে পেসারদের কীর্তির দিনে টাইগাররা আফগানদের কাছে পরাজিত হয়েছে।

আগের চারটি নজিরের দিকে ফিরে তাকানো যাক। মোহাম্মদ রফিক (১০-৩-৩৩-৪) ও মানজারুল ইসলাম রানা (১০-০-৩৬-৪), বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে, ঢাকা, ২৯ জানুয়ারি ২০০৫। আবদুর রাজ্জাক (৯.২-২-৩০-৫) ও সাকিব আল হাসান (৯-০-৩৯-৪), বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে, মিরপুর, ৩ ডিসেম্বর ২০১০। আবদুর রাজ্জাক (১০-২-১৪-৪) ও শফিউল ইসলাম (৯.১-০-৪৩-৪), বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে, মিরপুর, ৬ ডিসেম্বর ২০১০। সাকিব আল হাসান (১০-২-৩৬-৫) ও ইবাদত হোসেন (৮.২-০-৪৭-৫), বিপক্ষ ভারত, মিরপুর, ৪ ডিসেম্বর ২০২২।

একেই বলে ব্যাটিংধস!

আফগানদের দেওয়া ২৩৬ রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ওয়ানডেতে একপর্যায়ে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২ উইকেটে ১২০ রান। সেখান থেকে অবিশ্বাস্যভাবে ১৪৩ রানে অলআউট হয়ে ৯২ রানে হেরে বসে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। যেখানে ৫৩ বলের ব্যবধানে ২৩ রানে পড়ে বাংলাদেশের শেষ ৮ উইকেট। এর মধ্যে শেষ ৭ উইকেটের পতন ঘটে ২৫ বলের মধ্যে, যোগ হয় মাত্র ১১ রান! বাংলাদেশের ব্যাটিং অর্ডার তো নয়, এ যেন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়া বালির বাঁধ!

এমন ব্যাটিংধস অবশ্য ওয়ানডে ইতিহাসে নজিরবিহীন তো নয়ই, একেবারে বিরলও নয়। তা ছাড়া ১১ রানের মধ্যে শেষ ৭ উইকেট খোয়ানো বাংলাদেশের জন্যও নতুন কোনো ঘটনা নয়। ২০১৪ সালে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় সারির ভারতের বিপক্ষে ৮ রানের মধ্যে শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ অলআউট হয়েছিল ৫৮ রানে। জয়ের জন্য ১০৬ রানের লক্ষ্যে নেমে সুয়ার্ট বিনি (৬/৪) ও মোহিত শর্মার (৪/২২) তাণ্ডবে বিধ্বস্ত হয় বাংলাদেশ।

ওয়ানডেতে সবচেয়ে কম রানের ব্যবধানে শেষ ৭ উইকেট হারানোর বিব্রতকর বিশ্ব রেকর্ডটা বাংলাদেশের নয়, জিম্বাবুয়ের। শ্রীলঙ্কার মুত্তিয়া মুরালিধরন ও অজন্তা মেন্ডিসের ঘূর্ণিতে ২০০৮ সালের ২০ নভেম্বর হারারেতে মাত্র ৩ রানের মধ্যে (১২৪/৩ থেকে ১২৭/১০) জিম্বাবুয়ের শেষ ৭ উইকেট 'নাই' হয়ে গিয়েছিল! এ ছাড়া ৬ রানে শেষ ৭ উইকেট হারানোর রেকর্ড আছে যুক্তরাষ্ট্রের (৩/২৯ থেকে ৩৫/১০), নেপালের

ওয়ানডে অভিষেকে ৩টি ছক্কার রেকর্ডে সাব্বির রহমানকে ছুঁয়েছেন জাকের আলী অনিক

বিপক্ষে কীর্তিপুরে ২০২০ সালে। আফগানিস্তান ৭ রানে শেষ ৭ উইকেট হারিয়েছিল শ্রীলঙ্কার সঙ্গে, পাল্লেকেলেতে চলতি বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি (১৪৬/৩ থেকে ১৫৩/১০)। এরপর ভারতের বিপক্ষে সেই ৫৮ রানে বাংলাদেশের 'প্যাকেট' হয়ে যাওয়ার কথা তো বলা হয়েছে আগেই। ১০ রানে শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে তালিকার ৫ ও ৬ নম্বরে যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা (বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শারজা, ১৯৮৬) ও ইংল্যান্ড (বিপক্ষ ভারত, গোয়ালিয়র, ১৯৯৩)। বাংলাদেশের মতো ১১ রানে শেষ ৭ উইকেট খোয়ানোর লজ্জা আগেই পেয়েছে ইংল্যান্ড (বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, লর্ডস, ১৯৭৯), দক্ষিণ আফ্রিকা (বিপক্ষ পাকিস্তান, ইস্ট লন্ডন, ১৯৯৩) ও জিম্বাবুয়ে (বিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, কলম্বো, ২০০১)।

১৮ বছর পর এই প্রথম

প্রথম ম্যাচে উইকেটকিপিং করার সময় আঙুলে চোট পাওয়ায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের বাকি অংশ থেকে ছিটকে পড়েন মুশফিকুর রহিম। সাকিব আল হাসান সিরিজটা খেলেননি। আর তামিম ইকবাল তো অনেক দিন ধরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে। ফলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশ আফগানদের মোকাবিলা করতে নামে সাকিব, তামিম ও মুশফিককে ছাড়াই। এই তিনজনের প্রত্যেককে একাদশের বাইরে রেখে তাঁদের অভিষেকের পর বাংলাদেশের ওয়ানডে খেলার ঘটনা বিরল। টানা ৩১০টি ওয়ানডে ম্যাচে তাঁদের কেউ না কেউ অন্তত একজন হলেও বাংলাদেশ দলে ছিলেনই।

সময়ের হিসাবে ১৮ বছরেরও বেশি সময় পর এই তিন 'পাণ্ডবকে' ছাড়া প্রথমবার ওয়ানডে খেলেছে বাংলাদেশ। ৯ নভেম্বর ২০২৪ এর আগে এমন ঘটনা সর্বশেষ ঘটেছে ২০০৬ সালের ৪ আগস্ট, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে চতুর্থ ওয়ানডেতে। সেবার পাঁচ ওয়ানডের সিরিজ খেলতে জিম্বাবুয়ে সফরে গিয়েছিল বাংলাদেশ। সেই সিরিজের স্কোয়াডে থাকলেও প্রথম চার ম্যাচে সাকিব আল হাসান ও মুশফিকুর রহিমের একজনকেও খেলানো হয়নি। পরে ৬ আগস্ট হারারেতে সিরিজের পঞ্চম ও শেষ ম্যাচে একই সঙ্গে ওয়ানডে অভিষেক করিয়ে দেওয়া হয় ওই দুজনকে। বাংলাদেশ ম্যাচটা জিতেছিল ৮ উইকেটে, যদিও সিরিজ হেরেছিল ৩-২ ব্যবধানে। এরপর দুজন চুটিয়ে খেলা শুরু করেন এবং পরে যোগ দেন তামিম ইকবাল, যাঁর ওয়ানডে অভিষেক হয় ২০০৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি, সেই হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই।

৬ আগস্ট ২০০৬ থেকে ৬ নভেম্বর ২০২৪ আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ পর্যন্ত যে টানা ৩১০টি ওয়ানডে খেলেছে বাংলাদেশ, সেখানে প্রত্যেক ম্যাচের একাদশে সাকিব, মুশফিক ও তামিমের কেউ না কেউ ছিলেনই। উল্লেখ্য, তামিমের অভিষেকের পর আফগানিস্তান সিরিজের প্রথম ওয়ানডে পর্যন্ত বাংলাদেশের খেলা ৩১০ ওয়ানডের মধ্যে ১৮০টিতে তামিম, সাকিব ও মুশফিক একসঙ্গে খেলেছেন। টি-টোয়েন্টিতে আলোচিত 'তিন পাণ্ডব' অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে আগেই, ওয়ানডেতেও শেষ হলো বলে!

মুশফিক-তামিম-সাকিব তিনজনকেই ছাড়া বাংলাদেশ ওয়ানডে খেলেছে ১৮ বছর পর

সাব্বিরের পর জাকের

মুশফিকুর রহিমের আঙুলের চোটের কারণে আফগানিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচের একাদশে সুযোগ পান জাকের আলী অনিক। বাংলাদেশের ১৪৯তম খেলোয়াড় হিসেবে ওয়ানডে অভিষেকে ব্যাট হাতে ৭ নম্বরে নেমে অপরাজিত ৩৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। তাঁর ২৭ বলের ইনিংসে ছিল ১টি চার ও ৩টি ছক্কা। জাকের হলেন বাংলাদেশের দ্বিতীয় ক্রিকেটার, যিনি ৫০ ওভারের আন্তর্জাতিক সংস্করণে অভিষেকে ৩টি ছক্কা মারলেন। প্রথ মজন সাব্বির রহমান। একসময়ের এই তারকা ২০১৪ সালের ২১ নভেম্বর চট্টগ্রামে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের জার্সি গায়ে জীবনের প্রথম ওয়ানডেতে ২৫ বলে ৪৪ রানের হার না মানা ইনিংসে ৩টি চারের পাশাপাশি মেরেছিলেন ৩টি ছক্কা। বাংলাদেশ ম্যাচটা জিতেছিল ৮৭ রানে।

শারজার 'ট্রিপল সেঞ্চুরি'

২৯৯ হয়ে গেছে গিয়েছিল গত সেপ্টেম্বরে। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান প্রথম ওয়ানডের টসের পরই পূর্ণ হয়ে যায় ৩০০! প্রথম ভেন্যু হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজনের 'ট্রিপল সেঞ্চুরির' ইতিহাস গড়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়াম। ব্যাট-বলের লড়াইয়ে এই মাঠে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ম্যাচ সংখ্যা এখন ৩০২। এর মধ্যে ওয়ানডে ২৫৫, টি-টোয়েন্টি ৩৮ ও টেস্ট ৯। সর্বাধিক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজনের তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড, যেখানে গড়িয়েছে ২৯১ ম্যাচ (ওয়ানডে ১৬১, টেস্ট ১১২, টি-টোয়েন্টি ১৮)। তালিকার সেরা পাঁচের পরের নামগুলো যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড, ২৮৭ ম্যাচ (ওয়ানডে ১৫২, টেস্ট ১১৬, টি-টোয়েন্টি ১৯); জিম্বাবুয়ের হারারে স্পোর্টস ক্লাব, ২৬৭ ম্যাচ (ওয়ানডে ১৮২, টেস্ট ৩৯, টি-টোয়েন্টি ৪৬) এবং ইংল্যান্ডের লর্ডস, ২২৭ ম্যাচ (টেস্ট ১৪৭, ওয়ানডে ৭০, টি-টোয়েন্টি ১০)। এ পর্যন্ত ২১১ ম্যাচ আয়োজন করে তালিকার ৬ নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশের 'হোম অব ক্রিকেট'খ্যাত মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়াম (ওয়ানডে ১২০, টেস্ট ২৮, টি-টোয়েন্টি ৬৩)।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) সদর দপ্তর সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে অবস্থিত। দুবাইয়ের পাশের শহর শারজা। ওয়ানডে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বিবেচনা করে ১৯৮৪ সালে নির্মাণ করা হয় শারজা ক্রিকেট গ্রাউন্ড। আমিরাতের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও ক্রিকেট প্রশাসক আবদুল রহমান বুখাতির শারজার মরুভূমিকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রূপান্তর করে ক্রিকেট-বিশ্বে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। ১৯৮৪ সালের ৬ এপ্রিল শারজায় অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচটিতে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। সেটি ছিল এশিয়া কাপের ম্যাচ। ভেন্যুটি সবচেয়ে বেশি ওয়ানডে ম্যাচ আয়োজন করে অনেক আগেই গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে নিয়েছে। এই মাঠে ১৯৯০ সাল থেকে শুরু করে টানা ৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ (ওয়ানডে ৬টি, টি-টোয়েন্টি ৩টি) হারার পর আফগানিস্তানকে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে হারিয়ে প্রথম জয়ের দেখা পেয়েছে বাংলাদেশ।

ব্যাটের ‘ভাষায়’ জবাব...

মো. রেজাউল হক

কী কাজে লাগছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ? এমন প্রশ্ন জোরালোভাবে উঠতে শুরু করেছিল চারদিক থেকে। খুব অযৌক্তিক যে ছিল ওই প্রশ্ন, তা-ও নয়। ব্যাট হাতে পারফরম্যান্স মোটেও ভালো যাচ্ছিল না তাঁর। ০, ১, ২, ৩... শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে শুরু করে আফগানিস্তান সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ, টানা চার ওয়ানডেতে সাকুল্যে ৬ রান; তার ওপর গ্রাউন্ডস ফিল্ডিং ও ক্যাচিংয়ে এমন দৈন্যদশা যে অধিনায়ককে মহাটেনশনে পড়তে হয় তাঁকে মাঠের কোথায় লুকাবেন তা নিয়ে! একজন সিনিয়র খেলোয়াড়ের এমন দুরবস্থা হলে তো সমালোচনার তিরে বিদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক।

মাহমুদউল্লাহ বরাবরের মতোই চুপটি মেরে ছিলেন, মুখে কিছুই বলেননি। হয়তো একটা ভালো দিন ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সেটি এসে গেল শারজায় তৃতীয় ওয়ানডেতে। ৫৩ রানের দারুণ সূচনার পর আচমকা এক ধসে ৭২ রানে ৪ উইকেট তুলে নিয়ে বাংলাদেশ শিবিরে আবারও শঙ্কার চোরাস্রোত বইয়ে দিয়েছিল আফগান বোলাররা। ওই পরিস্থিতিতে ব্যাট বগলদাবা করে মাঠে নামেন মাহমুদউল্লাহ। ক্রিজে গিয়ে সঙ্গী হিসেবে পান ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজকে। দুজনে মিলে পঞ্চম উইকেট জুটিতে ১৪৫ রান যোগ করে বাংলাদেশের বিপর্যয় সামাল দেন। মিরাজ ৬৬ রান করে আউট হলেও মাহমুদউল্লাহ উইকেটে ছিলেন একেবারে শেষ বল পর্যন্ত। মাত্র ২ রানের জন্য ‘প্রাপ্য’ সেঞ্চুরি মিস করলেও খেলেছেন ৯৮ বলে ৭ বাউন্ডারি আর ৩ ছক্কায় সাজানো দুর্দান্ত একটা ইনিংস, যা বাংলাদেশকে ২৪৪ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়তে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়েও এদিন প্রথম থেকেই বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে খেলেছেন মাহমুদউল্লাহ। যদিও উইকেট, কন্ডিশন আর দলের পরিস্থিতি মিলিয়ে ব্যাটিং করা এতটা সহজ ছিল না। বয়স ও তো আর কম হয়নি, কাগজে-কলমেই যা ছুঁতে চলেছে উনচল্লিশের কোটা। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বেশ অস্বস্তি অনুভব করায় মাঠে ফিজিও ডেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে আবারও ব্যাটিং শুরু করেন। শেষ দিকে কিছুটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই দৌড়ে রান নিতে দেখা গেছে তাঁকে। তবু দলের প্রয়োজনে আর নিজের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের বাকিটুকু বাঁচাতে ব্যাট হাতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি মাহমুদউল্লাহ। দেখিয়েছেন ‘বুড়ো হাড়ের ভেল্কি’ কাকে বলে!

যদিও অল্পের জন্য আরও একটি ওয়ানডে সেঞ্চুরির আক্ষেপ রয়েই গেল তাঁর। এর আগে মাহমুদউল্লাহর ৪টি ওয়ানডে সেঞ্চুরির সব কটি এসেছে আইসিসি টুর্নামেন্টে। ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ২টি সেঞ্চুরির (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যাডিলেডে ১৩৮ বলে ১০৩, নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে হ্যামিল্টনে ১২৩ বলে অপরাজিত ১২৮) পর ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে করেছিলেন তৃতীয় সেঞ্চুরি (কার্ডিফে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১০৭ বলে অপরাজিত ১০২)। গত বছর ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১১১ বলে ১১১ রান ছিল মাহমুদউল্লাহর চতুর্থ ও সর্বশেষ সেঞ্চুরি। আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন অঙ্ক ছুঁতে পারলে এটি হতো দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজে তাঁর ‘প্রথম’ সেঞ্চুরি। সেটি না হলেও এই ইনিংসটি মাহমুদউল্লাহর জন্য বলা চলে একটা ‘লাইফলাইন’। একই সঙ্গে বাজে সময়টাকে পেছনে ফেলে আসার বার্তাও।

অমন একটা লড়াকু ইনিংস খেলার পর যদিও দিনশেষে পরাজিত দলেই থাকতে হয়েছে মাহমুদউল্লাহকে। বাংলাদেশের নির্বিষ বোলিং আর বাজে ফিল্ডিংয়ের সুযোগে রহমানউল্লাহ গুরবাজের সেঞ্চুরি, আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের হার না মানা হাফ সেঞ্চুরি ও মোহাম্মদ নবীর অপরাজিত ঝড়ো ইনিংসে ১০ বল ও ৫ উইকেট হাতে রেখেই ম্যাচ জিতে সিরিজ জয় করে নেয় আফগানিস্তান। দল জিততে ব্যর্থ হলেও মাহমুদউল্লাহর বীরত্বপূর্ণ ইনিংসকে ছোট করে দেখার কিছু নেই।

মেঘে মেঘে বেলা তো আর কম হলো না। ক্যারিয়ারের একেবারে পড়ন্ত বেলায় এসে উপস্থিত হয়েছেন মাহমুদউল্লাহ। তিন বছর আগে সেঞ্চুরি করে টেস্টকে রহস্যজনকভাবে বিদায় জানানোর পর টি-টোয়েন্টি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নিয়েছেন গত মাসে ভারত সফরে সিরিজ খেলে। এখন কেবল একটা সংস্করণেই তিনি খেলেন বাংলাদেশের জার্সি গায়ে, ওয়ানডেতে। স্পষ্ট করে না জানালেও ধারণা করা হচ্ছে আগামী ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলেই পুরোপুরি বিদায় নেবেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে। গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মুম্বাইয়ে দলের নিশ্চিত হারের সময় সেঞ্চুরি পূর্ণ করে যেভাবে দৃষ্টিকটুভাবে বুনো উদ্‌যাপন করেছিলেন, তা নিয়ে অনেক সমালোচনা সইতে হয়েছে মাহমুদউল্লাহকে। বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সর্বাধিক রান সংগ্রাহক হলেও ইম্প্যাক্টফুল না হওয়ায় তাঁর রান সেভাবে দলের কাজে লাগেনি। এরপর গত মার্চে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে চট্টগ্রামের মাঠে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৩৭ রান করলেও পরের দুই ম্যাচে আউট হয়ে যান ০ ও ১ রানে। লম্বা সময় পর বাংলাদেশ শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে নামলে প্রথম দুই ম্যাচে ২ ও ৩ রানের বেশি করতে পারেননি মাহমুদউল্লাহ। ‘উন্নতির’ এই ধারাবাহিকতায় তৃতীয় ম্যাচে তাঁর করার কথা ছিল ৪ রান, এমনই বলাবলি হচ্ছিল। অথচ সবাইকে অবাক করে কি-না খেললেন ৯৮ রানের দর্শনীয় ইনিংস, জানান দিলেন পুরোপুরি ফুরিয়ে না যাওয়ার বার্তা। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে বাংলাদেশ কেবল একটাই ওয়ানডে সিরিজ খেলবে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে। শেষটাও রাঙাতে পারবেন তো মাহমুদউল্লাহ?

নতুন করে পুরোনো ভূমিকায়

মো. মাহবুবুর রশিদ

বেশ কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল গুঞ্জন। শেষ পর্যন্ত তা সত্যি হয়েছে। অবশেষে মোহাম্মদ সালাউদ্দিনকে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সহকারী কোচ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি। এবারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর থেকেই প্রধান কোচ ফিল সিমন্সের সহকারী হিসেবে টাইগারদের সঙ্গে শুরু হতে যাচ্ছে নতুন করে তাঁর পথচলা। যদিও আগেও জাতীয় দলের একই পদে দায়িত্ব সামলেছেন। এবার অবশ্য সালাউদ্দিনের পদের নাম 'সিনিয়র সহকারী কোচ'। দু'পক্ষের কথাবার্তার পর চূড়ান্ত করা হয় নিয়োগ প্রক্রিয়া। আপাতত তাঁর চুক্তির মেয়াদ পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় আগামী বছরের আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি অর্থাৎ ২০২৫ সালের ১৫ মার্চ পর্যন্ত। প্রধান কোচ ফিল সিমন্সেরও তাই। প্রকাশ্যে ঘোষণা করা না হলেও জানা গেছে, সালাউদ্দিনের বেতন হিসেবে বিসিবিকে প্রতি মাসে গুনতে হবে ৮ থেকে ৯ লাখ টাকার মতো।

দেশে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতার পালাবদলের পর বিসিবির নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন ফারুক আহমেদ। এরপর তিনি একাধিকবার জানিয়েছিলেন, যোগ্য ও দক্ষ স্থানীয় কোচদের জাতীয় দলসহ বিসিবির বিভিন্ন দলে দায়িত্ব দেওয়া হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট চলাকালে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় কারও নাম উল্লেখ না করে ফারুক আহমেদ বলেন, জাতীয় দলের জন্য স্থানীয় একজন সহকারী কোচ নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। আগেও একই দায়িত্ব পালন করা সালাউদ্দিনও পুরোনো কাজে ফিরতে আগ্রহের কথা জানিয়েছিলেন। যদিও ইতিপূর্বে আগের বোর্ডের সময় কয়েকবার তাঁকে জাতীয় দলে ফেরানোর কথাবার্তা হলেও নানা কারণে সেটি আলোর মুখ দেখেনি। ভালোয় ভালোয় এবার ব্যাটে-বলে মিলে গেছে।

সালাউদ্দিনকে সহকারী কোচ হিসেবে চূড়ান্তভাবে নিয়োগের পর ফারুক আহমেদ বলছিলেন, 'বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে যোগ্য প্রার্থীদের (স্থানীয় কোচ) জাতীয় দলে আনা হবে। কোচ হিসেবে সালাউদ্দিনের অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা এবং জ্ঞান তাঁকে এই পদের জন্য আদর্শ প্রার্থী করে তুলেছে। আমার বিশ্বাস, যোগ্য বাংলাদেশি কোচদের প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসার এটাই সময়।'

বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে মোহাম্মদ সালাউদ্দিন পরিচিত নাম। খ্যাতিমান ও দেশের আধুনিক কোচ হিসেবে সুখ্যাতি রয়েছে তাঁর। অবশ্য তাঁর খেলোয়াড়ি জীবন মোটেও উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেন কয়েক বছর, ওই পর্যন্তই। চোট ও নানা বাস্তবতায় ক্যারিয়ার খুব একটা এগোয়নি। কিন্তু কোচ হিসেবে বিভিন্ন দলের হয়ে পেয়েছেন অনেক সাফল্য। এর আগে ২০০৬ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ ও সহকারী কোচের দায়িত্ব পালন করেন সালাউদ্দিন। প্রথমে ডেভ হোয়াটমোর ও পরে জেমি সিডন্সের কোচিং স্টাফে ছিলেন তিনি। অবশ্য শেষ দিকে বিসিবি চুক্তি নবায়ন না করায় তিন মাস বেকার থাকতে হয় সালাউদ্দিনকে। এ ছাড়া, বিসিবির জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির বিশেষজ্ঞ কোচের ভূমিকায় তাঁকে দেখা গেছে ২০১০ থেকে ২০১১ পর্যন্ত। এরপর ২০১১ সালে বিসিবির চাকরি ছেড়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় দলের কোচের দায়িত্ব নিয়ে মালয়েশিয়ায় চলে যান তিনি। ২০১৪ সালে সিঙ্গাপুর জাতীয় দলের প্রধান কোচ হন সালাউদ্দিন। তাঁর অধীনে আইসিসি বিশ্ব ক্রিকেট লিগের ডিভিশন চারে পৌঁছেছিল দলটি।

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) ও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) লেভেল-থ্রি কোর্স সম্পন্ন করা সালাউদ্দিন কোচিং ক্যারিয়ারের একেবারে শুরুতে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) খণ্ডকালীন ক্রিকেট কোচ হিসেবেও কাজ করেছেন। দুই দশকেরও বেশি সময়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই কোচের তত্ত্বাবধানে ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি আসর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) সর্বোচ্চ চারবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস। এ ছাড়া ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ও গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের কোচ হিসেবে তিনি একাধিকবার জিতেছেন পঞ্চাশ ওভারের লিস্ট 'এ' টুর্নামেন্ট ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের শিরোপাও। এর বাইরে প্রায়ই নিজেদের ব্যাটিং-বোলিংয়ের নানা সমস্যায় সালাউদ্দিনের শরণাপন্ন হতে দেখা গেছে সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, মুমিনুল হকসহ দেশের অনেক তারকা ক্রিকেটারকে। তিনিও যথাসাধ্য সহায়তা করতে কখনো পিছপা হয়েছেন বলে শোনা যায়নি। শুধু নিজ ক্লাব কিংবা নিজ ফ্র্যাঞ্চাইজি নয়, দেশের সব খেলোয়াড়দের সঙ্গে সালাউদ্দিনের সম্পর্কটাই অন্যরকম।

বিভিন্ন সময়ে জাতীয় দলের নির্বাচক ও টিম ম্যানেজমেন্টের নানা সিদ্ধান্ত নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কঠোর সমালোচনা করে আলোচনায় থাকতেন সালাউদ্দিন। এখন থেকে সেরকম অনেক কিছু হয়তো তাঁকেও হজম করতে হবে! অবশ্য এসবে ধাতস্থ হয়ে নিজেকে তৈরি করে তবেই তিনি নিশ্চয় দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পর ফিরেছেন জাতীয় দলের কোচিং প্যানেলে। এবার বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা তাঁর সাহচর্য ও পরামর্শে উপকৃত হয়ে যদি নিজেদের উজ্জ্বলভাবে মেলে ধরতে পারেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে, তবেই 'মাস্টারমাইন্ড' সালাউদ্দিনকে নিয়োগ দেওয়া স্বার্থক হবে এবং লম্বা হবে জাতীয় দলে তাঁর নতুন ইনিংসও।

আরও একবার ভয়াবহ ব্যাটিং বিপর্যয়ের মাশুল গুনেছে বাংলাদেশ। ব্যাটসম্যানদের চরম দায়িত্বহীনতায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টেও লজ্জাজনকভাবে হেরেছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। অনভিজ্ঞ ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে খেলতে আসা প্রোটিয়াদের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের স্বপ্নের অপমৃত্যু তো ঘটেছেই, উল্টো টাইগারদের কপালে জুটেছে ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার দুঃস্বপ্ন! শুধু দুটো ম্যাচেই হারায়নি, বরং ঘরের মাঠে বাংলাদেশকে আবারো হাতে কলমে 'টেস্ট-শিক্ষা' দিয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণে অভিষেকের চব্বিশ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও যে 'শিক্ষা-পর্ব' যেন শেষই হচ্ছে না!

চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম বরাবরই 'রানের খনি'। এখানে উইকেট পেতে 'জান' বেরিয়ে যায় বোলারদের, কিন্তু ব্যাটসম্যানরা পান বিশেষ সুবিধা। এটা তো আর অজানা নয় বাংলাদেশের। অথচ সফরকারি দল ঠিকই উইকেটের ফায়দা তুলে নিয়েছে, কিন্তু পরিচিত আঙিনায় বাংলাদেশ আট ব্যাটসম্যান নিয়ে খেলেও হাবুডুবু খেয়েছে। টসে জিতে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানরা মনের সুখে ব্যাটিং করে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে ৬ উইকেটে ৫৭৫ রানের বড় সংগ্রহ গড়ে। ওপেনার টনি ডি জর্জি (২৬৯ বলে ১৭৭), ডানহাতি টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান ট্রিস্টান স্টাবস (১৯৮ বলে ১০৬) এবং সাত নম্বরে নামা পেস অলরাউন্ডার উইয়ান মুল্ডার (১৫০ বলে অপরাজিত ১০৫); তিন জনই তুলে নিয়েছেন ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি। পাশাপাশি প্রথম হাফ সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন স্পিন অলরাউন্ডার সেনুরান মুতুসামি (৭৫ বলে অপরাজিত ৬৮), ব্যাটিং চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলে যাঁর পক্ষে সেঞ্চুরি তুলে নেওয়াও অসম্ভব ছিল না। এ ছাড়া ৫৯ রান করে আউট হন ডেভিড বেডিংহ্যাম। বল হাতে একাই সংগ্রাম করেন তাইজুল ইসলাম। অভিজ্ঞ এই বাঁহাতি স্পিনার শিকার করেন ৫ উইকেট (৫২.২-৫-১৯৮-৫), যা তাঁর ক্যারিয়ারের চতুর্দশ 'ফাইফার'।

যে উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার আনকোরা ব্যাটসম্যানরা রান উৎসবে মেতে উঠেছেন, সেই একই উইকেটে কিনা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যানরা আত্মাহুতির প্রদর্শনী দেখিয়ে দলের সর্বনাশ করেছেন। এমনকি ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার কোনো তাড়নাই দেখা যায়নি তাঁদের মধ্যে, ছিল না দলের পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে উইকেটে টিকে থাকা এবং সময়ের দাবী মেটানোর ন্যূনতম প্রয়াস। পেসার হোক কিংবা স্পিনার, অভিজ্ঞ বোলার অথবা অনভিজ্ঞ; প্রতিপক্ষের বোলিং লাইনআপের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা উইকেটে এসে আনাড়ির মতো ব্যাট চালিয়ে একের পর এক আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফেরার দিকেই যেন মনোযোগী ছিলেন। ফলে দুই ইনিংসেই

চট্টগ্রামে ইনিংস ব্যবধানে হারের লজ্জা নিয়ে মাঠ ছাড়ার পর বিমর্ষ বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা...

তিন দিনে ইনিংস হার আরেকবার

মো. মাহবুবুর রশিদ

একশ' রানের নিচে অলআউট হওয়ার মতো অবস্থায় চলে গিয়েছিল বাংলাদেশ, যদিও কোনোক্রমে তা এড়ানো গেছে।

প্রথম ইনিংসে ৪৮ রানের মাথায় ৮ উইকেট হারানো বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে এক পর্যায়ে পরিণত হয়েছিল ৭৮/৭। তাইজুল ইসলাম ও হাসান মাহমুদ, মূলত লোয়ার অর্ডারে দুই বিশেষজ্ঞ বোলার ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে যাওয়ায় শ'য়ের আগে গোটানোর শঙ্কা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত উভয় ইনিংসে দেড়শ'র আশেপাশে (১৫৯ ও ১৪৩) রান করতে সমর্থ হয় বাংলাদেশ। দুই ওপেনার সাদমান ইসলাম অনিক (০ ও ৬) ও মাহমুদুল হাসান জয় (১০ ও ১১), জাকের আলী অনিকের মাথায় চোটের কারণে জাতীয় লিগ থেকে ফিরে একাদশে সুযোগ পেয়ে ওয়ানডাউনে নামা জাকির হাসান (২ ও ৭), নাজমুল হোসেন শান্ত (৯ ও ৩৬) এবং মুশফিকুর রহিম (০ ও ২); বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যানদের সবাই প্রোটিয়া বোলারদের সামনে স্রেফ অসহায় আত্মসমর্পণ করেছেন। হটাৎ করে টেস্ট অধিনায়কত্বের 'গন্ধ' পেয়ে মনোযোগ সরে যাওয়ার কারণেই কিনা কে জানে, ব্যাটে-বলে চরম হতাশ করেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ (বোলিংয়ে ৩৯-২-১৭১-০ এবং ব্যাটিংয়ে ৩ বলে ১ ও ১৯ বলে ৬)।

প্রথম ইনিংসে 'নিঃসঙ্গ শেরপা' হয়ে দুর্দান্ত লড়াই করেছেন মুমিনুল হক। 'নিজের লাকি গ্রাউন্ড' চট্টগ্রামে বরাবরই ভালো পারফরম্যান্স করা বাঁহাতি এই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান খেলেছেন ১১২ বলে ৮২ রানের দারুণ একটি ইনিংস। ৪৮/৮, ধ্বংস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে মুমিনুল ও তাইজুলের (৯৫ বলে ৩০) মধ্যকার নবম উইকেটে ১৭২ বলে ১০৩ রানের জুটিতে হয়েছে নতুন বিশ্বরেকর্ড! টেস্ট ক্রিকেটের দীর্ঘ ১৪৭ বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশই প্রথম দল হিসেবে ৫০ রানের কমে ৮ উইকেট হারানোর পর নবম কিংবা তার পরের উইকেট জুটিতে ১০০+ রান তোলার নজির গড়ল। এর আগে ৬৫ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে নবম উইকেট জুটিতে ১০০-এর বেশি রান তোলার নজির দেখা গেছে ১৯৬৭ সালে ওভাল টেস্টে। সেবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এমন পাল্টা লড়াই করেছিলেন পাকিস্তানের আসিফ ইকবাল ও ইন্তিখাব আলম, নবম উইকেটে তাঁরা জড়ো করেছিলেন ১৯০ রান। এ ছাড়া দলীয় সংগ্রহ ১০০-এর কমে ৮ উইকেট হারিয়ে নবম উইকেট জুটিতে একশ'র বেশি রান করার ঘটনা আছে আরও একটি। ১৯৮৩ সালে কানপুর টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ৯০ রানে ৮ উইকেট হারানো ভারত এরপর নবম উইকেট জুটিতে ১১৭ রান পেয়েছিল রজার বিনি ও মদন লালের সৌজন্যে। টেস্টে এ নিয়ে চতুর্থবার নবম উইকেটে ন্যূনতম ১০০ রানের জুটি দেখল বাংলাদেশ। ২০২১ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হারারে টেস্টে নবম উইকেটে সর্বোচ্চ ১৯১ রানের জুটি গড়েছিলেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ও তাসকিন আহমেদ।

ফলো অনে পড়া দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য আর কিছু করার প্রয়োজন মনে করেননি মুমিনুল! উইকেটে

মুমিনুল হক ও তাইজুল ইসলামের দৃঢ়তায় টেস্টে প্রথম দল হিসেবে বাংলাদেশ ৫০ রানের কমে ৮ উইকেট হারানোর পর নবম কিংবা তার পরের উইকেট জুটিতে ১০০'র বেশি রান তোলার বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে

এসে রানের খাতা খোলার আগে দ্বিতীয় বলে যেভাবে ক্যাচ তুলে দিয়েছেন তিনি, তা দেখে বোলার কেশব মহারাজ বিস্মিত হয়ে মুখ টিপে না হেসে পারেননি। লিটন দাসের জ্বরের কারণে অনেকটা আচমকা ধরে এনে টেস্ট অভিষেক করিয়ে দেওয়া মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন (৬৪ বলে ২৯) ব্যাট হাতে কিছুটা দৃঢ়তা দেখানোয় এবং নয়ে নামা পেসার হাসান মাহমুদ (৩০ বলে অপরাজিত ৩৮) মেরেকেটে খেলে বাংলাদেশকে নিয়ে যান ১৪৩ রান পর্যন্ত।

শেষ পর্যন্ত তিন দিনের মধ্যেই একতরফাভাবে বাংলাদেশকে মেনে নিতে হয় ইনিংস ও ২৭৩ রানের পরাজয়। ইনিংস ব্যবধানের হিসেবে এটি দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে বড় জয়। এর আগে প্রোটিয়ারা জিতেছিল ইনিংস ও সর্বোচ্চ ২৫৪ রানে, ২০১৭ সালের অক্টোবরে ব্লুমফন্টেইনের ওই ম্যাচের প্রতিপক্ষও ছিল বাংলাদেশ। অন্যদিক সব মিলিয়ে এটি ইনিংস ব্যবধানে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হার। ইতিপূর্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ইনিংস ও ৩১০ রানে পরাজিত হওয়ার রেকর্ড আছে বাংলাদেশের (২০০২ সালের ডিসেম্বরে, ঢাকায়)।

বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা চট্টগ্রাম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর...

তারিখ : ২৯-৩১ অক্টোবর ২০২৪

ভেন্যু : জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম

টস জয় : দক্ষিণ আফ্রিকা (ব্যাটিং)

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংস : ১৪৪.২ ওভারে ৬ উইকেটে ৫৭৫ রানে ইনিংস ঘোষণা (টনি ডি জর্জি ১৭৭, ট্রিস্টান স্টাবস ১০৬, উইয়ান মুল্ডার অপরাজিত ১০৫, সেনুরান মুতুসামি অপরাজিত ৬৮, ডেভিড বেডিংহ্যাম ৫৯; তাইজুল ইসলাম ৫/১৯৮, নাহিদ রানা ১/৮৩)

বাংলাদেশ প্রথম ইনিংস : ৪৫.২ ওভারে ১৫৯ রানে অলআউট (মুমিনুল হক ৮২, তাইজুল ইসলাম ৩০, মাহমুদুল হাসান জয় ১০; কাগিসো রাবাদা ৫/৩৭, ডেন পিটারসন ২/৩১, কেশব মহারাজ ২/৫৭, সেনুরান মুতুসামি ১/১০)

বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংস : ৪৩.৪ ওভারে ১৪৩ রানে অলআউট (হাসান মাহমুদ অপরাজিত ৩৮, নাজমুল হোসেন শান্ত ৩৬, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন ২৯, মাহমুদুল হাসান জয় ১১; কেশব মহারাজ ৫/৫৯, সেনুরান মুতুসামি ৪/৪৫, ডেন পিটারসন ১/৬)

ফল : দক্ষিণ আফ্রিকা ইনিংস ও ২৭৩ রানে জয়ী

প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ : টনি ডি জর্জি (দক্ষিণ আফ্রিকা)

প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ : কাগিসো রাবাদা (দক্ষিণ আফ্রিকা)

সিরিজের ফল : ২ ম্যাচের সিরিজ ২-০ তে জয়ী দক্ষিণ আফ্রিকা

প্লেয়ার অব দ্য সিরিজের পুরস্কার পেয়েছেন ১৪ উইকেট শিকার করা দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার কাগিসো রাবাদা

বলে-ব্যাটে লড়াই করেছেন তাইজুল ইসলাম, মিরাজ ও মুশফিক হয়েছেন চরম ব্যর্থ

নতুন সময়ে নারী ফুটবলে ইতিবাচক পরিবর্তন আসুক

ইকরামউজ্জমান

এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফপি) সদস্য দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) বছরের পর বছর ধরে নারী ফুটবলারদের আবাসিক একাডেমি পরিচালনা করছে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা, সীমাবদ্ধতা এবং যন্ত্রণাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে। বাফুফে ভবনে স্থাপিত নারী ফুটবল একাডেমি এএফসি কর্তৃক অনুমোদিত। এশিয়ার কোনো দেশ এভাবে নারী ফুটবলারদের একত্রিত রেখে খেলার পরিচর্যা করে না।

নিজস্ব প্র্যাকটিস মাঠ নেই। নিয়মিতভাবে ম্যাচ খেলার সুযোগ নেই। যথেষ্ট কষ্ট করে থাকতে হয় হোস্টেলে। বাফুফের 'নারী ফুটবল উইঙ্গ' অর্থের অভাবে পারে না ফিফার পাঁচ-ছয়টি প্রীতি ম্যাচ খেলার সুযোগ করে দিতে। অর্থের অভাবে অনেকবার আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সুষ্ঠু ফুটবল উপযোগী পরিবেশ এবং ফুটবল কাঠামো বলতে যা বুঝায় সেটি নেই। ম্যাচ প্রস্তুতিতে ঘাটতি জাতীয় এবং বয়সভিত্তিক দলের জন্য বড় সমস্যা। খেলার মধ্যে থাকলে ফুটবলারদের নিজেদের অবস্থান সব সময় স্পষ্ট থাকে। আর তাই সব সময় মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। সত্যি বাংলাদেশের নারী ফুটবলার ব্যতিক্রমী! আর এর কারণ হলো খেলার প্রতি ভালোবাসা এবং গভীর অনুরাগ। খেলাকে ঘিরে ঐক্যবদ্ধ এবং সমষ্টিগত স্বপ্ন দেশের জন্য কিছু করতে হবে। পাশাপাশি ব্যক্তি জীবনে নিজস্ব চাহিদা পূরণের জন্য ফুটবলকে আঁকড়ে ধরা। ফুটবলের আলোতে সামাজিক জীবনে আলোর স্বাদ উপভোগ। নিজেদের অবস্থানের পরিবর্তন।

নেপাল থেকে শিরোপা জয়ের পরের দিন কথা হচ্ছিল একজন ফুটবল বিশেষজ্ঞের সঙ্গে। তাঁর কথা হলো–'দারুণ খেলে শিরোপা জিতেছে শ্রেয় দল হিসেবে নারী দল। পর পর দুইবার শিরোপা জয় ভারত ও নেপালকে পেছনে ফেলে এটি বিশাল অর্জন। চিন্তা করুন পৌনে দু'শত বিলিয়ন মানুষের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার নারী ফুটবলে বাংলাদেশ সেরা। আমাদের ছেলেরা যা পারেনি মেয়েরা সেটি পেরেছে। ভারতের একচেটিয়া প্রাধান্য গত দুই আসরে খর্ব হয়েছে।

ফুটবল বিশ্বে কোন মহাদেশে কোনো আঞ্চলিক পর্যায়ে আন্তর্জাতিক নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ বা টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় যেখানে পৌনে দু'শত বিলিয়ন মানুষের সংপৃক্ততা থাকে না!

মেয়েরা এক সঙ্গে দিনের পর দিন, মাস এবং বছরের পর বছর পরিবারের বাইরে ঢাকায় থেকে অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করছে। এক সঙ্গে থাকা এবং অনুশীলন করাতে তাদের মধ্যে চমৎকার বোঝাপড়ার জন্য হয়েছে। তারা একে অপরকে ভালোভাবে জানতে পারে, বুঝতে পারে। তারা জানে কার কী সামর্থ্য আছে। ফুটবলে এটি অনেক বড় বিষয়। এবারের স্কোয়ার্ডে যারা খেলেছে এর মধ্যে ৮ জন ছিল একটি জেলার। অভিজ্ঞতার বিকল্প নেই। আমাদের মেয়েদের তো সারা বছর এক সঙ্গে অনুশীলন করে না। নারী ফুটবল নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে। সমস্যাগুলোর জরুরি সমাধান প্রয়োজন। প্রয়োজন দক্ষ বিদেশি কোচ এবং সাপোর্টিং স্টাফ। আমাদেরকে সাফের বাইরে এখন চোখ রাখতে হবে। আর এর জন্য গুরুত্ব বুঝে সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে। আর্থিক টানাপোড়েন নারী ফুটবলে সবচেয়ে বড় বাঁধা। এই ক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠাপোষকতা ছাড়া উপায় নেই। সরকার সাপোর্টিং কোচিং স্টাফের বেতন এবং ফিফা ম্যাচ আয়োজনের জন্য। নারী ফুটবলে বিভাজন, রেষারেষি কাম্য নয়। নতুন সময় নতুন পরিবেশে নারী ফুটবল নতুন করে বড় স্বপ্ন দেখুক। নারী ফুটবলে পরিবর্তনই আসল সংস্কার।

বিভিন্ন সময়ে এই ফুটবলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে অনেকেই কাজ করেছেন। এরা কাজ করেছেন এবং আন্তরিকভাবে সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন বলেই এখন নারী ফুটবলের এই জাগরণ। বাফুফের বিগত গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট এবং অন্যরা ও নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান অন্যান্য কর্মকর্তা, কোচ এবং সাপোর্টিং স্টাফ সবার অবদান আছে। সবচেয়ে বেশি অবদান খেলোয়াড়দের যারা সমাজের প্রতিকূল অবস্থার বিপক্ষে সব সময় যুদ্ধ করেছেন, দুঃখ বেদনা নিয়ে অনেক কষ্ট করে খেলেছেন দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। ইতিহাসকে তো অস্বীকার করা যাবে না।

এবার আবার খোলা বাসে চড়ে বিমানবন্দর থেকে বাফুফে ভবনে গেছেন সাফ বিজয়ী খেলোয়াড় দল। তাদেরকে গতবারের মতো দেওয়া হয়েছে রাজকীয় সংবর্ধনা। মানুষের উচ্ছ্বাস আর আনন্দ পাশাপাশি মিডিয়ার ভূমিকা ছিল স্মরণীয়। আগের থেকেই বাফুফে ভবনে অপেক্ষায় ছিলেন যুব এবং ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি মেয়েদের ফুল দিয়ে বরণ করে নিয়ে এক কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। বিগত সরকারের সময় চাটুকারিতার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য 'লাইভ টেলিকাস্ট' করা হয়েছে অপ্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বাংলাদেশের অদম্য নারীরা দ্বিতীয়বারের মতো সাফ চ্যাম্পিয়ন শিরোপা জিতেছেন। কাঠমান্ডু থেকে বাংলাদেশের খেলাগুলো বিটিভি এবং অন্যান্য চ্যানেল কেউ সরাসরি দেখানোর ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। তারা হয়তো নারী ফুটবলারদের ওপর আস্থা এবং বিশ্বাস রাখতে পারেনি। অনেক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান জয়ের পর ফুটবলারদের অভিনন্দন জানিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। তারা কেউ সাফ চ্যাম্পিয়ন খেলতে যাবার আগে বাফুফের উইমেন্স উইংগকে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসেনি।

বাংলাদেশ নারী দল পর পর দুইবার শিরোপা জিতেছে এরপরও নারী দল এএফসির নারী ক্লাব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে পারে না। কারণ দেশে নারী পেশাদার ফুটবল লিগ নেই। মিডিয়াতে অনেক জানান দিয়েও গত মওসুমে শেষ পর্যন্ত নারীদের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ মাঠে গড়ায়নি।

নারী লিগে অংশ নেয়নি গত মওসুমে পেশাদার লিগের বড় ক্লাবগুলো। লিগের জন্য নারী দল গঠন ক্লাবগুলোর নাকি বাড়তি বোঝা।

বিভ্রান্তিমূলক ভুল বা অর্ধসত্য সংবাদ পরিবেশন, বিদ্বেষ ছড়ানো খেলার জন্য ক্ষতিকর। বিশ্বাসযোগ্যতা মিডিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা সবাই চাচ্ছি নতুন সময়ে নারী ফুটবলে ইতিবাচক পরিবর্তন আসুক। আর এর জন্য প্রয়োজন সবার ঐক্য।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাস থেকে নারী ফুটবলারদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৫ জন ৫০ হাজার টাকা। ১০ জন ৩০ হাজার টাকা। ৪ জন ২০ হাজার টাকা ২ জন ১৫ হাজার টাকা। নতুন আসা বা বয়সভিত্তিক বিভিন্ন দলে খেলা ফুটবলারদের জন্য আলাদা ক্যাটাগরি। ফিফার অনুমতি স্বাপেক্ষে ফিফার একটি বরাদ্দ থেকে বেতন দেওয়া হয়। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা অপ্রতুল। ফিফা ফান্ড রিলিজ হতে সময় লাগে তখন বেতন অনিয়ম হয়ে যায়। এই সমস্যার সমাধান জরুরি।

এক বিশেষ সাক্ষাতে ক্লাবে একটি বাংলা দৈনিকে বাফুফের নবনির্বাচিত সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. ইমরুল হাসান বলেছেন, 'আমাদের মূল মনোযোগ থাকবে মেয়েদের লিগে। লিগটা যাতে জমজমাট হয়, সব ক্লাব যেন তাতে অংশ নেয় এবং নিয়মিত হয়। তাহলে ফুটবলার হিসেবে মেয়েদের ক্যারিয়ারটা আরো সমৃদ্ধ হবে। মো. ইমরুল হাসান আরও বলেছেন, স্বাভাবিকভাবেই মেয়েদের নিয়ে লক্ষ্যমাত্রাটা এখন উর্ধ্বমুখী থাকবে। সাফে ভালো করেছে এখন এশিয়ান আসরগুলোতেও যেন পাল্লা দিয়ে খেলতে পারে, সেই লক্ষ্য থাকবে। সে জন্য অবশ্যই আমাদের নতুন করে পরিকল্পনা নিতে হবে। গত সাফের পর যেটা আসলে হয়নি। তাদের ওপর যে পরিমাণ নজর দেওয়া উচিত ছিল, সেটা আমরা দিতে পারিনি।

গত ৩ নভেম্বর 'প্রথম আলো' জানিয়েছে–'অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গতকাল তাঁর সরকারি বাসভবন যমুনায় সাফ জয়ের সাফল্য বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে সংবর্ধনা দিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের মেয়েদের অভিজ্ঞতার কথা শুনেছেন, তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা জেনেছেন। সে সব সমাধানেরও আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রস্তাব পেলে চিন্তা-ভাবনা করব : ছোটন

মোরসালিন আহমেদ

কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন যখন জাতীয় নারী দলের দায়িত্ব পেয়েছিলেন আজ থেকে দেড় দশক আগে তখন এদেশের নারী ফুটবল ততটা মসৃণ ছিল না। ২০০৯ সাল থেকে তিনি পরম মমতায় সন্তানের স্নেহে সাবিনা-কৃষ্ণা-স্বপ্নাদের তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন। ফলশ্রুতিতে তাঁর কোচিংয়ে লাল-সবুজের দেশ দক্ষিণ এশীয় আর এএফসির বয়সভিত্তিক বিভিন্ন টুর্নামেন্টে একাধিকবার শিরোপা জিতেছে। এমন কি, ২০২২ সালে সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশকে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন করিয়ে অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। এমন সাফল্যের কারিগর হঠাৎ করেই ২০২৩ সালে জাতীয় দলের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কেনো দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন এবার সে বিষয়টি সামনে এনেছেন। তবে আবারও যদি কোচ হওয়ার প্রস্তাব পান তাহলে কাজের পরিবেশ বিবেচনায় চিন্তা-ভাবনা করবেন। ক্রীড়াজগত পাঠকের জন্য সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশ তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : দক্ষিণ এশীয় ফুটবলে নারী দলকে সর্বোচ্চ সাফল্য এনে দেওয়ার পর হঠাৎ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন কেন?

ছোটন : ঠিক হঠাৎ করে নয়, তখন কাজ করার পরিবেশ পাচ্ছিলাম না। বিশেষ করে তৎকালীন বাফুফে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর পল স্মলি প্রতিটি কাজেই হস্তক্ষেপ করতেন। অযথা খবরদারি করতেন। তাই ভাবলাম, সময় যত যাবে ততই তাঁর অত্যাচার বাড়বে। আমার কাছে মনে হল এখানেই আমার থামা উচিত। ফলে জাতীয় দলের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : যখন দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন তখন থেকে এ পর্যন্ত নারী দলের পারফরম্যান্সটা কিভাবে দেখছেন?

ছোটন : নারী ফুটবল নিয়ে আমাদের চ্যালেঞ্জটা ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয়েছিল। ২০১১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের মেয়েদের নিয়ে ফুটবল টিম করতে হতো। তাই কিরণ আপার (উইমেন্স কমিটির চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণ) পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন ফুটবলের বাইরে মেয়েরা অন্যকোনো ডিসিপ্লিনে যেতে পারবেন না- তখনই কিন্তু নারী ফুটবলের ভিত্তিটা গড়ে দিয়েছিলাম। বিশেষ করে ২০১৩ সালে আমরা যেসব ট্যালেন্টগুলো পেলাম, তাদের ঘষেমেজে ফুটবলের ফাউন্ডেশনটা আরও স্থায়ী করে তুলেছিলাম। ওই প্লেয়াররাই কিন্তু একের পর এক জাতীয় দলে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন। ফলে আমার থাকা কিংবা না থাকা ব্যাপার নয়- দলটিকে এমনভাবে গড়ে তুলেছিলাম যে, তাতে মেয়েদের পারফরম্যান্স এখন পর্যন্ত হেরফের হয়নি।

প্রশ্ন : কিন্তু এখন তো শুনছি সবকিছুই নাকি বিদেশী কোচের অবদান?

ছোটন: সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি- যারা নানাভাবে বলতে চাচ্ছেন বিদেশি কোচ এটা করেছে, ওটা করেছে, ভালো করছে। আমার প্রশ্ন, বিদেশি কোচরা যদি এতোই পারেন- তাহলে সালাউদ্দিন সাহেব (বাফুফে সাবেক সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন) গত ১৬ বছর বিদেশি কোচিং স্টাফ দেওয়ার পরও কেনো ট্রফির জন্য হাহাকার করেছেন। ওইসব বিদেশিরা যদি এতোই এক্সপার্ট হতেন তাহলে তারা ছেলেদের একটি ট্রফিও এনে দিতে পারেননি কেন?

প্রশ্ন : তাহলে তো বিদেশি কোচ ছাড়াই জুনিয়র-সিনিয়র টুর্নামেন্টে মেয়েরা সাফল্য পেয়েছে?

ছোটন : বিশেষ করে ২০১৪ সালে একটি শক্ত অবকাঠামোয় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন মেয়েরা। ২০১৫ সালে নেপালে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৪ গালর্স রিজওনাল চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবারের মতো কোনো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলাম। এর পর এক এক করে দক্ষিণ এশীয় ও এএফসির বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট জিতেছি। তখন কি আমাদের বিদেশি কোচ ছিল? বিদেশি বিশেষজ্ঞ ছিল! তখন আমি আর লিটু ছিলাম। অনন্যা ছিল। ছিল কিরণ আপা। ছিল সাবেক সভাপতি। আর ছিল মিডিয়া। তখন তো খোঁজ নেওয়ারও কেউ ছিল না। এখন দেখছি কতজনের দরদ, কত শুভাকাঙ্খি!

প্রশ্ন : সত্যিকার অর্থে তিন মাসের কোচিংয়ে এ সাফল্যের পেছনে কি বিদেশি কোচের কোনোই অবদান নেই?

ছোটন : আমি কিন্তু সেটা বলছি না। আমি বলছি, কোনো কোচই তিন মাসে একটি দলকে কখনোই সাফল্য এনে দিতে পারেন না। আমরা দলের যে ভিতটা গড়ে দিয়েছিলাম সেটার উপর ভর করেই এ সাফল্য এসেছে। যদি তাই হত তাহলে তাঁকে (জেমস পিটার বাটলার) তো একাডেমির জন্য আনা হয়েছিল। তাঁর কোচিংয়ে ছেলেরা কয়েকটি টুর্নামেন্টও খেলেছেন। সেখানে তো তিনি সাফল্য দেখাতে পারেননি? সাবিনারা যখন বলে ঠিক মতো লাথি দিতে পারতেন না তখন থেকেই ওদের নিয়ে কাজ করছি। সেই দলই আজ এ পর্যায় উঠে এসেছে। যা দেশকে সাফল্য এনে দিচ্ছে।

প্রশ্ন : গত দেড় বছরে আপনার কি মনে হয় অনেক প্রতিভা ঝড়ে গেছে?

ছোটন : এক্ষেত্রে আমি মারজিয়ার কথা বলতে পারি। ও' হচ্ছে মোস্ট ট্যালেন্টেড প্লেয়ার। বয়স কতই বা হবে, ২২ কি ২৩?। নারী দলের অনেক শিরোপা জয়ের ভাগিদার ও'। তাঁর বয়স তো ওইভাবে বাড়েনি। তাঁর সার্ভিস দেওয়ার কথা, অথচ দলেই রাখা হয়নি। অন্যদিকে ভারতের বালা দেবী এবার ৩৪ বছর বয়সেও সাফ খেলেছে। শুধু তাই নয়, আনাইও একজন ট্যালেন্টেড প্লেয়ার। তাঁকেও সাফে রাখা হয়নি। তাঁদের পারফরম্যান্স এদিক-সেদিক একটু হতেই পারে। কিন্তু তারা তো অভিজ্ঞ। নতুন তো আসবেই। তাই বলে এভাবে প্রতিভাগুলো ছুড়ে ফেলে দেবে!

প্রশ্ন : সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ চলাকালে নানা ইস্যুতে দলে না থেকেও আপনি আলোচনায় ছিলেন। বিশেষ করে দলের অভ্যন্তরের বিষয় নিয়েও আপনাকে জড়ানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কিছু জানতে চাচ্ছিলাম?

ছোটন : দায়িত্ব ছাড়ার পর গত পনের মাসে আমি বাফুফে ভবনে যাইনি। প্র্যাকটিসেও কখনো যাইনি। এমন কি দলের সঙ্গে যোগাযোগও রাখিনি। যদি আমি ওইরকমই করতাম, আপনিও জানেন দলে আমার ইনফুলেন্স কত বড়। এগুলো আমি কখনো পছন্দ করি না। কিছু লোকজন বিভ্রান্ত ছড়িয়ে লেখালেখি করেছে। যা মোটেও কাম্য ছিল না।

প্রশ্ন : আপনাকে যদি আবারো কোচের অফার দেওয়া হয় তাহলে এ নিয়ে কি কিছু ভেবেছেন?

ছোটন : এ নিয়ে এখনো কিছু ভাবিনি। আমি আমার কাজ নিয়েই ভাবছি। তবে হ্যাঁ, দেশের জন্য কাজ করা সবাই গৌরবের মনে করেন। এটি সুভাগ্যেও বটে। প্রস্তাব পেলে কাজের পরিবেশ থাকলে আমি চিন্তা-ভাবনা করব।

শূন্য দিয়ে শুরু...

মো. মনির উদ্দিন

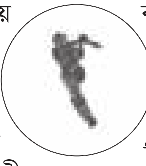

জাতীয় ক্রিকেট লিগ নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিলেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। ২৫ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ঢাকা বিভাগের হয়ে এবারের এই প্রথম শ্রেণির আসর শুরু করেছিলেন দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি দিয়ে। এনসিএলের দ্বিতীয় রাউন্ডে বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে ব্যাটিংয়ে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন মাহিদুল, এমন সময় আচমকা তলব আসে নির্বাচকদের পক্ষ্য থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মিরপুরে প্রথম টেস্টে অভিষেক হওয়া জাকের আলী অনিক প্র্যাকটিসে মাথায় আঘাত পাওয়ায় 'কনকাশন সাব' হিসেবে তাঁর জায়গায় দলভুক্ত করা হয় মাহিদুলকে। জরুরি ভিত্তিতে জাতীয় দলে ডাক পেয়ে ঢাকার ম্যাচ রেখে তখনই ধরেন চট্টগ্রামের বিমান। তখন কী আর জানতেন, একাদশেও মিলবে সুযোগ! কিন্তু জ্বরের কারণে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান লিটন দাসও অসুস্থ হয়ে গেলেন। তাহলে উইকেটকিপিং করবেন কে? অনেকটা বাধ্য হয়েই পরদিন প্রোটিয়াদের বিপক্ষে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে শুরু হওয়া দ্বিতীয় টেস্টে মাহিদুলকে অভিষেক করাতে বাধ্য হয় টিম ম্যানেজমেন্ট। টসের পর ম্যাচ শুরুর আগে তাঁর মাথায় বাংলাদেশের ১০৬ নম্বর টেস্ট ক্যাপটি পরিয়ে দেন মুমিনুল হক।

'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' স্টাইলে ধরে এনে টেস্ট ক্রিকেটের কঠিন জগতে নামিয়ে দেওয়ার কারণেই হয়তো, কিছুটা অপ্রস্তুত ছিলেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। যে কারণে স্বপ্নের অভিষেকের পর কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার ধকল সামলাতে অনেকটাই সময় লাগে তাঁর। গ্লাভস হাতে উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসে ক্যাচ ছেড়েছেন, স্ট্যাম্পিং মিস করেছেন, এমনকি লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে পড়া বলে ভুলভাল রিভিউ নিতেও অধিনায়ককে প্রলুব্ধ করেছেন। সব মিলিয়ে উইকেটকিপার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিব্রতকর শুরুর পর ব্যাট হাতে নেমে যখন মুখোমুখি হওয়া দ্বিতীয় বলেই রানের খাতা খোলার আগে আউট হয়ে যান, সত্যিকার অর্থেই অভিষেকটা দুঃস্বপ্নের হয়ে যায় মাহিদুলের। অবশ্য বাংলাদেশ ফলোঅনে পড়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে আট নম্বরে নেমে কিছুটা লড়াই করেছেন তিনি, তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৬৪ বলে ২৯ রান।

মাহিদুলের এভাবে সুযোগ পাওয়া যেমন বাংলাদেশের ক্রিকেটের প্রক্রিয়ার গলদের পুরোনো বিষয়টি নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে, তেমনি ঘরোয়া ক্রিকেটের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আকাশ-পাতাল পার্থক্যটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আরও একবার। এটা ঠিক যে নিয়ম মাফিক নয়, মেটানো হয়েছে জরুরি প্রয়োজন। ভালো কথা। জাকের আলীর মাথায় চোট এবং লিটন দাসের জ্বর, বিষয়টা যখন ছিল উইকেটকিপিংয়ের, সেক্ষেত্রে নুরুল হাসান সোহানকে বিবেচনা করা যেত। ইতিপূর্বে ১১টি টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ৩১ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান গ্লাভসহাতে যে সত্যিই দুর্দান্ত কিছু করার সামর্থ্য রাখেন, সেটি জানান দিয়েছেন অনেকবারই। কেন যেন বাংলাদেশের টিম ম্যানেজমেন্টের বরাবরই নতুন খেলোয়াড় অভিষেক করানোর দিকেই থাকে প্রচন্ড ঝোঁক, বাদ পড়া পুরোনোদের বেশিরভাগক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা হয়। অঙ্কনের জায়গায় সোহান উইকেটকিপিং করলে বেশ ভালো সার্ভিস পেতে পারতো বাংলাদেশ, এটা বলাই যায়।

এমনিতে ঘরোয়া ক্রিকেটে অনেকদিন ধরেই নিয়মিত পারফরমার মাহিদুল ইসলাম। প্রথম শ্রেণি, লিস্ট 'এ' এবং টি-টোয়েন্টি; তিন সংস্করণের ক্রিকেটেই গত দুই মৌসুমে ব্যাট হাতে দারুণ খেলেছেন। ফলে জাতীয় দলে তাঁর ডাক পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও কথাবার্তা হয়েছে। এবারের জাতীয় লিগও দুর্দান্তভাবেই শুরু করেছেন মাহিদুল। ঢাকা বিভাগের জার্সি গায়ে সিলেট বিভাগের বিপক্ষে খুলনা শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম ম্যাচের একমাত্র ইনিংসে নেমে করেছেন ২৩৩ বলে ৮ বাউন্ডারি ও ৫ ছক্কার সাহায্যে ১১৮ রান, ড্র হওয়া ম্যাচে পেয়েছেন প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কারও। ৪৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা এবং সাম্প্রতিক ফর্ম ভালো থাকায় তাঁর উপর যে আস্থা রেখে টেস্ট খেলিয়েছিল টিম ম্যানেজমেন্ট, সেটার

প্রতিদান কী দিতে পেরেছেন মাহিদুল? নড়বড়ে উইকেটকিপিং এবং ব্যাটিংয়ে 'ডাক' মারা তো জানান দিচ্ছে উত্তরটা নেতিবাচক।

অথচ, এরপর আবারো এনসিএলে খেলতে নেমে তৃতীয় রাউন্ডে উপহার দিয়েছেন ৯৯ রানের চমৎকার ইনিংস। তাহলে কী দাঁড়ালো? ঘরোয়া ক্রিকেটে 'রান মেশিন' হয়েও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফ্লপ মারার যে উদাহরণ বাংলাদেশের ক্রিকেটে অনেক, সেই তালিকাই আরেকটু দীর্ঘ হলো। এই বাস্তবতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আরেক অপ্রিয় সত্য, সত্যিকার অর্থে এখনো 'দুধভাত' রয়ে গেছে বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেট। যেখানকার পারফরম্যান্স বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় দলে নামিয়ে দেওয়া হলে খেলোয়াড়রা হাবুডুবু খান! এর বিকল্পও তো কিছু নেই। এমন তো নয় যে, তাহলে ঘরোয়ায় ফ্লপ মারবেন যাঁরা, তাঁদেরকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নামিয়ে দিলেই পারফর্ম করবেন! সমস্যার উপায় একটাই, যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের মান বাড়ানো ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করা।

টেস্ট অভিষেকে 'ডাক' এবং...

বাংলাদেশের ১০৬তম খেলোয়াড় হিসেবে টেস্ট অভিষেক হয়েছে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের। ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখা যাচ্ছে, তাঁর আগে টেস্ট অভিষেকে কোনো না কোনো ইনিংসে 'ডাক' মেরেছেন বাংলাদেশের আরও ২৬ জন খেলোয়াড়। হাসিবুল থেকে শুরু করে সর্বশেষ মাহিদুল, ক্রমানুযায়ী তালিকার ২৭ জন হলেন- হাসিবুল হোসেন শান্ত (অপরাজিত ২৮ ও ০, বিপক্ষ ভারত, ঢাকা, নভেম্বর ২০০০), বিকাশ রঞ্জন দাস (বর্তমানে ধর্মান্তরিত হয়ে মাহমুদুল হাসান, ২ ও ০, বিপক্ষ ভারত, ঢাকা, নভেম্বর ২০০০), মোহাম্মদ শরীফ (০ ও ৮, বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে, বুলাওয়ে, এপ্রিল ২০০১), ফাহিম মুনতাসির সুমিত (০ ও ৩৩, বিপক্ষ পাকিস্তান, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০২), আলমগীর কবির (০ ও ০, বিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, কলম্বো, জুলাই ২০০২), মোহাম্মদ সেলিম (অপরাজিত ১৬ ও ০, বিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা, চট্টগ্রাম, এপ্রিল ২০০৩), এনামুল হক জুনিয়র (অপরাজিত ০ ও ০, বিপক্ষ ইংল্যান্ড, ঢাকা, অক্টোবর ২০০৩), নাজমুল হোসেন (০ ও অপরাজিত ৮, বিপক্ষ ভারত, চট্টগ্রাম, ডিসেম্বর ২০০৪), আবদুর রাজ্জাক (১৫ ও ০, বিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, চট্টগ্রাম, এপ্রিল ২০০৬), জহুরুল ইসলাম অমি (০ ও ৪৩, বিপক্ষ ইংল্যান্ড, মিরপুর, মার্চ ২০১০), ইলিয়াস সানি (০ ও ব্যাটিং করেননি, বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, চট্টগ্রাম, অক্টোবর ২০১১), সোহরাওয়ার্দী শুভ (১৫ ও ০, বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মিরপুর, অক্টোবর-নভেম্বর ২০১১), জিয়াউর রহমান (১৪ ও ০, বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে, হারারে, এপ্রিল ২০১৩), শুভাগত হোম (১৬ ও ০, বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কিংসটাউন, সেপ্টেম্বর ২০১৪), তাইজুল ইসলাম (২ ও ০, বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কিংসটাউন, সেপ্টেম্বর ২০১৪), কামরুল ইসলাম রাব্বি (০ ও ০, বিপক্ষ ইংল্যান্ড, চট্টগ্রাম, অক্টোবর ২০১৬), নুরুল হাসান সোহান (৪৭ ও ০, বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, ক্রাইস্টচার্চ, জানুয়ারি ২০১৭), শুভাশীষ রায় (ব্যাটিং করেননি ও ০, বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, ওয়েলিংটন, জানুয়ারি ২০১৭), নাজমুল ইসলাম অপু (৪ ও ০, বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে, সিলেট, নভেম্বর ২০১৮), মোহাম্মদ মিঠুন (০ ও ৬৭, বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে, মিরপুর, নভেম্বর ২০১৮), ইবাদত হোসেন (অপরাজিত ০ ও ০, বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, হ্যামিল্টন, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৯), সাইফ হাসান (০ ও ১৬, বিপক্ষ পাকিস্তান, রাওয়ালপিন্ডি, ফেব্রুয়ারি ২০২০), শরীফুল ইসলাম (০ ও অপরাজিত ০, বিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, পাল্লেকেলে, এপ্রিল-মে ২০২১), মাহমুদুল হাসান জয় (০ ও ৬, বিপক্ষ পাকিস্তান, মিরপুর, ডিসেম্বর ২০২১), নাঈম শেখ (০ ও ২৪, বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, ক্রাইস্টচার্চ, জানুয়ারি ২০২২), নাহিদ রানা (অপরাজিত ০ ও ০, বিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, সিলেট, মার্চ ২০২৪) ও মাহিদুল ইসলাম (০ ও ২৯, বিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা, চট্টগ্রাম, অক্টোবর- নভেম্বর ২০২৪)।

উপরোক্তদের বেশিরভাগই বোলার। অবশ্য নাঈম শেখ, মাহমুদুল হাসান জয়, সাইফ হাসান, মোহাম্মদ মিঠুন ও জহুরুল ইসলাম অমির মতো বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান হিসেবে অভিষিক্ত কয়েকজনও আছেন তালিকায়। এঁদের মধ্যে অন্তত দু'জনের 'লজ্জা' আবার আলাদা, তাঁরা উভয় ইনিংসে 'ডাক' অর্থাৎ জোড়া শূন্যতে আউট হয়েছেন। উভয়েই পেসার- আলমগীর কবির ও কামরুল ইসলাম রাব্বি। এ ছাড়া এক ইনিংসে রানের খাতা খুলতে পারেননি এবং অন্য ইনিংসে শূন্য রানে অপরাজিত থেকে 'চশমা' পূর্ণ করেছেন আরও ৪ জন- এনামুল হক জুনিয়র, ইবাদত হোসেন, শরীফুল ইসলাম ও নাহিদ রানা।

প্রাসঙ্গিকভাবে জানিয়ে রাখা ভালো, টেস্ট অভিষেকে শূন্য রানে আউট হননি, তবে রানের খাতা না খুলে অপরাজিত ছিলেন বাংলাদেশের এমন ৬ জন খেলোয়াড় হলেন- তালহা জুবায়ের (অপরাজিত ০ ও অপরাজিত ৫, বিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, কলম্বো, জুলাই ২০০২), আনোয়ার হোসেন মনির (অপরাজিত ০ ও ৪, বিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, কেয়ার্নস, জুলাই ২০০৩), মাহবুবুল আলম রবিন (অপরাজিত ০ ও ব্যাটিং করেননি, বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, মিরপুর, অক্টোবর ২০০৮), রবিউল ইসলাম শিপলু (অপরাজিত ৯ ও অপরাজিত ০, বিপক্ষ ইংল্যান্ড, লর্ডস, মে ২০১০) ও আল-আমিন হোসেন (অপরাজিত ০ ও ব্যাটিং করেননি, বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, মিরপুর, অক্টোবর ২০১৩) ও আবু জায়েদ রাহি (২ ও অপরাজিত ০, বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নর্থ সাউন্ড, জুলাই ২০১৮)।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উপ-সহকারী প্রকৌশলী মো. সারোয়ার হোসেন শেষ কার্যদিবসে ফুল দিয়ে বিদায় সংবর্ধনা জানান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসি। উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (অর্থ) মো. সাইদুর রশিদ, ঢাকা বিভাগের উপ-পরিচালক এস এম সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (পঃ ও উঃ) শফিকুল ইসলামসহ অন্য সহকর্মীরা

সেই ২০০০ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকায় ভারতের বিপক্ষে ঐতিহাসিক টেস্ট অভিষেক হয়েছিল বাংলাদেশের। ইতোমধ্যে ২৪ বছর পেরিয়ে গেছে, তবুও বাংলাদেশ যেন রয়ে গেছে 'শিশু' পর্যায়ে!

২৪ বছরের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি

মো. মুলতানুর রহমান

ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে হারিয়ে গেল আরেকটি ১০ নভেম্বর। বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় ওই '১০ নভেম্বর' দিনটি এবার পূর্ণ করলো ঠিক ২৪ বছর।

২০০০ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকার মাঠে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের মাধ্যমে দশম দেশ হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটের অভিজাত অঙ্গনে পা রেখেছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের নাঈমুর রহমান দুর্জয় ও ভারতের সৌরভ গাঙ্গুলী, দুই বাঙালি অধিনায়কের টসের মাধ্যমে শুরু হয় নতুন ইতিহাসের পথচলা। দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ও দুঃসহ ব্যর্থতা- অভিষেক টেস্টেই মুদ্রার দুই পিঠ দেখেছিল বাংলাদেশ। আমিনুল ইসলাম বুলবুলের সেঞ্চুরি (৩৮০ বলে ১৪৫) ও হাবিবুল বাশার সুমনের হাফ সেঞ্চুরির (১১২ বলে ৭১) ওপর ভর করে প্রথম ইনিংসে ঠিক ৪০০ রান করা দলটি কি-না দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয়ে যায় মাত্র ৯১ রানে! একটা সময় ড্রয়ের সম্ভাবনা জাগানো ম্যাচের চতুর্থ দিনের পড়ন্ত বেলায় বাংলাদেশের কপালে জোটে ৯ উইকেটের পরাজয়।

টেস্টে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট (৭১ ম্যাচে ২৪৬) শিকারি সাকিব আল হাসান এবং সবচেয়ে বেশি রান (৯৪ মাচে ৬০০৭) সংগ্রাহক মুশফিকুর রহিম

উন্নতির নমুনা!

২৪ বছর আগে যে দলটা ছিল 'টেস্ট বেবি', এখন তো এই সংস্করণে বাংলাদেশকে বলতে হয় 'পরিপূর্ণ যুবক'; যার ছোট দুই ভাই জন্ম নিয়েছে তাও ছয় বছর হয়ে গেছে (২০১৮ সালে নব্য টেস্ট খেলুড়ে দেশের মর্যাদা পেয়েছে আফগানিস্তান ও আয়ারল্যান্ড)।

আচ্ছা, দুই যুগের পথচলায় টেস্টে কতটা উন্নতি করেছে বাংলাদেশ? উত্তরটা মিলিয়ে নেওয়া যায় একটা তুলনার মাধ্যমে। ভারতের সঙ্গে সেই অভিষেক টেস্টে বাংলাদেশ দুই ইনিংস মিলিয়ে খেলেছিল ঠিক ২০০ ওভার (প্রথম ইনিংসে ১৫৩.৩ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৬.৩) এবং রান করেছিল ৪৯১ (প্রথম ইনিংসে ৪০০, দ্বিতীয় ইনিংসে ৯১), চতুর্থ দিনের একেবারে গোধূলি-লগ্ন পর্যন্ত ম্যাচটা টেনে নিয়ে ৯ উইকেটে হেরেছিল। এবার এই ২০২৪ সালে খেলা সবশেষ টেস্টটার কথা ধরুন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে চট্টগ্রামে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৩০২ রান (প্রথম ইনিংসে ১৪৩, দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৯) করেছে বাংলাদেশ, শান্তর দল খেলতে পেরেছে সবমিলিয়ে ৮৯ ওভার (প্রথম ইনিংসে ৪৫.২ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৩.৪); দিন দিনের মধ্যেই গোহারা হতে হয়েছে ইনিংস ও ২৭৩ রানের বিশাল ব্যবধানে! কী বুঝলেন, কিছু বুঝলেন? আফসোস, টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতায় কেবল বয়সই বেড়েছে বাংলাদেশের, কিন্তু 'বড়' হয়ে উঠতে পারেনি একটুও।

পরিসংখ্যানের নিক্তিতে...

হাঁটি হাঁটি পা পা করে চব্বিশ বছরের অভিযাত্রায় দেখতে দেখতে ইতোমধ্যে ১৪৮টি টেস্ট খেলে ফেলেছে বাংলাদেশ। আনন্দময় জয়ের দেখা মিলেছে ২১ ম্যাচে, পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ পেতে হয়েছে ১০৯টিতে এবং ১৮ ম্যাচে ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়া সম্ভব হয়েছে। ঘরের মাঠে ৭৯ টেস্ট (জয় ১৩, হার ৫২, ড্র ১৪) খেলেছে বাংলাদেশ, দেশের বাইরে ৬৯টি (জয় ৮, হার ৫৭, ড্র ৪)। ১০৯ হারের মধ্যে ৪৬টিতেই ইনিংস ব্যবধানে পরাজয়ের দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেছে বাংলাদেশকে।

টেস্টে বাংলাদেশের এ যাবৎকালের প্রাপ্তিগুলোর মধ্যে ২১টি জয়কে নিঃসন্দেহে সেরা মনি-মুক্তা মানতে হবে। এই সংস্করণে নিজেদের ৩৫তম

সাদা পোশাকে দুই যুগের অভিযাত্রায় কোথায় যৌবনের উদ্দীপনায় টগবগ করবে তা না, টেস্টের বাংলাদেশ এখন কেমন যেন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত আর পলায়নপর একটা দল!

ম্যাচে এসে প্রথমবার জয়ের মুখ দেখেছিল বাংলাদেশ ২২৬ রানে জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে, ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে। সবশেষ পাকিস্তান সফরে রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামে পরপর দুই ম্যাচে এসেছে ২০ ও ২১তম জয়। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে শুরু, তারপর একে একে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট জয়ের স্বাদ পেয়েছে বাংলাদেশ। এখন অব্দি ৯ দেশের বিপক্ষে জিতেছে টাইগাররা, হারানোর বাকি রয়েছে ২ দেশ- ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ সর্বাধিক ৮ ম্যাচ জিতেছে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪টি জয় এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে। নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানকে হারিয়েছে ২টি করে ম্যাচে। এ ছাড়া ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে ১টি করে টেস্ট জিতেছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে ১, ২ ও ৩ ম্যাচের মিলিয়ে ৭৭টি দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলে বাংলাদেশ শেষ হাসি হেসেছে ৯টিতে (দেশে ৬টি সিরিজ জয়, বিদেশে ৩টি)। টাইগাররা সবচেয়ে বেশি ৪টি টেস্ট সিরিজ জিতেছে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছে ২টি সিরিজে এবং আয়ারল্যান্ড, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের বিপক্ষে ১টি করে সিরিজ জয় পেয়েছে।

মিলে না চাওয়া-পাওয়ার হিসাব

দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে টেস্টের বাংলাদেশকে নিয়ে অধিকাংশ সময়ই মিলে না চাওয়া-পাওয়ার হিসাব। প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মাঝে বরাবরই থেকে যায় যোজন যোজন ব্যবধান। ২৪ বছরের সবচেয়ে বড় আক্ষেপ বলতে সত্যিকার অর্থে টেস্টের চরিত্রটাই রপ্ত করতে না পারা। ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মতো পরাক্রমশালী দলকে মিরপুরের 'রহস্যময়' উইকেটের ফাঁদে ফেলে জিতেছে বাংলাদেশ, এমনকি শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ডের মতো শক্তিধর প্রতিপক্ষকে তাদেরই মাটিতে ধরাশায়ী করেছে টাইগাররা। কিন্তু সেই অর্থে কখনোই ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেনি। টেস্টে চরম অধারাবাহিকতাই যেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ধারাবাহিকতা! ফলে টেস্ট স্ট্যাটাস নিয়ে প্রশ্ন ওঠে হরহামেশাই।

এই তো কিছুদিন আগে পাকিস্তান সফরে গিয়ে পাকিস্তানকে পরপর দুই টেস্টে অবিশ্বাস্যভাবে হারিয়ে চমকে দিয়েছিল বাংলাদেশ। তখন পর্যন্ত শেষ ৮ ম্যাচের ৫টিতেই জয় আসায় মনে করা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত এই সংস্করণেও বুঝি বদলে যাওয়ার পথে হাঁটতে শুরু করেছে টাইগাররা। কিন্তু কিসের কী, এরপর ভারত সফরে দুই ম্যাচে যাচ্ছেতাইভাবে হারার পর ঘরের মাঠে অনভিজ্ঞ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে উভয় টেস্টে চরম হতাশ করেছে বাংলাদেশ। এমন নয় যে 'জিততেই হবে' বলে কেউ চাপের বোঝা উঠিয়ে দিয়েছিল শান্তর দলের মাথায়। সাদা পোশাকে সুসময়ের বাতারণে থাকায় ভারত ও প্রোটিয়াদের সঙ্গে অন্তত কিছুটা লড়াই আশা করা তো অন্যায় ছিল না। কিন্তু টানা চার টেস্টে পুরোপুরি অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে বাংলাদেশ, গড়তে পারেনি ন্যূনতম প্রতিরোধ। এ যেন বানরের তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে ওঠার অঙ্ক, কোনোক্রমে এক ফুট উপরে উঠলে পরে আবার হুড়মুড় করে পিছলে দুই ফুট নিচে নেমে যায়! টেস্টের বাংলাদেশকে নিয়ে তাই আশাবাদী হওয়া যায় না, হিসেবের অঙ্কও মিলে না; আজগুবে দলটা বরাবরই মনে করিয়ে দেয় 'যে লাউ, সেই কদু' কথাটা!

অভিজ্ঞতা বাড়ে, পারফরম্যান্স বাড়ে না

ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি যেমন তেমন, টেস্ট ক্রিকেট কিন্তু বরাবরই গেয়ে যায় অভিজ্ঞতার জয়গান। বাংলাদেশ দল আগে অনভিজ্ঞ ছিল বলে টেস্টে বাজেভাবে হারার নাহয় একটা ব্যাখ্যা ছিল। এখন কিন্তু সাদা পোশাকে টাইগাররা অনেকটাই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছে। অভিজ্ঞতা অর্জন করে খেলোয়াড়রা যতটা ভালো পারফর্ম করার কথা, সেটা কিন্তু হচ্ছে না। বিশেষ করে ব্যাটিংয়ে তো সমস্যা রয়েই গেছে। অনেক বেশি ম্যাচ খেললে অন্তত উইকেটে টিকে থাকার মতো ধৈর্য অর্জিত হওয়ার কথা। মুশফিকুর রহিম সেই ২০০৫ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ৯৪ টেস্ট খেলেছেন। কিন্তু শেষ ১৮ ইনিংসে কেবল ১টি সেঞ্চুরি এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। উইকেটে মোটেও স্বাচ্ছন্দ্য মনে হয় না মুশফিককে, থাকেন নড়েবড়ে অবস্থায়। সাড়ে এগারো বছরের টেস্ট ক্যারিয়ারে ৬৭ ম্যাচ খেলে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বাধিক ১৩টি সেঞ্চুরি করা মুমিনুল হকের ওপরও নির্ভর করা যায় না। অফস্ট্যাম্পের বাইরে পড়ে ইনকামিং ডেলিভারিতে বারবার আউট হচ্ছেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। ৩৩ টেস্ট খেলা নাজমুল হোসেন শান্ত অধিনায়কত্বের চাপে চিঁড়েচেপ্টা হয়ে ব্যাট হাতে ধুঁকছেন। ৪৬ টেস্ট খেলা লিটন দাস একটা সময় ধারাবাহিক রান পেলেও সাম্প্রতিক সময় ভুগছেন রান-খরায়। বছরের পর বছর উল্লেখযোগ্য পারফর্ম ছাড়াই 'পাণ্ডব' কোটায় টেস্ট খেলে যাওয়া মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ তিন বছর আগে জিম্বাবুয়েতে গিয়ে সেঞ্চুরি করে 'বিসিবিকে দেখিয়ে দিয়ে' টেস্টকে বিদায় বলে দিয়েছেন। তামিম ইকবাল জাতীয় দলে পুনরায় ফেরা না ফেরা নিয়ে ক্রমাগত নাটক করেই যাচ্ছেন। টেস্টে যখন অভিজ্ঞ এই বাঁহাতি ওপেনারকে অনেক বেশি দরকার, তখন এই ফরম্যাট নিয়ে তিনি একেবারেই নিশ্চুপ! দেশে এসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মিরপুরে বিদায়ী টেস্ট খেলার ইচ্ছেপ্রকাশের 'গেম' সাজিয়ে কম জলঘোলা করেননি সাকিব আল হাসান। কিন্তু এই অলরাউন্ডার গত কয়েক বছরে কারণে অকারণে অনেক টেস্ট মিস করেছেন, খেলেছেন নিজের খেয়ালখুশিমতো। উপরোক্তদের উপর কম বিনিয়োগ করেনি বিসিবি, কিন্তু বিশেষ করে টেস্টে তাঁরা সেই অর্থে প্রতিদান দিতে পারেননি। টেস্টে ২৪ বছরেও বাংলাদেশ যে এখনো পায়ের নিচে সেভাবে মাটি খুঁজে পায়নি, এর দায় সিনিয়র খেলোয়াড়দেরও কম নয়। অবশ্য এখনো লঙ্গার ভার্সনে ঘরোয়া ক্রিকেট কাঠামোই যেখানে অর্থপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারেনি বিসিবি, সেখানে টেস্টে দুই যুগ পার করেও যে বাংলাদেশ ব্যর্থতার স্রোতে হাবুডুবু খেতে থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক! বরং মাঝে মধ্যে যে হটাৎ হঠাৎ আলোর ঝলকানি দিয়ে জয় তুলে নেয় টাইগাররা, সেটাই তো অনেক, নাকি?

প্রথমবার ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ খেলবে বাংলাদেশের মেয়েরা

মো. রেজাউল হক

২০২২ সালের মে থেকে শুরু হওয়া মেয়েদের ক্রিকেটের সফর সূচির (এফটিপি) চলতি চক্র শেষ হবে ২০২৫ সালের এপ্রিলে। তারপর শুরু হবে নতুন চক্র। অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে বেশ আগেভাগেই ২০২৫-২০২৯ উইমেন্স এফটিপি প্রকাশ করেছে আইসিসি, যেটি চূড়ান্ত হয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার সবশেষ সভায়। যেখানে টি-টোয়েন্টি, ওয়ানডে ও টেস্ট; তিন সংস্করণ মিলিয়ে দ্বিপক্ষীয় সিরিজের পাশাপাশি বিভিন্ন টুর্নামেন্টসহ মোট ৪০০'র বেশি ম্যাচ খেলবে অংশগ্রহণকারী দলগুলো। আগের চক্রে উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপে দল ছিল ১০টি- ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড। ওই দলগুলোর সঙ্গে এবার জিম্বাবুয়েকেও যুক্ত করায় দল সংখ্যা উন্নীত হয়েছে ১১-তে। প্রত্যেক দলই খেলবে ৮টি করে ওয়ানডে সিরিজ। যার মধ্যে চারটি হোম, চারটি অ্যাওয়ে সিরিজ। সব মিলিয়ে ৪৪টি সিরিজে দলগুলো খেলবে সর্বমোট ১৩২টি ওয়ানডে ম্যাচ। ওয়ানডে ম্যাচের কথা আলাদাভাবে উল্লেখের কারণ, চলমান তৃতীয় উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপটা ২০২৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব হিসেবেও কাজ করছে। ঠিক তেমনি ২০২৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব হিসেবে কাজ করবে চতুর্থ উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ।

চার বছর মেয়াদি নতুন চক্রে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের জন্য রয়েছে সুখবর। এই প্রথম অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলার সুযোগ হচ্ছে টাইগ্রেসদের। ২০২২-২৫ চক্রের মতো পরবর্তী চক্রেও ৮টি ওয়ানডে সিরিজ খেলবেন বাংলাদেশের মেয়েরা। প্রত্যেক সিরিজেই থাকবে ৩টি করে ওয়ানডে। অর্থাৎ আট সিরিজে ২৪টি ওয়ানডে খেলার সুযোগ থাকছে। ইতিপূর্বে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের মেয়েদের ব্যস্ততা বাড়িয়ে দিয়েছিল তৃতীয় আইসিসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ। ২০২২-২০২৫ চক্রে প্রথমবার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আটটি ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলার সুযোগ পায় বাংলাদেশ। চলমান এফটিপিতে আর দু'টি সিরিজ বাকি আছে বাংলাদেশ নারী দলের। চলতি নভেম্বর মাসের শেষের দিকে ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলতে বাংলাদেশ সফরে আসবে আয়ারল্যান্ডের মেয়েরা। এরপর আগামী বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাবে নিগার সুলতানারা, সেখানে রয়েছে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ইতিপূর্বে বৈশ্বিক আসরে মুখোমুখি হলেও ক্যারিবিয়ান মেয়েদের বিপক্ষে এটিই হবে টাইগ্রেসদের প্রথম দ্বিপক্ষীয় সিরিজ।

পরবর্তী চক্রে বাংলাদেশ নারী দল একটি হোম সিরিজ খেলবে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত হওয়া জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। ওই সিরিজে ওয়ানডে ৩টি ছাড়াও থাকছে ৩টি টি-টোয়েন্টি। জিম্বাবুয়ে ছাড়াও বাংলাদেশের মেয়েরা উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ হিসেবে ঘরের মাঠে খেলবেন শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। এই সময়ে দেশের বাইরে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ খেলতে যাবে টাইগ্রেসরা। প্রতিটি ওয়ানডে সিরিজের সঙ্গেই থাকবে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজও (বিস্তারিত দেওয়া আছে প্রতিবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত তালিকায়)।

উইমেনস চ্যাম্পিয়নশিপের বাইরে ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়ে একটি ৩ ম্যাচের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ এবং ২০২৭ সালের মে-জুন মাসে বাংলাদেশে এসে ৩টি টি-টোয়েন্টি খেলবে কিউই মেয়েরা। তার মানে উল্লেখিত সময়ে শুধু দ্বিপক্ষীয় সিরিজ মিলিয়েই ২৭টি ওয়ানডে ও ৩০টি টি-টোয়েন্টি খেলার কথা বাংলাদেশ নারী দলের। দ্বি-পক্ষীয় সিরিজের বাইরেও এ সময়ে অন্তত পাঁচটি বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট খেলার সম্ভাবনা আছে টাইগ্রেসদের। এর মধ্যে ২০২৫ সালে ভারতে অনুষ্ঠেয় ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলবে ৮ দল, ২০২৬ সালে ইংল্যান্ডে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেবে ১২ দল, ২০২৭ সালে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি সংস্করণের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি অনুষ্ঠিত হবে ৬ দলকে নিয়ে, ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক গেমস নারী ক্রিকেটে সম্ভাব্য দলসংখ্যা ৬ এবং ওই বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কয়টি দল খেলবে তা এখনো নির্ধারিত হয়নি। এ ছাড়া এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) ইভেন্ট এবং কয়েকটি ত্রিদেশীয় সিরিজও অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

পাশাপাশি অন্য দেশের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতায়ও বরবারের মতো আরও ম্যাচ আয়োজন করে খেলার সুযোগ থাকবে বাংলাদেশ নারী দলের। সেই ২০২১ সালের এপ্রিলে টেস্ট স্ট্যাটাস পেলেও নতুন ভবিষ্যৎ সফর সূচিতেও কোনো টেস্ট ম্যাচ নেই বাংলাদেশের মেয়েদের। বিভিন্ন সময় প্রতিশ্রুতি শোনা গেলেও এখন পর্যন্ত দেশের মেয়েদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটই চালু করতে পারেনি বিসিবি। ফলে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের কবে টেস্ট অভিষেক হবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

অপেক্ষার অবসান এবং নতুন চ্যালেঞ্জ...

চলতি বছরের মার্চ-এপ্রিলে নিজেদের মাঠে প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলেছিল বাংলাদেশের মেয়েরা এবং মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি উভয় সিরিজেই হয়েছিলো হোয়াইটওয়াশ! অন্যদিকে ইংল্যান্ডের নারীদের সঙ্গে কোনো সংস্করণেই দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলার সুযোগ হয়নি নিগার সুলতানাদের।

বাংলাদেশের মেয়েরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছে প্রায় ১৩ বছর ধরে। এখনও পর্যন্ত ইংল্যান্ডের মাটিতে পা পড়েনি টাইগ্রেসদের। ২০২০ সালে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেললেও কখনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজের জন্য সফর করা হয়নি। সব অপেক্ষা আর শেষের বার্তা নিয়ে এসেছে আইসিসির নতুন এফটিপি। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল ২০২৬ সালের অক্টোবরে প্রথমবার সিরিজ খেলতে যাবে অস্ট্রেলিয়া সফরে। পাশাপাশি সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০২৭ সালের সেপ্টেম্বরে ক্রিকেট জনকদের দেশে গিয়ে সিরিজ খেলার সুযোগ হবে তাদের।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পুরুষ ক্রিকেট দলও সেভাবে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডে গিয়ে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলার সুযোগ খুব একটা পায় না। সেই ২০০৫ সালে ২টি টেস্টে বাংলাদেশকে আতিথেয়তা দেওয়ার পর ইংল্যান্ড ২০১০ সালে ঘরের মাঠে ২ টেস্ট ও ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলেছিল টাইগারদের বিপক্ষে, তারপর আর খবর নেই। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলেছিল ২০০৩ সালে (২ টেস্ট, ৩ ওয়ানডে), পরবর্তীতে একবারই টাইগারদের

২০২৫-২০২৯ উইমেন্স এফটিপিতে বাংলাদেশের যত সিরিজ				
সময়কাল	প্রকারভেদ	বিপক্ষ	ওয়ানডে	টি-টোয়েন্টি
ডিসেম্বর ২০২৫	অ্যাওয়ে সিরিজ	ভারত	৩	৩
এপ্রিল ২০২৬	হোম সিরিজ	শ্রীলঙ্কা	৩	৩
অক্টোবর ২০২৬	অ্যাওয়ে সিরিজ	অস্ট্রেলিয়া	৩	৩
মার্চ ২০২৭	হোম সিরিজ	ও. ইন্ডিজ	৩	৩
সেপ্টেম্বর ২০২৭	অ্যাওয়ে সিরিজ	ইংল্যান্ড	৩	৩
নভেম্বর ২০২৭	হোম সিরিজ	জিম্বাবুয়ে	৩	৩
এপ্রিল ২০২৮	হোম সিরিজ	দ. আফ্রিকা	৩	৩
অক্টোবর ২০২৮	অ্যাওয়ে সিরিজ	পাকিস্তান	৩	৩
* উল্লেখিত সূচির বাইরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২টি টি-টোয়েন্টি এবং ১টি ওয়ানডে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশের মেয়েরা				

ডেকেছিল অজিরা এবং ২০০৮ সালে হয়েছিল কেবল ৩টি ওয়ানডে; ইতিমধ্যে পেরিয়ে গেছে ষোল বছর! নতুন এফটিপির সুবাদে সেই অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডে গিয়ে খেলতে পারার সুযোগ বাংলাদেশের মেয়েদের জন্য নিঃসন্দেহে হবে অনেক বড় প্রাপ্তি।

একটা সময় আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার জন্য তীর্থের কাকের মতো চেয়ে থাকতে হতো বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলকে। উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপে টাইগ্রেসদের অন্তর্ভুক্তিতে সেই দিনগুলো অতীত হয়ে গেছে। এখন নিগার সুলতানারা প্রতিনিয়তই ম্যাচ খেলার সুযোগ পান। সামনে তো ব্যস্ততা আরও বাড়ছে। পাশাপাশি বিদেশে গিয়ে নতুন নতুন দেশেও খেলতে হবে। এতে দারুণ সম্ভাবনা যেমন তৈরি হয়েছে, তেমনি থাকছে অনেকটা শঙ্কাও। সাম্প্রতিক সময়ে টাইগ্রেসদের পারফরম্যান্স মোটেই সন্তোষজনক নয়। বিশেষ করে এ বছর বাজে ব্যাটিংয়ের খেসারত দিয়ে তারা সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতার বৃত্তেই আটকে রয়েছেন। আগামী দিনে কঠিন চ্যালেঞ্জের জন্য কতটা প্রস্তুত বাংলাদেশি মেয়েরা? বিসিবির নারী বিভাগের প্রধান হাবিবুল বাশার সুমন নতুন এফটিপিতে চোখ বুলিয়ে সংবাদমাধ্যমকে নিজের প্রতিক্রিয়ায় বলছিলেন, 'এফটিপি আমি দেখেছি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের কথা তো জানাই ছিল। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডে সফর আছে, ভারত-নিউজিল্যান্ডেও আছে। আমাদের মেয়েদের জন্য এটা সুখবর যে অনেক খেলা আছে এবং বড় বড় দেশগুলিতে খেলা। তবে শুধু সফর করে তো লাভ নেই। পারফর্ম করতে হবে, সফরগুলি অর্থবহ করতে হবে। সেটা আমাদের জন্য হবে বড় চ্যালেঞ্জ।' হাবিবুল তুলে ধরেছেন এখনকার জরুরি বিষয়টাও, 'আপাতত আমাদের ভাবনায় আছে সামনের ছয়টি ওয়ানডে, আয়ারল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। বিশ্বকাপ কোয়ালিফিকেশনের জন্য ম্যাচগুলিতে ভালো করা খুব জরুরী।' টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার সাড়ে তিন বছরেরও বেশি হয়ে গেলেও এখনো লাল বল আর সাদা পোশাকের ক্রিকেটে অভিষেক না হওয়ার ব্যাপারে নারী ক্রিকেট প্রধানের বক্তব্য, 'টেস্ট খেলতে হলে আগে দুই বছর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলতে হবে দেশে। আমরা তো এখনও মেয়েদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট চালু করতে পারিনি। আগামী বছর আশা করি এটা আমরা শুরু করতে পারব। দুই মৌসুম খেলার পর অবস্থা বুঝে বিবেচনা করা যাবে।'

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল কোচেস কমিটি প্রশিক্ষক সম্মেলনে প্রধান অতিথি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম এনডিসি কে সম্মাননা স্মারক তুলে দিচ্ছেন সংগঠনের সভাপতি মো. নাসির উল্লাহ লাবলু।

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল কোচেস কমিটি

ক্রিকেটে চলা আর সংস্কার

ইকরামউজ্জমান

জাতীয় জীবনে ক্রিকেট খেলাটা একটা বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। এর বেশ কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। খেলার প্রতি ভালোবাসার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ যেভাবে ক্রিকেট অনুসরণ করে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অন্য খেলা সেভাবে অনুসরণ করে না। মাঠে এবং মাঠের বাইরে যা ঘটছে, যা দেখা যাচ্ছে এটি নিয়ে মানুষ রীতিমত চিন্তিত এবং উৎকণ্ঠায় ভুগছে। সবার একটি সহজ কথা হঠাৎ করে মাঠের ক্রিকেটে এত অস্থিরতা, আত্মবিশ্বাস, মানসিক শক্তি এবং নিজ সামর্থ্যের প্রতি আস্থার অভাবে ভোগা কেনো? দেশের উইকেটকে পড়তে না পারার কি কোনো জবাব আছে? কেনো মাঠের বাইরে যা হবার নয়, যা কাম্য নয় সেই ব্যক্তিগত দুর্বলতাগুলো বাস্তবে প্রতিফলিত করা হচ্ছে? অতি উৎসাহ, তথাকথিত ভালো সাজার ভূমিকা, দায় এড়ানোর সংস্কৃতি তো ভালো নয়। ক্রিকেটে ব্যক্তিস্বার্থ এবং জনস্বার্থের একটা টানাপোড়েন বছরের পর বছর ধরে চলছে। চেয়ারে বসার আগে এক রূপ বসার পর আবার আরেক রূপ। ক্রিকেটে অসঙ্গতিগুলো কখন সংশোধন হবে এটা কেউ বলতে পারবে না। ক্রিকেট অঙ্গনে মূল্যবোধ বিষয়টা সেই প্রথম থেকেই প্রশ্নের সম্মুখীন। ক্রিকেটের কাছে মানুষ কি 'এক্সপেক্ট' করে এই বিষয়টি কখনো গ্রাহ্য করা হয়নি। এবার সবাই মুখোমুখি অন্য সময়ে। এখানে চিন্তা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চয়ই অন্যরকম হবে।

ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থান দেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপট পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে। সর্ব ক্ষেত্রে, সবার জন্য এসেছে নতুন দিন, নতুন সময়, নতুন চিন্তা। বৃহত্তর ক্রীড়াঙ্গনে ক্রিকেট এর বাইরে নয়। অতীতে কখনো ক্রিকেটের ক্ষেত্রে সংস্কার নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ভাবা হয়নি। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের বড় বিষয় হলো সংস্কার। অতীতে যা ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি আর হতে পারবে না। এটি একটি বড় সুযোগ ক্রিকেটে সংস্কারের মাধ্যমে খেলাকে জনকল্যাণমূলক হিসেবে পরিচিত করা। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করা। সংস্কার মানে পরিবর্তন। তবে সব পরিবর্তন তো আর এক সঙ্গে করা সম্ভব নয়–আর তাই 'অগ্রাধিকার' তৈরি করে কাজ করতে হবে। আর তা হলেই মাঠের ক্রিকেট ও ব্যবস্থাপনায় স্বস্তি এবং পরিবর্তন আসবে। বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য, অবিচার, সমন্বয়হীনতা দূর হয়ে খেলাটির প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি মানুষের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

আমরা মনেকরি এখনি সময় ক্রিকেটের গঠনতন্ত্র নিয়ে কাজ করা। কাজ করতে হবে বিভিন্ন আইন, কানুন এবং নীতি ঠিক করার জন্য। এসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, নতুন করে সংযোজন প্রয়োজন আছে। আর এসব কিছুই সুস্থ ক্রিকেট চর্চার স্বার্থে। এই কাজগুলো যদি এখন না করা হয় তাহলে নিকট ভবিষ্যতে আবার সেই কালো অতীতে হাবুডুবু খেতে হবে। ক্রিকেটে সুবিধাবাদীদের সংখ্যা বেশি নয়। এরপরও এদের সঙ্গে পেরে উঠা সম্ভব হচ্ছে না। মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্য এখন ঐক্যমত পোষণের মাধ্যমে উচিত কাজ করা। এখন বোর্ডের জাহাজ যারা চালাচ্ছেন তারা যেন জনসমর্থনকে নিশ্চিত বলে ধরে না নেন। বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা কিন্তু থেমে নেই।

বড় সমস্যা হলো মিডিয়ার সামনে কথা বলতে পারলে বেজায় খুশি। আর এই কথা বলা অযথা আলোচনা এবং বিতর্কের সৃষ্টি করে বারবার। অতীতে এই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা মোটেই ভালো নয়। এরপরও বিরত থাকার মতো সংযম দেখানো সম্ভব হয়নি। কে খেলতে পারবেন, আর পারবেন না–এ সব নিয়ে একটা 'লেবেলের' তো কথা বলার প্রয়োজন নেই। সরকার নিষেধ করেছে আর তাই সাকিব খেলতে আসতে পারেননি। প্রমাণিত হয়েছে সরকারের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। আফগানিস্তানের বিপক্ষে শারজায় সাকিবের খেলা কোনো মতেই সম্ভব নয়। এশিয়ার কোথাও তা সম্ভব নয়। সাকিব এবং তাঁর পিতা তো অভিযুক্ত। তামিম ইকবাল খেলবেন কি না এটি তার নিজস্ব ব্যাপার। বোর্ড থেকে কথা বলা তো বাঞ্ছনীয় নয়। চীনা কোচকে বিদায় দেওয়া হয়েছে, কেনো তাঁকে চলে যেতে হয়েছে এটি সবাই বুঝেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে হবে কেনো? জাতীয় দলের জন্য 'অ্যাসিসটেন্ট কোচ' নিয়োগ দেওয়া হয়েছে–এটি তো বোর্ডের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। আসন্ন বিপিএলে নিয়ে দারুণ কিছু করার চিন্তা-ভাবনা খুব ভালো। অতীতে বিপিএল ফলদায়ক হয়নি, বরং বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কথা বলে লাভ নেই ভালো কিছু করে দেখিয়ে দিতে পারলে তো–অভিনন্দন মিলবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক একতন্ত্রবাদিতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই তো পরিবর্তনের ডাক ক্রীড়াঙ্গনে জোরদার হচ্ছে। জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান ক্রীড়াঙ্গনে নতুন একটি সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পর মনে হয়েছে দলটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। লড়াই করার মানসিকতায় উজ্জীবিত হবে। সম্মিলিতভাবে ভালো কিছু করার ক্ষুধায় ভুগবে। কিন্তু ধারণাটা ঠিক হয়নি। ভারতের বিপক্ষে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি সিরিজে পুরোপুরি আত্মসমর্পণের মাধ্যমে লজ্জাজনক পরাজয়ের পর সেই যে নাক নিচে নেমেছে তা অব্যাহত আছে। ভারতের বিপক্ষে ক্রিকেটের লড়াইটা হবে এটা ভেবেও সচেতন মহল মনে করেছেন–সাধ্যমত চেষ্টা করা হবে। এই ক্ষেত্রেও আশা ভঙ্গ হয়েছে। প্রমাণ হয়েছে আধুনিক ক্রিকেট কোথায় চলে গেছে–আমাদের সে দিকে খেয়াল নেই। আধুনিক ক্রিকেটের চিন্তা এবং মননশীলতা থেকে আমরা অনেক দূরে পড়ে আছি। আমরা কথা বলি একরকম, কাজ করি অন্যরকম। আমরা নিজেরাই জানি না আমরা কোন স্বপ্ন দেখি। আমরা নিজেরাই নিজেদের চিনতে পারি না।

এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ দলটির বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজে পরাজয় নিজ দেশের উইকেটে। এই ধরনের পরাজয়ের পর বলার আর লেখার কি কিছু থাকে? দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক নিজেই বলেছেন আমি কখনো ভাবতে পারিনি স্বাগতিক দল তার উইকেট বুঝতে না পেরে এভাবে ভেঙ্গে পড়বে। একদিনে ১৫ উইকেটের পতন। বড় তাড়াতাড়ি খেলা শেষ হয়ে গেছে।

জানি না বাংলাদেশের ক্রিকেট পতিরা এই বিপর্যয়কে কিভাবে দেখেছেন। জানি না দেয়ালের লিখন কতটুকু পড়তে পেরেছেন ক্রিকেটাররা। চট্টগ্রামে টেস্ট সমাপ্ত হবার পর বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক বলেছেন 'বড় একটা পরিবর্তন আসতে হবে খেলোয়াড়দের দক্ষতার মানদন্ডে। না হলে কোনো কিছুই বদলাবে না। আমাদের দক্ষতা অনেক জায়গায় আছে সেসব জায়গায় উন্নতি করতে হবে এবং পাশাপাশি চিন্তা-ভাবনায় অনেক পরিবর্তন আনতে হবে। উন্নতি করতে হবে এই কথাটি অনেক আগের থেকেই বলা হচ্ছে, তবে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করাটা খুব জরুরি যে আসলে হচ্ছেটা কি?'

এদিকে শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এর প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে অদ্ভুত ব্যাটিং আর অবিশ্বাস্য হার নিয়ে বাংলাদেশ মাঠ ছেড়েছে। বলা হয়ে থাকে ওয়ানডে সংস্কার বাংলাদেশের ক্রিকেটে শক্ত জায়গা। আফগানিস্তানের ২৩৫ রানের জবাবে এক পর্যায়ে ২ উইকেট ১২০ রান করার পর মাত্র ২৩ রানে শেষ ৮ উইকেট হারিয়ে ৯২ রানে পরাজয় বরণ। এই পরাজয়ের গভীরতা অনেক অনেক বেশি।

বিজয়ী নেজমাহ

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ থেকে খালি হাতে বসুন্ধরা কিংসের বিদায়

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

নতুন কোচ নিয়োগ দিয়ে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি বসুন্ধরা কিংসের। রোমানিয়ান কোচ ভ্যালোরি তিতাকে নিয়োগ দিলেও হতাশই করেছে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নরা। চার দলের গ্রুপ এ'তে সবশেষ অবস্থান নিয়ে ভুটান থেকে দেশে ফেরে মিগেল ফিগেইরা, তপু বর্মণ, রাকিব হোসেনরা। তিন ম্যাচ খেলে কোনটিতেই জয় পাওয়া হয়নি কিংসের। ভারতের ক্লাব ইষ্ট বেঙ্গল এফসি, লেবাননের নেজমাহ এসসি ও ভুটানের পারো এফসির সাথে বলার মতো কোনো পারফরম্যান্সই দেখাতে পারেনি। সবচেয়ে বড় কথা প্রথম ম্যাচে নেজমাহর সাথে আত্মঘাতি গোলের পর শেষ ম্যাচে কারোর বিপক্ষেও একই পরিণতি হয়। মাঝখানে ইষ্ট বেঙ্গলের কাছে মর্যাদার লড়াইয়ে হারতে হয়েছে এক হালি গোলের ব্যবধানে। বিশেষ করে কিংসের সাবেক কোচ অস্কার ব্রুজোনের নতুন ঠিকানা হওয়ায় ভারতের ক্লাবটির বিপক্ষে জয়ের প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু কোনো প্রতিরোধ না গড়ে উল্টো লজ্জার বড় হারে হতাশ করেছে। বাংলাদেশের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ক্লাবটি আরেকবারের মতো না পাওয়ার বেদনা নিয়ে এএফসির টুর্নামেন্ট শেষ হয়েছে। ঘরের মাঠে যতই অপ্রতিরোধ্য দলের তকমা থাকুক না কেন, বৈশ্বিক আসরে এখনো তাঁরা নিজেদের হারিয়ে খুঁজছে। ভুটানের থিম্পুর চাংলিমিথান স্টেডিয়াম কষ্টের নাম হয়ে থাকবে কিংসের জন্য। আসরের ওয়েস্ট জোনে ১২ দল তিন গ্রুপে ভাগ হয়ে অংশ নিয়েছে এই আসরে। তিন গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও তিন গ্রুপের মধ্যে সেরা রানার্সআপ দলটি খেলবে পরের রাউন্ডে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে। তখন গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে আসা দলগুলোকে খেলতে হবে ইস্ট জোনের দুই গ্রুপ থেকে আসা চার দলের সঙ্গে।

আত্মঘাতী গোলে নেজমাহ'র কাছে হার

শুরুতেই ভাগ্য বিধাতা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বসুন্ধরা কিংস থেকে। লেবানিজ ক্লাব নেজমাহ এফসির কাছে হারতে হয়েছে সাদ উদ্দিনের আত্মঘাতী গোলে। এর আগে জাতীয় দলকে বারবার ডুবিয়েছেন এই ডিফেন্ডার। তাঁর এক ভুলেই ১-০ গোলে হারতে হয়েছে কিংসকে। নেজমাহ'র একটি আক্রমন থেকে কোরানি হাসানের শটে পেছনের ফরোয়ার্ডকে মাথা ছোঁয়াতে না দিয়ে হেডে নিজেই ক্লিয়ার করতে চেয়েছিলেন সাদ, সেই বল আনিসুর রহমান জিকোকে রীতিমতো হতভম্ব করে দিয়ে বল জড়িয়ে যায়।

ইষ্ট বেঙ্গলের কাছে ৪-০ গোলে হেরে বিদায়

পড়শি দেশের ক্লাব ইষ্ট বেঙ্গলকে হারানোর লক্ষ্য থাকলেও উল্টো ৪-০ গোলে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে বসুন্ধরা কিংস। ইষ্ট বেঙ্গলের হয়ে গোল করেন দিমিত্রিওস দিয়ামনতাকোস, সৌভিক চক্রবর্তী, নন্দকুমার, আনোয়ার আলী।

ভুটানি ক্লাব পারোর বিপক্ষেও আত্মঘাতী গোলে পরাজয়

প্রথম ম্যাচে আত্মঘাতি গোলে পরাজয়ের ধারাবাহিকতা তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে ধরে রাখে বসুন্ধরা কিংস! তাতে করে ভুটানি ক্লাব পারো এফসির বিপক্ষে হারতে হয়েছে ২-১ গোলের ব্যবধানে। আন্তজার্তিক পর্যায়ে আরও একটা ব্যর্থ মিশন শেষ করেছে কিংস। ম্যাচের ১২ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে জোনাথন ফার্নান্দেজের থ্রু পাসে ফয়সাল আহমেদ ফাহিম কাটব্যাক করলে পারোর গোলরক্ষকের বাঁধা সফল না হলেও জায়গায় থাকা ভেলেরি গোলরক্ষকহীন পোস্টে বল পাঠিয়ে ১-০ গোলে এড়িয়ে দেন কিংসকে। ৩৩ মিনিটে পারো এফসির আক্রমণের চাপে কিংসের ভেঙ্গে পড়া ডিফেন্সকে কাজে লাগিয়ে সমতাসূচক গোলটি করেন নিমা ওয়াংডি (১-১)। ম্যাচের ৫৪ মিনিটে এসে প্রথম ম্যাচের মতো আত্মঘাতী গোলের পুনরাবৃত্তি করেন কিংসের উজবেক ডিফেন্ডার জাসুর জুমায়েভ (২-১)।

এএফস চ্যালেঞ্জ লিগের 'এ' গ্রুপের পয়েন্ট টেবিল

দল	ম্যাচ	জয়	ড্র	পরাজয়	পয়েন্ট
ইষ্ট বেঙ্গল এফসি	৩	২	১	০	৭
নেজমাহ এসসি	৩	২	০	১	৬
পারো এফসি	৩	১	১	১	৪
বসুন্ধরা কিংস	৩	০	০	৩	০

ইস্ট বেঙ্গল

জাতীয় সাঁতারে নৌবাহিনীই সেরা

ওমর ফারুক রুবেল

ম্যাক্স গ্রুপ জাতীয় সাঁতারে আধিপত্য বরাবরের মতো বাংলাদেশ নৌবাহিনীরই। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সুইমিং কমপ্লেক্সে ৯-১২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত চার দিনব্যাপী প্রতিযোগিতা শেষে ৩২টি স্বর্ণ, ২৬টি রৌপ্য ও ১২টি ব্রোঞ্জ জিতে সেরা হয়েছে তারা। ১০টি স্বর্ণ, ১৫টি রৌপ্য ও ২৩টি ব্রোঞ্জ জিতে রানার্সআপ হয় সেনাবাহিনী। পুরুষ বিভাগে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সামিউল ইসলাম পাঁচটি স্বর্ণ ও একটি ব্রোঞ্জপদক (তিনটি নতুন জাতীয় রেকর্ড) নিয়ে এবং মেয়েদের বিভাগে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুথী আক্তার চারটি স্বর্ণ (তিনটি নতুন জাতীয় রেকর্ড) ও একটি রৌপ্য জিতে সেরা সাঁতারু নির্বাচিত হন। খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (পার্সোনেল) রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মুসা। এ সময় সুইমিং ফেডারেশনের সিনিয়র সহসভাপতি ও ম্যাক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিম মিয়া উপস্থিত ছিলেন। এর আগে ৯ নভেম্বর প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ম্যাক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর।

নতুন ১০ জাতীয় রেকর্ড

জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় এবার ১০টি নতুন জাতীয় রেকর্ড হয়েছে।

১. পুরুষদের ৫০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে ২৬.৭৯ সেকেন্ডে নিজের রেকর্ড ভেঙে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন নৌবাহিনীর সাঁতারু সামিউল ইসলাম রাফি। ২০২৩ সালে তার আগের রেকর্ডটি ছিল ২৬.৯০ সেকেন্ডের।

২. পুরুষদের ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে ২ মিনিট ১০.৮৭ সেকেন্ডে নতুন জাতীয় রেকর্ড করেন নৌবাহিনীর সামিউল ইসলাম রাফি। ২০২৩ সালে তার নিজের গড়া আগের রেকর্ডটি ছিল ২ মিনিট ১১.৮৬ সেকেন্ডের।

৩. পুরুষদের ২০০ মিটার ইন্ডিভিজুয়াল মিডলেতে ২ মিনিট ০৯.৯৯ সেকেন্ডে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন নৌবাহিনীর সামিউল ইসলাম রাফি। ২০২৩ সালে এই ইভেন্টে ২ মিনিট ১০.৭৭ সেকেন্ডের পুরোনো রেকর্ডটি ছিল একই সংস্থার কাজল মিয়ার।

৪. মেয়েদের ৫০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে ৩২.৭৪ সেকেন্ডে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন নৌবাহিনীর যুথী আক্তার। ২০২১ সালে তিনি নিজেই আগের রেকর্ডটি করেছিলেন ৩২.৭৫ সেকেন্ডে।

৫. মেয়েদের ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে ১ মিনিট ১১.৮৩ সেকেন্ডে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন নৌবাহিনীর যুথী আক্তার। ২০২২ সালে এই ইভেন্টে ১ মিনিট ১২.৩৭ সেকেন্ডে আগের রেকর্ডটি ছিল একই সংস্থার সুরাইয়া আক্তারের।

৬. মেয়েদের ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে ১ মিনিট ১৮.২৭ সেকেন্ডে নতুন রেকর্ড গড়েন সেনাবাহিনীর রোমানা আক্তার। ২০২১ সালে ১ মিনিট ১৯ সেকেন্ডে আগের রেকর্ডটি ছিল নৌবাহিনীর মরিয়মের।

৭. মেয়েদের ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে ২ মিনিট ৫১.৩৫ সেকেন্ডে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন সেনাবাহিনীর রোমানা আক্তার। তার গড়া আগের রেকর্ডটি ছিল ২০১৬ সালে ২ মিনিট ৫১.৯০ সেকেন্ডের।

৮. পুরুষদের ২০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে ২ মিনিট ০৯.৪১ সেকেন্ডে

নিজেই নিজের রেকর্ড ভেঙে নতুন জাতীয় রেকর্ড করেন নৌবাহিনীর কাজল মিয়া। ২০২৩ সালে তার আগের রেকর্ডটি ছিল ২ মিনিট ১০.২৫ সেকেন্ডের।

৯. পুরুষদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ৪ মিনিট ১৪.২৫ সেকেন্ডে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন নৌবাহিনীর কাজল মিয়া। ২০২১ সালে তার নিজের গড়া আগের রেকর্ডটি ছিল ৪ মিনিট ১৭.৩৫ সেকেন্ডের।

১০. পুরুষদের ৪ গুণিতক ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলেতে ৮ মিনিট ৫১ সেকেন্ডে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন নৌবাহিনীর সাঁতারুরা। গত বছর এই সংস্থাটির সাঁতারুরাই রেকর্ড গড়েছিলেন ৮ মিনিট ০৬.০১ সেকেন্ডে।

সেরা সামিউল ও যুথী

এবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ডাইভিং ও ওয়াটারপোলো মিলে ৪২টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। চার দিনের প্রতিযোগিতায় ১০টি নতুন জাতীয় রেকর্ড হয়েছে। দুই সেরা সাঁতারু সামিউল ইসলাম রাফি ও যুথী আক্তার করেছেন ৫টি রেকর্ড। যুথী আক্তার নারী বিভাগে সেরা সাঁতারু হলেও ব্যক্তিগতভাবে এবার সবচেয়ে বেশি ৮টি স্বর্ণসহ জিতেছেন সোনিয়া আক্তার টুম্পা। তিনি রিলেতে তিনটিসহ মোট ১১ স্বর্ণ জিতেছেন এবারের আসরে। ছেলেমেয়ে মিলে এবার সবচেয়ে বেশি স্বর্ণ তার।

জাতীয় সাঁতারের চূড়ান্ত ফল

ইভেন্ট নং- ১। ২০০ মি. ফ্রিস্টাইল (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সিফাত উল্লাহ	সেনাবাহিনী	১:৫৯.৩৪ সে.	স্বর্ণ
কাজল মিয়া	নৌবাহিনী	২:০০.২২ সে.	রৌপ্য
ফয়সাল আহম্মেদ	সেনাবাহিনী	২:০১.২৯ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ২। ২০০ মি. ফ্রিস্টাইল (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সোনিয়া আক্তার	নৌবাহিনী	২:২৩.৯০ সে.	স্বর্ণ
এ্যানি আক্তার	নৌবাহিনী	২:২৮.১৫ সে.	রৌপ্য
ছুম্মা খাতুন	সেনাবাহিনী	২:৩১.৬৮ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ৩। ৫০ মি. ব্যাকস্ট্রোক (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সামিউল ইসলাম রাফি	নৌবাহিনী	২৬.৭৯ সে. (রেকর্ড)	স্বর্ণ
নুর আলম	নৌবাহিনী	২৭.৮৯ সে.	রৌপ্য
আবু সালেক	সেনাবাহিনী	২৮.১১ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ৪। ৫০ মি. ব্যাক স্ট্রোক (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
যুথী আক্তার	নৌবাহিনী	৩২.৭৪ সে. (রেকর্ড)	স্বর্ণ
রুপা খাতুন	নৌবাহিনী	৩৬.২০ সে.	রৌপ্য
সুমাইয়া আক্তার	সেনাবাহিনী	৩৬.৪৩ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ৫। ১০০ মি. ব্রেস্ট স্ট্রোক (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সুকুমার রাজবংশী	সেনাবাহিনী	১:০৭.২৫ সে.	স্বর্ণ
ওমর আলী	নৌবাহিনী	১:০৭.৪৬ সে.	রৌপ্য
হিমেল মিয়া	নৌবাহিনী	১:০৯.৫০ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ৬। ১০০ মি. ব্রেস্ট স্ট্রোক (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
রোমানা আক্তার	সেনাবাহিনী	১:১৮.২৭ সে. (রেকর্ড)	স্বর্ণ
মুক্তি খাতুন	সেনাবাহিনী	১:২২.২২ সে.	রৌপ্য
মুক্তা খাতুন	নৌবাহিনী	১:২২.৭১ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং-৭। ২০০ মি. বাটার ফ্লাই (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
কাজল মিয়া	নৌবাহিনী	২:০৯.৪১ সে. (রেকর্ড)	স্বর্ণ
ফয়সাল আহম্মেদ	সেনাবাহিনী	২:১২.০২ সে.	রৌপ্য
তোফায়েল	নৌবাহিনী	২:১৩.১৪ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ৮। ২০০ মি. বাটার ফ্লাই (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সোনিয়া আক্তার	নৌবাহিনী	২:৩৬.৬৭ সে.	স্বর্ণ
এ্যানি আক্তার	নৌবাহিনী	২:৪৬.৯৮ সে.	রৌপ্য
রোমানা আক্তার	সেনাবাহিনী	২:৪৮.১৯ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ৯। 4x১০০মি: ফ্রিস্টাইল রিলে (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সামিউল/মাহমুদুন্নবী/ইসলাম/আসিফ	নৌবাহিনী	৩:৩৭.৯৯ সে.	স্বর্ণ
নুরুল/শাহীন/হুমায়ুন/সিফাত	সেনাবাহিনী	৩:৪৬.৯১ সে.	রৌপ্য
মনির/দিপু/সুজন/রায়হান	বিকেএসপি	৪:০৫.৪০ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ১০। 4x১০০ মি. ফ্রিস্টাইল রিলে (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সোনিয়া/এ্যানি/যুথী/সোনিয়া	নৌবাহিনী	৪:২৯.২৭ সে.	স্বর্ণ
মুক্তি/আফসানা/রোমানা/ছুম্মা	সেনাবাহিনী	৪:৩৩.৪৮ সে.	রৌপ্য
পলি/মেহেনাজ/জুই/মাইশা	বিকেএসপি	৪:৩৭.৮৯ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ১১। ২০০ মি. ইন্ডিভিজুয়াল মিডলে (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সামিউল ইসলাম রাফি	নৌবাহিনী	২.০৯:৯৯ সে. (রেকর্ড)	স্বর্ণ
কাজল মিয়া	নৌবাহিনী	২.১৪:৩৩ সে.	রৌপ্য
রবিউল আওয়াল	সেনাবাহিনী	২.২০:৪৪ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ১২। ২০০ মি. ইন্ডিভিজুয়াল মিডলে (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সোনিয়া আক্তার	নৌবাহিনী	২.৪৩:০৭ সে.	স্বর্ণ
যুথী আক্তার	নৌবাহিনী	২.৪৪:০০ সে.	রৌপ্য
মুক্তি খাতুন	সেনাবাহিনী	২.৪৯:৯২ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ১৩। ২০০ মি. ব্রেস্ট স্ট্রোক (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
ওমর আলী	নৌবাহিনী	২:২৭.৩৮ সে.	স্বর্ণ
পলাশ চৌধুরী	নৌবাহিনী	২:২৯.৩৪ সে.	রৌপ্য
সুকুমার রাজবংশী	সেনাবাহিনী	২:৩০.০৭ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ১৪। ২০০ মি. ব্রেস্ট স্ট্রোক (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
রোমানা আক্তার	সেনাবাহিনী	২.৫১:৩৫ সে. (রেকর্ড)	স্বর্ণ
মুক্তা খাতুন	নৌবাহিনী	২.৫২:০৩ সে.	রৌপ্য
মুক্তি খাতুন	সেনাবাহিনী	৩.০২:৪২ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ১৫। ৫০ মি. বাটারফ্লাই (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
মাহামুদুন্নবী নাহিদ	নৌবাহিনী	২৫.৯৮ সে.	স্বর্ণ
টিটু মিয়া	সেনাবাহিনী	২৬.০৫ সে.	রৌপ্য
তোফায়েল	নৌবাহিনী	২৭.০১ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ১৬। ৫০ মি. বাটারফ্লাই (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সোনিয়া খাতুন	নৌবাহিনী	৩১.০৬ সে.	স্বর্ণ
সুমাইয়া আক্তার	সেনাবাহিনী	৩২.৪৬ সে.	রৌপ্য
পাপিয়া খাতুন	সেনাবাহিনী	৩২.৬৪ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ১৭। ১০০ মি. ফ্রিস্টাইল (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সামিউল ইসলাম রাফি	নৌবাহিনী	৫৩.২৮ সে.	স্বর্ণ
সিফাত উল্লাহ	সেনাবাহিনী	৫৩.৬৭ সে.	রৌপ্য
আসিফ রেজা	নৌবাহিনী	৫৪.২১ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ১৮। ১০০ মি. ফ্রিস্টাইল (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সোনিয়া আক্তার	নৌবাহিনী	১:০৫.১৩ সে.	স্বর্ণ
ছুম্মা খাতুন	সেনাবাহিনী	১:০৬.০৮ সে.	রৌপ্য
এ্যানি আক্তার	নৌবাহিনী	১:০৬.৪১ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ১৯। ২০০ মি. ব্যাকস্ট্রোক (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সামিউল ইসলাম রাফি	নৌবাহিনী	২.১০:৮৭ সে. (রেকর্ড)	স্বর্ণ
আমিরুল ইসলাম জয়	নৌবাহিনী	২.১৯:৬৪ সে.	রৌপ্য
আবু সালেক	সেনাবাহিনী	২.২৫:২৮ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ২০। ২০০ মি. ব্যাকস্ট্রোক (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
যুথী আক্তার	নৌবাহিনী	২.৪১:২৭ সে.	স্বর্ণ
রুপা খাতুন	নৌবাহিনী	২.৫৭:৬০ সে.	রৌপ্য
সুমাইয়া আক্তার	সেনাবাহিনী	৩.০৪:৪০ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ২১। ১৫০০ মি. ফ্রিস্টাইল (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
জুয়েল আহম্মেদ	সেনাবাহিনী	১৭:১৪.৮২ সে.	স্বর্ণ
ফয়সাল আহম্মেদ	সেনাবাহিনী	১৭:২৬.৬৬ সে.	রৌপ্য
জাহিদুল ইসলাম	নৌবাহিনী	১৮:৩০.৬১ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ২২। ৮০০ মি. ফ্রিস্টাইল (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সোনিয়া আক্তার	নৌবাহিনী	১০:৩৭.০৬ সে.	স্বর্ণ
এ্যানি আক্তার	নৌবাহিনী	১০:৪৩.১৩ সে.	রৌপ্য
মুক্তি খাতুন	সেনাবাহিনী	১১:১৬.৭৮ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ২৩। ৫০ মি. ব্রেস্ট স্ট্রোক (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সুকুমার রাজবংশী	সেনাবাহিনী	৩০.৫২ সে.	স্বর্ণ
ওমর আলী	নৌবাহিনী	৩১.১৪ সে.	রৌপ্য
তন্ময় আলী	সেনাবাহিনী	৩১.৫৯ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ২৪। ৫০ মি. ব্রেস্ট স্ট্রোক (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
মুক্তি খাতুন	সেনাবাহিনী	৩৬.৬৫ সে.	স্বর্ণ
রোমানা আক্তার	সেনাবাহিনী	৩৭.০৭ সে.	রৌপ্য
মুক্তা খাতুন	নৌবাহিনী	৩৭.৮৫ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ২৫। ১০০ মি. বাটারফ্লাই (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
মাহামুদুন্নবী নাহিদ	নৌবাহিনী	৫৬.১৬ সে.	স্বর্ণ
ইসলাম বাংলাদেশ	নৌবাহিনী	৫৭.২০ সে.	রৌপ্য
টিটু মিয়া	সেনাবাহিনী	৫৯.১৬ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ২৬। ১০০ মি. বাটারফ্লাই (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সোনিয়া আক্তার	নৌবাহিনী	১:০৯.০২ সে.	স্বর্ণ
সোনিয়া খাতুন	নৌবাহিনী	১:১২.১৭ সে.	রৌপ্য
সুমাইয়া আক্তার	সেনাবাহিনী	১:১৫.২৭ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ২৭। ১০০ মি. ব্যাক স্ট্রোক (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সামিউল ইসলাম	নৌবাহিনী	৫৯.১৫ সে.	স্বর্ণনুর
আলম	নৌবাহিনী	১:০১.৪৯ সে.	রৌপ্য আবু
সালেক	সেনাবাহিনী	১:০২.৯৬ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ২৮। ১০০ মি. ব্যাক স্ট্রোক (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
যুথী আক্তার	নৌবাহিনী	১:১১.৮৩ সে. (রেকর্ড)	স্বর্ণরুপা
খাতুন	নৌবাহিনী	১:১৮.৭৬ সে.	রৌপ্য
সুমাইয়া আক্তার	সেনাবাহিনী	১:২৩.১৮ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ২৯। ৪x২০০ মি. ফ্রিস্টাইল রিলে (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
কাজল/আসিফ/ মাহামুদুন্নবী/সামিউল	নৌবাহিনী	৮:০০.৫১ সে. (রেকর্ড)	স্বর্ণ
ফয়সাল/নুরুল/ আশিক/শাহরিয়ার	সেনাবাহিনী	৮:০৭.৭৬ সে.	রৌপ্য
সুজন/মনির/ দিপু/রায়হান	বিকেএসপি	৯:১৯.৯৪ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ৩০। ৪x২০০ মি. ফ্রিস্টাইল রিলে (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
এ্যানি/সোনিয়া/ যুথী/সোনিয়া	নৌবাহিনী	৯:৫৮.৫৯ সে.	স্বর্ণ
মুক্তি/আফসানা/ শারমিন/ছুম্মা	সেনাবাহিনী	১০:১৮.৮০ সে.	রৌপ্য
পলি/মেহেনাজ/ জুঁই/ঝর্না	বিকেএসপি	১০:৫৩.০২ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ৩১। ৪০০ মি. ব্যক্তিগত মিডলে (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
জুয়ের আহম্মেদ	সেনাবাহিনী	৪:৪৬.৭৮ সে.	স্বর্ণ
কাজল মিয়া	নৌবাহিনী	৪:৪৭.৮৫ সে.	রৌপ্য
পলাম চৌধুরী	নৌবাহিনী	৫:০০.৬৭ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ৩২। ৪০০ মি. ব্যক্তিগত মিডলে (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সোনিয়া আক্তার	নৌবাহিনী	৫:৪৮.৩৩ সে.	স্বর্ণ
এ্যানি আক্তার	নৌবাহিনী	৫:৫২.২১ সে.	রৌপ্য
মুক্তি খাতুন	সেনাবাহিনী	৬:০৭.৯৭ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ৩৩। ৫০ মি. ফ্রিস্টাইল (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
আফিস রেজা	নৌবাহিনী	২৪.৪৩ সে.	স্বর্ণ
নুরুল ইসলাম	সেনাবাহিনী	২৪.৯৪ সে.	রৌপ্য
সিফাত উল্লাহ	সেনাবাহিনী	২৪.৯৫ সে.	ব্রোঞ্জ
আমিরুল ইসলাম জয়	নৌবাহিনী	২৪.৯৫ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ৩৪। ৫০ মি. ফ্রিস্টাইল (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
যুথী আক্তার	নৌবাহিনী	২৯.৩৫ সে.	স্বর্ণ
সোনিয়া আক্তার	নৌবাহিনী	২৯.৮৬ সে.	রৌপ্য
ছুম্মা খাতুন	সেনাবাহিনী	৩০.০৬ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ৩৫। ৪০০ মি. ফ্রিস্টাইল (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
কাজল মিয়া	নৌবাহিনী	৪:১৪.২৫ সে. (রেকর্ড)	স্বর্ণ
ফয়সাল আহম্মেদ	সেনাবাহিনী	৪:১৮.১৯ সে.	রৌপ্য
সামিউল ইসলাম রাফি	নৌবাহিনী	৪:১৮.৩৬ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ৩৬। ৪০০ মি. ফ্রিস্টাইল (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সোনিয়া আক্তার	নৌবাহিনী	৫:০৩.৯১ সে.	স্বর্ণ
এ্যানি আক্তার	নৌবাহিনী	৫:০৭.২২ সে.	রৌপ্য
সালমা আক্তার	সেনাবাহিনী	৫:৩৯.৯৩ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ৩৭। ৪x১০০ মি. মিডলে রিলে (পুরুষ)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
সামিউল/ওমর আলী/ মাহামুদুন্নবী/ আসিফ	নৌবাহিনী	৪:০৩.৭১ সে.	স্বর্ণ
আলামিন/শাওন/ টিটু/সিফাত	সেনাবাহিনী	৪:১২.৯০ সে.	রৌপ্য
সুজন/রায়হান/	বিকেএসপি	৪:২২.০০ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ৩৮। ৪x১০০ মি. মিডলে রিলে (মহিলা)

নাম	সংস্থা	টাইমিং	পদক
যুথী/সোনিয়া আক্তার/ মুক্তা/সোনিয়া খাতুন	নৌবাহিনী	৫:০৬.২২ সে.	স্বর্ণ
পলি/জুঁই/ অর্না/মাইসা	বিকেএসপি	৫:১৪.০৩ সে.	রৌপ্য
সুমাইয়া/রোমানা/	সেনাবাহিনী	৫:১৮.০৫ সে.	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ৩৯। ওয়াটারপোলো

সংস্থা	পদক
সেনাবাহিনী	স্বর্ণ
নৌবাহিনী	রৌপ্য
বিমানবাহিনী	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নয়-৪০। ডাইভিং (১ মিটার স্প্রিং বোর্ড)

নাম	সংস্থা	পয়েন্ট	পদক
সাদী মোহাম্মদ	নৌবাহিনী	২০৮.৯৫	স্বর্ণ
ইমন হোসেন	নৌবাহিনী	২০৪.০৪	রৌপ্য
হোসাইন	বিকেএসপি	১৯৭.৪৫	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ৪১। ডাইভিং (২ মি. স্প্রিং বোর্ড)

নাম	সংস্থা	পয়েন্ট	পদক
সাজ্জাদুর রহমান	সেনাবাহিনী	২২০.২	স্বর্ণ
মোহাম্মদ মহসীন	নৌবাহিনী	২১৯.২	রৌপ্য
নাছিম হোসেন	নৌবাহিনী	২১১.০৫	ব্রোঞ্জ

ইভেন্ট নং- ৪২। ডাইভিং (৫ মি. প্ল্যাটফর্ম ডাইভিং)

নাম	সংস্থা	পয়েন্ট	পদক
ইমন হোসেন	নৌবাহিনী	২১৪.৩৪	স্বর্ণ
নাছিম হোসেন	নৌবাহিনী	২০০.৫৫	রৌপ্য
শিমুল পারভেজ	বিকেএসপি	১৯০.২৫	ব্রোঞ্জ

দলীয় পদক তালিকা

সংস্থা	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
বাংলাদেশ নৌবাহিনী	৩২	২৬	১২
বাংলাদেশ নৌবাহিনী	১০	১৫	২৩
বিকেএসপি	১০	১৫	২৩
বাংলাদেশ বিমানবাহিনী	১০	১৫	২৩
মোট	৪২	৪২	৪৩

বি.দ্র. পুরুষদের ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ২৪.৯৫ সেকেন্ডে ব্রোঞ্জ জিতেছেন দুইজন সাঁতারু।

এই ইটভাটা কালক্রমে হয়েছে বর্তমানে আবাহনী মাঠ, ১৯৬৬

হারিয়ে যাচ্ছে আবাহনী মাঠ

ইকবাল কবির

বৈষম্যবিরোধী তীব্র ছাত্র আন্দোলনে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার ভারত পালিয়ে যাওয়া ও সরকার পতনের পরই আবাহনী মাঠেও শেখ কামাল ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণকাজ ফেলে পালিয়ে যান ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটির শ্রমিক-প্রকৌশলীরা। গত তিন মাসেও ফিরে আসেননি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটির শ্রমিকেরা। লুট হয়ে যায় বহু নির্মাণসামগ্রী। ফলে পরিত্যক্ত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আবাহনী লিমিটেডের শেখ কামাল ক্রীড়া কমপ্লেক্সের কাজ। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, একসময়ের ১২ একর জায়গায় উন্মুক্ত এই মাঠটি যেন প্রায় ছয় দশক আগের সেই সিঅ্যান্ডবির ইটের স্তূপেই ফিরে গিয়েছে। স্থানীয় এলাকার শিশু, কিশোর, তরুণ ও ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে মাঠটির করুণ অবস্থায় হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ষাট দশকে তৎকালীন সিঅ্যান্ডবির ইটের ঢিবি থেকে তরুণদের হাতের ছোঁয়ায় রূপ পায় খেলার মাঠে। যুগের পর যুগ শত শত শিশু, কিশোর, তরুণের শৈশব, দেশসেরা জাতীয় দলের ফুটবলার, ক্রিকেটার, হকি খেলোয়াড়সহ খেলাধুলার স্মৃতিবিজড়িত উন্মুক্ত মাঠটি অর্থলিপ্সু বাণিজ্যিক কারবারিদের খপ্পরে পড়ে ধ্বংসপ্রায়। ধানমন্ডি, পশ্চিম ধানমন্ডি, রায়েরবাজার, জিকাতলা, কলাবাগান, শুক্রাবাদ এলাকার লাখ শিশু, কিশোর, তরুণের খেলাধুলার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে এই কমপ্লেক্সের নির্মাণ উদ্যোগ। গত চার-পাঁচ বছর ধরে শিশু, কিশোর, তরুণের ফুটবল-ক্রিকেট খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। অভিজাত আবাসিক এলাকা ধানমন্ডির হৃৎপিণ্ড হিসেবে ১২ একর জায়গার খোলা মাঠটি আজ স্থাপনা আর ইট-পাথরে চাপা পড়ে গেছে। শিশু-কিশোরদের শারীরিক বিকাশ, সুস্থতা ও খোলা জায়গার গাছপালার মুক্ত বাতাসে বিচরণের পথটিও রুদ্ধ হয়ে গেছে।

ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান, পুরান ঢাকার বিশাল ধূপখোলা মাঠের পর এবার সংকুচিত হয়ে গেল অভিজাত এলাকা ধানমন্ডির উন্মুক্ত বিশাল আবাহনী মাঠটি। মাত্র পাঁচ দশকের মধ্যেই হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী খেলার মাঠটি। গত বছর ছয় ফেব্রুয়ারি হতেই মাঠটির দুই একর জায়গা নিয়ে শুরু হয় আবাহনী লিমিটেড ক্লাব ভবন নির্মাণের নামে শেখ কামাল ক্রীড়া কমপ্লেক্সের কাজ। বিশাল খোলা মাঠটির উত্তর পশ্চিম কর্নারের লাল সিরামিক ইটের গাঁথুনির ঐতিহ্যবাহী আবাহনী ক্রীড়া চক্রের ক্লাব ভবনটিও ভেঙে ফেলা হয়। ৭০ হতে ৯০ দশকের ফুটবল উন্মাদনা ও উত্তাল সময়ে লাখ লাখ ফুটবলপ্রেমীর ভালোবাসার জনপ্রিয় আবাহনী ক্রীড়া চক্রের ক্লাব ভবন। ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দেওয়া হয় আবাহনীর সেই ভবনটি। বাণিজ্যিক ভাবনায় বহুতল ক্রীড়া কমপ্লেক্সে চাপা পড়ে উন্মুক্ত খেলার মাঠটি। খোলা মাঠটির নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই বন্ধ হয়ে যায় শত শত শিশু,

কিশোর, তরুণের ক্রিকেটার ও ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন। ১৫-২০টি ক্রিকেট ও ফুটবল একাডেমির বৈষম্যবিরোধী তীব্র ছাত্র আন্দোলনে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার ভারত পালিয়ে যাওয়া ও সরকার পতনের পরই আবাহনী মাঠেও শেখ কামাল ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণকাজ ফেলে পালিয়ে যান ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটির শ্রমিক-প্রকৌশলীরা। গত তিন মাসেও ফিরে আসেননি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটির শ্রমিকেরা। লুট হয়ে যায় বহু নির্মাণসামগ্রী। ফলে পরিত্যক্ত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আবাহনী লিমিটেডের শেখ কামাল ক্রীড়া কমপ্লেক্সের কাজ। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, একসময়ের ১২ একর জায়গায় উন্মুক্ত এই মাঠটি যেন প্রায় ছয় দশক আগের সেই সিঅ্যান্ডবির ইটের স্তূপেই ফিরে গিয়েছে। স্থানীয় এলাকার শিশু, কিশোর, তরুণ ও ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে মাঠটির করুণ অবস্থায় হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ষাট দশকে তৎকালীন সিঅ্যান্ডবির ইটের ঢিবি থেকে তরুণদের হাতের ছোঁয়ায় রূপ পায় খেলার মাঠে। যুগের পর যুগ শত শত শিশু, কিশোর, তরুণের শৈশব, দেশসেরা জাতীয় দলের ফুটবলার, ক্রিকেটার, হকি খেলোয়াড়সহ খেলাধুলার স্মৃতিবিজড়িত উন্মুক্ত মাঠটি অর্থলিপ্সু বাণিজ্যিক কারবারিদের খপ্পরে পড়ে ধ্বংসপ্রায়। ধানমন্ডি, পশ্চিম ধানমন্ডি, রায়েরবাজার, জিকাতলা, কলাবাগান, শুক্রাবাদ এলাকার লাখ শিশু, কিশোর, তরুণের খেলাধুলার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে এই কমপ্লেক্সের নির্মাণ উদ্যোগ। গত চার-পাঁচ বছর ধরে শিশু, কিশোর, তরুণের ফুটবল-ক্রিকেট খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। অভিজাত আবাসিক এলাকা ধানমন্ডির হৃৎপিণ্ড হিসেবে ১২ একর জায়গার খোলা মাঠটি আজ স্থাপনা আর ইট-পাথরে চাপা পড়ে গেছে। শিশু-কিশোরদের শারীরিক বিকাশ, সুস্থতা ও খোলা জায়গার গাছপালার মুক্ত বাতাসে বিচরণের পথটিও রুদ্ধ হয়ে গেছে।

ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান, পুরান ঢাকার বিশাল ধূপখোলা মাঠের পর এবার সংকুচিত হয়ে গেল অভিজাত এলাকা ধানমন্ডির উন্মুক্ত বিশাল আবাহনী মাঠটি। মাত্র পাঁচ দশকের মধ্যেই হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী খেলার মাঠটি। গত বছর ছয় ফেব্রুয়ারি হতেই মাঠটির দুই একর জায়গা নিয়ে শুরু হয় আবাহনী লিমিটেড ক্লাব ভবন নির্মাণের নামে শেখ কামাল ক্রীড়া কমপ্লেক্সের কাজ। বিশাল খোলা মাঠটির উত্তর পশ্চিম কর্নারের লাল সিরামিক ইটের গাঁথুনির ঐতিহ্যবাহী আবাহনী ক্রীড়া চক্রের ক্লাব ভবনটিও ভেঙে ফেলা হয়। ৭০ হতে ৯০ দশকের ফুটবল উন্মাদনা ও উত্তাল সময়ে লাখ লাখ ফুটবলপ্রেমীর ভালোবাসার জনপ্রিয় আবাহনী ক্রীড়া চক্রের ক্লাব ভবন। ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দেওয়া হয় আবাহনীর সেই ভবনটি। বাণিজ্যিক ভাবনায় বহুতল ক্রীড়া কমপ্লেক্সে চাপা পড়ে উন্মুক্ত খেলার মাঠটি। খোলা মাঠটির নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই বন্ধ হয়ে যায় শত শত শিশু, কিশোর, তরুণের ক্রিকেটার ও ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন। ১৫-২০টি ক্রিকেট ও ফুটবল একাডেমির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। খেলোয়াড় তৈরির কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতিভাবান খেলোয়াড়-সংকট দেখা দেয়। পাশাপাশি খোলা মাঠটিতে আর খেলতে না পারার কারণে শিশু, কিশোর, তরুণদের মধ্যে তৈরি হয় ক্ষোভ ও হতাশার। শিশু, কিশোর ও তরুণরা খেলায় মেতে উঠতে না পারার কারণে মোবাইল, মাদকাসক্তসহ বিভিন্ন নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। আঁকাবাঁকা সাপের মতো লেকপ্রবাহে একসময়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অভিজাত এলাকা ধানমন্ডির ঠিক মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত বিশাল খোলা এই খেলার মাঠটি এলাকার সর্বস্তরের মানুষের খেলাধুলা-মর্নিং ওয়ার্ক করত এই মাঠে। জনপ্রিয় আবাহনী ক্রীড়া চক্রের অনুশীলন ও প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের খেলা দেখতে হাজার হাজার দর্শক জড়ো হতো এই মাঠে। আশির দশকে তৎকালীন জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড বর্তমান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মাঠটির উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়। এরপর মাঠের উত্তর পাশে বাস্কেটবল খেলার ইনডোর জিমনেসিয়াম তৈরি করে। সেই সঙ্গে ক্রিকেট লিগের খেলাগুলো নিয়মিত এই মাঠে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। কাগজ-কলমে মাঠটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম হলেও সবার কাছে তা আবাহনী মাঠ হিসেবেই পরিচিত।

প্রায় ১২ একর জমির এই মাঠের দুই একর জায়গায় ক্রীড়া কমপ্লেক্সের নির্মাণকাজ শুরু করা হয়েছিল। কমপ্লেক্সটির পরিকল্পনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল ও বাংলাদেশি উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের কেউ কোনো তথ্য দিতে রাজি হননি। পালিয়ে যাওয়া প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা ও আবাহনী লিমিটেডের চেয়ারম্যান দরবেশ খ্যাত সালমান এফ রহমান এই কমপ্লেক্সেটির নির্মাণ করছিলেন। সালমান রহমান গ্রেপ্তার হওয়ার পরই এই কমপ্লেক্সটির নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায়। গত তিন মাসেও আর নির্মাণকাজ শুরু হয়নি। স্থানীয় এলাকাবাসীর ধারণা, হয়তো আর তা সমাপ্তির মুখ দেখবে না। চাইনিজদের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশি উপদেষ্টা ফার্ম আল-বানার কোনো প্রকৌশলী এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি। আবার অনেকে চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দুই একরের ওপর নির্মিত কমপ্লেক্সটির নিচতলায় যেখানে আগে আবাহনীর লাল সিরামিক ইটের ক্লাব ভবনটি ছিল, সেই স্থানে স্পোর্টস গুডসের ১২ থেকে ১৪টি বাণিজ্যিক দোকান নির্মাণ করা হয়েছে শুধু ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য। আর ওপরে তলায় আবাহনীর ক্লাব টেন্ট। পাশের মূল কমপ্লেক্সে থাকবে বড়দের সুইমিংপুলের পাশাপাশি শিশুদেরও একটি মিনি সুইমিংপুল। পুরো কমপ্লেক্সটির মাঝামাঝি গ্যাপ রেখে ওপরে টিনের আধুনিক ছাউনি রাখার পরিকল্পনা ছিল। সেই সঙ্গে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে শুধু ব্যবহার উপযোগী (পান যোগ্য নয়) করে সাপ্লাই করার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছিল। নীচতলার গ্রাউন্ড থেকে ছাদের উচ্চতা সাড়ে ১৪ ফিট রাখা হয়েছে। প্রথম ফ্লোরে পুরুষদের আর দ্বিতীয় ফ্লোরে নারীদের জিম থাকার কথা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রকৌশলী জানিয়েছেন। ক্রীড়া কমপ্লেক্সের মূল ভবনে আরও থাকার কথা চার হাজার স্কয়ার ফুটের কনভেনশন হল। যেখানে একসঙ্গে চার-পাঁচটি অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব আর তা সম্পূর্ণ বাণিজ্যিকভাবে ভাড়ায় ব্যবহার করার কথা ছিল। এ ছাড়া পরিকল্পনায় আরও ছিল ক্লাব হাউস, বিলিয়ার্ড অ্যান্ড স্নুকার, ছাদের ওপর টেনিস কোর্ট, অত্যাধুনিক সুইমিংপুল, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা সুইমিংপুল, জিমনেসিয়াম, ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা, সর্বাধুনিক স্পা সেন্টার, খেলোয়াড়দের জন্য আধুনিক আবাসিক ব্যবস্থা এবং তাদের জন্য আলাদা জিমনেসিয়াম, বিদেশি কোচ এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন আবাসিক ব্যবস্থা, খেলা শুরুর আগে খেলার পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য বিশেষ রুমের ব্যবস্থা, ম্যাচ বিশ্লেষণ করার সুবিধা, সাত হাজার গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা, মাঠের চারপাশে ওয়াকওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা। আবাহনীর খেলোয়াড়দের আবাসন ও নির্ধারিত ভবন। তবে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর সবই এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার বিশাল উন্মুক্ত মাঠটিকে রড, ইট সুরকির স্থাপনার গাঁথুনিতে হত্যা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে হারিয়ে যেতে বসেছে ঢাকার আবাসিক এলাকা ধানমন্ডি থেকে একটি বিশাল খোলা উন্মুক্ত মাঠ।

টেস্টের দুর্বিপাক

রফিকুল ইসলাম কামাল

সন্দেহ নেই, ক্রিকেটের আভিজাত্যের মুকুট টেস্ট। পাঁচ দিনের এই ক্রিকেটে প্রতিটি সেশনেই দিতে হয় টেম্পারমেন্ট, মনোসংযোগ, দৃঢ়তা, ধৈর্যের পরীক্ষা। আক্ষরিক অর্থেই টেস্ট ক্রিকেট ক্রিকেটারদের 'টেস্ট' নেয়। স্বাভাবিকভাবেই তাই টেস্ট ক্রিকেটে যারা যত ভালো, তাদের খ্যাতি, যশ, সুনাম তত বেশি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতে অভিজাত ক্রিকেটের মর্যাদা লাভের পর প্রায় দুই যুগের পথচলায় বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বিভীষিকার নাম টেস্ট। অপর দুই সংস্করণে পারফরম্যান্স মোটামুটি মানের হলেও টেস্টে এসে বেরিয়ে পড়ে আমাদের হাড্ডিসার কঙ্কাল!

টেস্ট ক্রিকেটে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বাংলাদেশ যে এখনো 'অবোধ শিশু'–এ নিয়ে সম্ভবত কারোরই দ্বিমত থাকবে না। সাদা পোশাকের এই খেলায় দুই যুগ পূর্ণ করেও আমাদের ভিত বড্ড নড়বড়ে–যেন পলকের ঝড়েই উড়ে যাবে সব! পরিসংখ্যানকে টানলে অবস্থার দুরবস্থা বোঝাটা সহজ হবে। এখন অবধি টাইগার বাহিনী খেলেছে ১৪৮ টেস্ট ম্যাচ। এর মধ্যে জয় মাত্র ২১টিতে, শতকরা হিসেবে ১৪.১৯ ভাগ। ড্র করা গেছে ১৮ টেস্টে, ১২.১৬ ভাগ। আর পরাজয়ের সেঞ্চুরি পেরিয়ে সংখ্যাটা এখন ১০৯ টেস্টে এসে দাঁড়িয়েছে! অর্থাৎ ৭৩.৬৫ ভাগ টেস্টেই আমাদের নিদারুণ ব্যর্থতা।

বাংলাদেশের টেস্ট-ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত করতে গেলে কারণের অভাব থাকে না! টেম্পারমেন্ট, মনোসংযোগ ও ধৈর্যের ঘাটতি, ব্যাটে রানের অভাব, বোলিংয়ে অধারাবাহিকতা, পরিকল্পনায় গলদ, দুর্বল নেতৃত্ব–অনেকগুলো কারণ দৃশ্যমান।

একেকটা টেস্ট ম্যাচ মানে নতুন 'পরীক্ষার হল'। প্রতিটি সেশনে দৃঢ়তার পরীক্ষা দিয়ে যেতে হয় এখানে। খেলতে হয় প্রতিটি সেশন ধরে। টেম্পারমেন্টে সামান্য ঘাটতি দেখা দিলেই সমস্যা। অথচ এই সমস্যা যেন বাংলাদেশের মজ্জাগত। বছরের পর বছর গড়ালেও টেস্ট ক্রিকেটের প্রকৃতির সঙ্গে যেন আমরা খাপ খাওয়াতে পারি না। এক সেশনে ভালো ব্যাটিং করে পরের সেশনে হুড়মুড় করে ধসে পড়া, মনোসংযোগের ঘাটতিতে ক্যাচ মিস করা, কখনো বোলিংয়ে টপাটপ কয়েকটা উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষকে যখন চেপে ধরার সুযোগ তখন ভালো বোলিং করতে ব্যর্থ হওয়া, সেশনের পর সেশন উইকেটের জন্য খাবি খাওয়া–দলের সমস্যা অনেক। আমাদের পরিকল্পনাও ঠিকমতো হয় না। ঘরের মাঠে খেলেও হোম অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে থাকি। সাম্প্রতিক সময়ের ছোট্ট একটা উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কয়েক দিন আগেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ খেলেছেন নাজমুল হোসেন শান্তরা। সিরিজের প্রথম ম্যাচে মিরপুরে বাংলাদেশ একাদশে ছিলেন মাত্র এক পেসার। অথচ ম্যাচের শুরু থেকেই উইকেট (পিচ) ছিল পেসবোলিং সহায়ক। ওই ম্যাচে উভয় ইনিংসে অলআউট হয় টাইগার বাহিনী। দক্ষিণ আফ্রিকার দুই পেসার শিকার করেন ১৩ উইকেট। ম্যাচে সফরকারীরা ১৩ উইকেট খোয়ায়; এর ৩টি শিকার করেন টাইগার পেসার হাসান মাহমুদ। অর্থাৎ ম্যাচে উভয় দল মিলিয়ে উইকেট পড়ে ৩৩টি; এর ১৯টিই শিকার করেন পেসাররা। অথচ বাংলাদেশ খেলে একমাত্র পেসার নিয়ে! ঘরের মাঠের উইকেটই যদি না বোঝেন, সে অনুসারে যদি পরিকল্পনা সাজাতে না পারেন, তাহলে তো বলাই যায় যে আপনাদের টেস্ট-পরিপক্বতা এখনো আসেনি।

টেস্ট ক্রিকেটে দুর্বল নেতৃত্বও বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা। প্রতিভাবান, অমিত সম্ভাবনাময় দেখে যাকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়, দেখা যায় তিনিই দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। অধিনায়ক যদি পারফর্ম না করেন, স্বভাবতই তিনি দলের বাকিদের পারফর্মের জন্য তাগদা দেওয়ায় পিছিয়ে থাকবেন। নাজমুল হোসেন শান্তর কথাই ধরা যাক। তার প্রতিভা, নিবেদন নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ একেবারেই কম। এই শান্তও অধিনায়কত্ব পাওয়ার পর যেন নিজেকে হারিয়ে খুঁজছেন। পরিসংখ্যান টানা যাক। অধিনায়ক হওয়ার আগে ২৩ টেস্টের ৪৪ ইনিংসে শান্তর রান ১২৮৩। গড় ২৯.৮৩, চারটি সেঞ্চুরি, তিনটি ফিফটি। অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পাওয়ার পর ১০ টেস্টের ১৯ ইনিংসে শান্ত করেছেন ৪৮৩ রান। গড় কমে হয়েছে ২৫.৪২, একটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটি। এই আধুনিক ক্রিকেটে ২৫ গড়ের অধিনায়ক দিয়ে টেস্টে ভালো ফলাফল তো দূর অস্ত, টিকে থাকাই দুষ্কর! অধিনায়কত্বের এই 'বোঝা' কেবলমাত্র শান্তর জন্যই প্রযোজ্য নয়, পূর্বসূরিদের জন্যও। মুমিনুল হকের বেলায়ই দেখেন, 'বাংলাদেশের ব্র্যাডম্যান' বলা হয় যাকে। অধিনায়কত্ব ছাড়া তার টেস্ট গড় ৩৯.৯৮। অধিনায়কত্বের সময় ছিল ৩১.৪৪।

বাংলাদেশের টেস্টকেন্দ্রিক যতো সমস্যা, এগুলো নতুন কিছু নয়। সূচনা থেকেই এগুলো আমাদেরকে ভুগিয়ে আসছে। আমরাও বারবার বলে গেছি–ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের কথা। কিন্তু দুই যুগেও শিক্ষা গ্রহণকাল আমাদের জন্য শেষ হয়নি। গেল সেপ্টেম্বরে ভারতের গিয়ে দুই টেস্ট সিরিজে শোচনীয় পারফরম্যান্সের পর মেহেদী হাসান মিরাজের কণ্ঠে তাই সেই 'হাজার বছরের পুরোনো উক্তি' শোনাই গেছে–'আমরা এখনো শিখছি'! অথচ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা নয়। আপনাকে ঘরোয়া ক্রিকেটেই শিখে তবেই আন্তর্জাতিক ময়দানে নামতে হবে।

টেস্ট ক্রিকেটের দুই যুগ পূর্তির দিনে (১০ নভেম্বর) সাবেক অধিনায়ক আমিনুল ইসলাম বুলবুল নিজের এক কলামে লিখেন, 'আমরা টেস্ট ক্রিকেটকে কখনো বুঝতে চাইনি। কখনো গুরুত্ব দেইনি। ফলশ্রুতিতে আমরা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।' বাংলাদেশের সামগ্রিক টেস্ট পারফরম্যান্সকে বিবেচনায় নিয়ে তিনি ১০ নম্বরের মধ্যে মাত্র আড়াই নম্বর দিতে পারবেন বলেও উল্লেখ করেন। কিছুদিন আগে জাতীয় দলের ক্রিকেটার মুমিনুল হক আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আপনার কাছে কি মনে হয়, আমাদের ফার্স্ট ক্লাস ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মান সমান? আমি বুঝি, কারণ, আমি পঞ্চাশের বেশি টেস্ট ম্যাচ খেলেছি। শুনলে হয়তো খারাপ লাগবে, তবে এটাই সত্য যে আমাদের ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মধ্যে অনেক তফাৎ, আকাশ-পাতাল। ঘরোয়া ক্রিকেট আমি অতটা চ্যালেঞ্জ ফেস করি না, যতটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেস করি।' সম্প্রতি বাংলাদেশ দলের ভারত সফরের সময় ধারাভাষ্যকার হিসেবে সেখানে গিয়েছিলেন তামিম ইকবাল। সেখানে স্পোর্ট স্টারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, '২৪ বছর টেস্ট খেলার পর আমরা এখনো উন্নতির কথাই বলি, মোটেই ভালো কিছু নয়। মাঝেমধ্যে লজ্জা লাগে যে এতদিন খেলার পরেও আমরা তেমন কিছু অর্জন করতে পারিনি।'

সাবেক অধিনায়ক কিংবা বর্তমান ক্রিকেটার–সবার মুখেই টেস্ট নিয়ে হাহাকার, ব্যর্থতা অনুধাবনের কথা আছে। তবু আমরা যেন এক ঘোর দুর্বিপাকে পড়ে গেছি। যে দুর্বিপাক থেকে মুক্তির পথ জানা নেই! কিংবা আমরাই হয়তো পথ খুঁজতে রাজি নই!

এ ছবি কার-৫৯১-এর সঠিক উত্তর
মো. আশরাফুল
ক্রিকেটার

এ ছবি কার-৫৯১ বিজয়ী
ইমরান হোসেন
৭/৮ এ, হাতিরপুল, ঢাকা

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ নভেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

এ ছবি কার?-৫৯৩

এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। 'এ ছবি কার' বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কুপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ২৫ নভেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াজগত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌঁছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'এ ছবি কার'।..-সম্পাদক

ছবিটির নাম..

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা..

....

....মোবাইল.......................................

এ ছবি কার-৫৯১ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। তোহা বকর, প্রবাহ ভবন, (টি এন্ড টি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত) উপজেলা- কাহালু, জেলা- বগুড়া; অন্নয় নাহা, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৩। খাদিজাতুল কোবরা (তারিন), গ্রিন ভ্যালি সোসাইটি, বাড়ি- ৫৬, টেক্সটাইল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম-৪২০৯; ৪। বেলায়েত হোসেন, বাসা- ২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; ৫। মো. কিশোয়ার হাসান, চক কাপাশিয়া, চৌমহনী, কাটাখালী, রাজশাহী-৬০০০; ৬। তুহিন বিএসসি, দিনমুনির হাট, সদর, নোয়াখালী; ৭। সাবিকুন নাহার ঐশী, প্রযত্নে- মোহাম্মদিয়া মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ, বারইয়ারহাট, মীরসরই, চট্টগ্রাম-৪৩২৬; ৮। মো. ইয়াছিন আরাফাত, ২ কামাল উদ্দিন লেন, খু. বি. খুলনা; ৯। নুর জাহান বেগম, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, খুলনা; ১০। মো. মোশাররফ হোসেন, ৮১ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১১। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১২। মো. সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১৩। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ বাউনিয়া, ঢাকা; ১৪। আজাহারুল ইসলাম কচি, অব. প্রাপ্ত কর্মকর্তা, অগ্রণী ব্যাংক লি. আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ১৫। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শের-এ-বাংলা রোড, (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ১৬। প্রত্যয়ী রায়, দাশগুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৭। মানজুর আরমান দীপ্র, বি.কম ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রোড- ২৯/এ, বাড়ি-১/বি/১, পল্লবী, ঝিলপাড়, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬; ১৮। আ. কাদের সরকার, বাঘিয়া, বালিরটেক, মানিকগঞ্জ; ১৯। রোকসানা আক্তার, ব্লক- জে, বাসা-২, বটতলা, আফতাব নগর, ঢাকা; ২০। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২১। অমিত দস্তিদার মন, জাহাঙ্গীর আলম, মেডি কর্নার, ৪১৮ জামাল খান লেন, দক্ষিণ আসকার দিঘীর পাড়, দোস্ত কলোনি মসজিদ কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২২। রূপম দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৩। মুক্তা রাণী, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৪। সোমা দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ/পশ্চিম পাড় কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ২৫। উম্মে হাবিবা, পাটবাজার, মান্দারী, লক্ষ্মীপুর; ২৬। সুমাইয়া আক্তার, স্বাস্থ্য সহকারী, বাঘরপুর, কমিউনিটি ক্লিনিক বাখরপুর, চান্দা, চাঁদপুর; ২৭। রাশিদা বেগম, আসমানিয়া বাজার, নারান্দিয়া, তিতাস, কুমিল্লা; ২৮। ইমরান হোসেন, ৭/৮ এ, হাতিরপুল, ঢাকা; ২৯। আব্বাস হোসেন, গ্রাম- চরমোল্লাজি, পোস্ট- চতলাবাজার, থানা- লালমোহন, জেলা- ভোলা; ৩০। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩১। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩২। মো. ফাতেহ কাওছার, এসও, জনতা ব্যাংক, পিএলসি, শ্যামপুর শাখা, ফরিদাবাদ, কদমতলী, ঢাকা-১২০৪।

সীতাকুণ্ডে স্পোর্টস ফেস্টিভ্যাল ফুটবল টুর্নামেন্ট

সীতাকুণ্ডে বার আউলিয়া হাফিজ জুট মিলস লিমিটেড সবুজ শিক্ষায়তন উচ্চবিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী পরিষদের আয়োজনে স্পোর্টস ফেস্টিভ্যাল ফুটবল টুর্নামেন্ট গত ১ নভেম্বর বার আউলিয়া হাফিজ জুট মিলস লিমিটেড ফুটবল মাঠে উদ্বোধন করা হয়। ফুটবল ফেস্টিভ্যালে সবুজ শিক্ষায়তন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী পরিষদের বিভিন্ন ব্যাচের ১৬টি ফুটবল দল অংশগ্রহণ করছে। **সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক হাবীবুল্লাহ**

লেখক ও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার লেখক ও পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে প্রায়শই দেখা যায়, কেউ কেউ 'ক্রীড়াজগত'-এ পাঠানো লেখা প্রকাশের আগেই অন্যত্র ছাপিয়ে থাকেন কিংবা কখনো কখনো অনলাইনে প্রকাশিত লেখা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে কপিপেস্ট করে ছাপানোর জন্য পাঠিয়ে থাকেন, যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। সংশ্লিষ্ট সবাই আগামীতে এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন বলে আশা করা যায়।
- সম্পাদক, ক্রীড়াজগত

৪৮ বর্ষ ৭ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১. ১০ বছর
২. স্কটল্যান্ড
৩. ঋতুমনি

৪৮ বর্ষ ৭ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

সেলিম মোহাম্মদ আব্দুল নাঈম

১২৬১ শেরশাহ্ মোড় বটতলী, উত্তর বালুবাড়ী, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর;

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ নভেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

'পাক্ষিক ক্রীড়াজগত' পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ১০ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাক্ষিক ক্রীড়াজগত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে। - সম্পাদক

'ক্রীড়াজগত' কুইজমালা ৪৮ বর্ষ ■ ৯ সংখ্যা ■ ১৬ নভেম্বর ২০২৪

প্রশ্ন : সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ প্রথম কবে চ্যাম্পিয়ন হয়?

প্রশ্ন : সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ দলের বর্তমান অধিনায়ক কে?

প্রশ্ন : ২০২৪ সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা খেলোয়াড় কে হন?

উত্তর : ১) ....

উত্তর : ২)..

উত্তর : ৩) ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা : ....

....

....

মোবাইল : ....

৪৮ বর্ষ ৭ সংখ্যার কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। তপন নাহা, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২। খাদিজাতুল কোবরা (তারিন), গ্রিন ভ্যালি সোসাইটি, বাড়ি- ৫৬, টেক্সটাইল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম-৪২০৯; ৩। সেলিম মোহাম্মদ আব্দুল নাঈম ১২৬১ শেরশাহ্ মোড় বটতলী, উত্তর বালুবাড়ী, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর; ৪। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; ৫। মো. কিশোয়ার হাসান, চক কাপাশিয়া, চৌমহনী, কাটাখালী, রাজশাহী-৬০০০; ৬। এ কে এম মকবুল হোসাইন, বেনীচাকী লেন, দক্ষিণ কাটনার পাড়া, বগুড়া-৫৮০০; ৭। তুহিন বিএসসি, দিনমনিরহাট, সদর, নোয়াখালী-৩৮০৩; ৮। ইসমাইল হুসাইন শিহাব, শিক্ষার্থী, বিএসসি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইন, ইইই (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দূর্গাপুর, বরিশাল; ৯। নুর জাহান বেগম, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, খুলনা; ১০। মো. ইয়াছিন আরাফাত, ২ কামাল উদ্দিন লেন, খু. বি. খুলনা; ১১। মো. মোশাররফ হোসেন, ৮১ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১২। সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১৩। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ বাউনিয়া, ঢাকা; ১৪। আজাহারুল ইসলাম কচি, অব. প্রাপ্ত কর্মকর্তা, অগ্রণী ব্যাংক লি. আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ১৫। মুক্তা রাণী, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৬। অমিত দস্তিদার মন, জাহাঙ্গীর আলম, মেডি কর্নার, ৪১৮ জামাল খান লেন, দক্ষিণ আসকার দিঘীর পাড়, দোস্ত কলোনি মসজিদ কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৭। সোমা দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ/পশ্চিম পাড় কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৮। প্রত্যয়ী রায়, দাশগুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৯। ত্রিদীপ দস্তিদার, প্রযত্নে-ডিবি ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২০। মাহির আবরার ইঞ্জিনিয়ার, বাড়ি-১/বি/১, রোড-২৯/এ, মিরপুর-১২, পল্লবী, ঝিলপাড়, ঢাকা-১২১৬; ২১। আ. কাদের সরকার, বাঘিয়া, বালিরটেক, মানিকগঞ্জ; ২২। রোকসানা আক্তার, ব্লক- জে, বাসা-২, বটতলা, আফতাব নগর, ঢাকা; ২৩। আক্কাস হোসেন, গ্রাম- চরমোল্লাজি, পোস্ট- চতলাবাজার, থানা- লালমোহন, জেলা- ভোলা; ২৪। উম্মে হাবিবা, পাটবাজার, মান্দারী, লক্ষ্মীপুর; ২৫। সুমাইয়া আক্তার, স্বাস্থ্য সহকারী, বাঘরপুর, কমিউনিটি ক্লিনিক বাখরপুর, চান্দা, চাঁদপুর; ২৬। রাশিদা বেগম, আসমানিয়া বাজার, নারান্দিয়া, তিতাস, কুমিল্লা; ২৭। ইমরান হোসেন, ৭/৮/এ, হাতিরপুল, ঢাকা; ২৮। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২৯। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩০। মো. ফাতেহ কাওছার, এসও, জনতা ব্যাংক, পিএলসি, শ্যামপুর শাখা, ফরিদাবাদ, কদমতলী, ঢাকা-১২০৪; ৩১। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৩২। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম।

৪৮ বর্ষ ৮ সংখ্যা কুইজ বিজয়ী

মো. বেলায়েত হোসেন

খুলনায় প্রথম অনূর্ধ্ব-১৬ ডিএসএ একাডেমি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন খুলনা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ খুলনা বিভাগীয় উপপরিচালক মো. আবুল হোসেন হাওলাদার।

সামার ওপেন র‍্যাঙ্কিং ব্যাডমিন্টনে ঊর্মির ট্রেবল জয়

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের আয়োজনে সামার ওপেন র‍্যাঙ্কিং ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের ছেলেদের এককে খন্দকার আব্দুস সোয়াদ ও মেয়েদের এককে ঊর্মি আক্তার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সামার ওপেন র‍্যাঙ্কিং (অনূর্ধ্ব-১৯) জুনিয়র র‍্যাঙ্কিং ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট শেষে এই টুর্নামেন্ট কোর্টে গড়ায়। উডেন ফ্লোর জিমনেসিয়ামে ছেলেদের এককে ফাইনালে বর্তমান জাতীয় চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ পুলিশ দলের সোয়াদ ২-১ সেটে হারিয়েছেন মুন্নু মেডিক্যাল কলেজের ওয়ালিউল্লাহকে হারিয়ে শিরোপা জয় করে। মেয়েদের এককের ফাইনালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নাসিমা আক্তারের বিপক্ষে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ও একই দলের ঊর্মি ২-০ সেটের ব্যবধানে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

এক নজরে ফলাফল		
ইভেন্টের নাম	**চ্যাম্পিয়ন**	**রানারআপ**
পুরুষ একক	খন্দকার আব্দুস সোয়াদ (পুলিশ)	ওয়ালী উল্লাহ (মুন্নু মেডিক্যাল কলেজ)
নারী একক	মোছা. ঊর্মি আক্তার (সেনাবাহিনী)	মোছাম্মৎ নাছিমা খাতুন (সেনাবাহিনী)
পুরুষ দ্বৈত	মিজানুর রহমান ও রাহাতুন নাঈম (পুলিশ)	আব্দুল জাহির তানভীর ও গৌরব সিংহ (অ্যালোরা শার্টলার অ্যাকাডেমি)
নারী দ্বৈত	ঊর্মি আক্তার ও রেশমা আক্তার (সেনাবাহিনী)	বৃষ্টি খাতুন ও মোছাম্মৎ নাছিমা খাতুন (সেনাবাহিনী)
মিশ্র দ্বৈত	আল আমিন জুমার ও ঊর্মি আক্তার (সেনাবাহিনী)	এসএসএম সিফাত উল্লাহ ও নাছিমা খাতুন (সেনাবাহিনী)

ঊর্মি এরপর দ্বৈতের শিরোপাও জিতেছেন রেশমা আক্তারকে সঙ্গী করে। ফাইনালে ২-১ সেটে সেনাবাহিনীর দুই প্রতিযোগী হারিয়েছেন একই দলের নাসিমা খাতুন-বৃষ্টি খাতুন জুটিকে। অন্যদিকে পুরুষ দ্বৈতে বাংলাদেশ পুলিশের মিজানুর রহমান ও রাহাতুন নাঈম অ্যালোরা শার্টলার অ্যাকাডেমির আব্দুল জাহির তানভীর ও গৌরব সিংহকে হারিয়ে শিরোপা জয় করে। মিশ্র দ্বৈতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আল আমিন জুমার ও ঊর্মি আক্তার জুটি একই দলের এসএসএম সিফাত উল্লাহ ও নাসিমা খাতুন জুটিতে ২-১ সেটে হারিয়ে শিরোপা জয় নিশ্চিত করে।

চূড়ান্ত খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন ১৯৭৮ সালের চ্যাম্পিয়ন মনসুর আহমেদ খান পেনু, ১৯৮২ সালের চ্যাম্পিয়ন সুলতান আরেফিন বদর, ১৯৮৮ ও '৮৯ সালের চ্যাম্পিয়ন জোবায়েদুর রহমান রানা, ১৯৭৯ ও '৮৩ সালের চ্যাম্পিয়ন সৈয়দা মরিয়ম তারেক, ১৯৮১, '৯৭ ও '৯৮ সালের চ্যাম্পিয়ন মোহাম্মদ মাহবুবুর রব, ১৯৯৬ ও '৯৯ সালের চ্যাম্পিয়ন রাসেল কবির সুমন, ১৯৯১ সালের পুরুষ এককে রানারআপ সারোয়ার হোসেন। এ ছাড়াও ছিলেন ২০০০ সালের চ্যাম্পিয়ন মোস্তফা মোহাম্মদ জাভেদ, ২০১০ সালের চ্যাম্পিয়ন মোহাম্মদ রইস উদ্দিন, ২০০৪ সালের চ্যাম্পিয়ন আয়শা খাতুন নুরী এবং ২০০৮, ০৯, '১১, '১২, '১৬, '১৮ ও '১৯ সালের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন বেগম শাপলা আক্তার। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কামরুন নাহার ডানা, সাধারণ সম্পাদক মো. আলমগীর হোসেন।

হংকং সিক্সেসে সুবিধা করতে পারেনি বাংলাদেশ

মো. রেজাউল হক

সাত বছর পর 'সিক্স-এ-সাইড' ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছে হংকং। মাত্র ছয় ওভার ও ছয় জনের দলের 'হংকং ক্রিকেট সিক্সেস' নামে এবারের আসরে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশও। সাত জনের বাংলাদেশ স্কোয়াডে ছিলেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, ইয়াসির আলী রাব্বি, সোহাগ গাজী, আবু হায়দার রনি, নাহিদুল ইসলাম, জিসান আলম ও আবদুল্লাহ আল মামুন। এদের মধ্যে প্রথম চার জনের রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় দলে খেলার অভিজ্ঞতা এবং শেষ দু'জন অনূর্ধ্ব-১৯ দলের গন্ডি পেরিয়ে প্রতিভাবান হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জায়গা করে নেওয়ার অপেক্ষায়। এমন একটা শক্তিশালী দল নিয়ে খেলতে গিয়েও প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। কোনোক্রমে সেমিফাইনালে খেললেও ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয় বাংলাদেশ। ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো পুঁচকে দু'টি দলের বিপক্ষে জিতলেও শ্রীলঙ্কার মতো শক্তিশালী দলের সঙ্গে দুই সাক্ষাতেই বাংলাদেশ পরাজিত হয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশ যে যেনতেন দলের কাছে হারেনি তার প্রমাণ, ১২ দলের টুর্নামেন্টে ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে শেষ পর্যন্ত লঙ্কানরাই জিতেছে শিরোপা। সবশেষ ২০০৭ সালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সতেরো বছর পর এবার অপরাজিতভাবে ট্রফি পুনরুদ্ধার করেছে লঙ্কানরা।

ওমানের বিপক্ষে ৩৪ রানের দুর্দান্ত জয় দিয়ে শুরু করা বাংলাদেশ পরের ম্যাচেই শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে বসে ১৮ রানে। তারপরও 'ডি' গ্রুপের দ্বিতীয় সেরা দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে সাইফউদ্দিন-রনিরা। সেখানে ডার্কওয়ার্থ লুইস-স্টান পদ্ধতিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ১৮ রানে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট পায় বাংলাদেশ। আমিরাতের ইনিংসের ৩.২ ওভারের সময় আলোকস্বল্পতার কারণে খেলায় বিঘ্ন ঘটলে বাংলাদেশকে জয়ী ঘোষণা করা হয়।

হোক না সিক্স এ সাইড ক্রিকেট। যে কোনো আসরে ফাইনালের রোমাঞ্চটাই তো আলাদা। জিতলেই শিরোপার দুয়ারে, এমন হাতছানির ম্যাচে সেমিফাইনালে আবারও শ্রীলঙ্কার কাছে পরাজিত হয় বাংলাদেশ। অবশ্য ম্যাচটায় বেশ লড়াই হয়েছে। বাংলাদেশের ৫ উইকেটে করা ১০৩ রান তাড়া করতে নেমে ৪ ওভারে ১ উইকেটে ৮৬ রান তুলে ফেলেছিল লঙ্কানরা। পঞ্চম ওভারে বল হাতে নিয়েই প্রতিপক্ষকে বেশ চাপে ফেলেন জিসান আলম। অফস্পিনের কারসাজিতে এই তরুণ উইকেট তুলে নেন ২টি, রান খরচ করেন মাত্র ৪। শেষ ওভারে ১৪ রান দরকার ছিল শ্রীলঙ্কার, আবদুল্লাহ আল মামুনের করা প্রথম দুই বলে আসে ৩, তৃতীয় বলে নিমেশ ভিমুক্তির ক্যাচ তো নিতেই পারেননি দড়ির কাছাকাছি দাঁড়ানো আবু হায়দার রনি, উল্টো দিয়ে বসেন বাউন্ডারি! ওই সময় উইকেট পতন ঘটলে বাংলাদেশের জয়ের দারুণ সম্ভাবনা তৈরি হতে পারতো। উল্লেখ্য, গত মাসে ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপেও অকাতরে রান বিলিয়ে দলের সর্বনাশ করেছিলেন আবু হায়দার। অভিজ্ঞ এই পেসার দলের কোনো কাজে তো আসেনই না, বরং বারবার বিপদ ডেকে আনেন! ভবিষ্যতে তাঁকে বাংলাদেশের যে কোনো দলে জায়গা করে দিতে নির্বাচকরা নিশ্চয় বিষয়টি মাথায় রাখবেন বলে আশা করা যায়।

এক ম্যাচে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ইয়াসির আলী রাব্বি এবং অন্য তিন ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। ২৮ বছর বয়সী রাব্বিকে একটা সময় 'বিগ হিটার' মনে করা হতো। পরে তিনি নিজেই সেটা ভুল প্রমাণ করেছেন। এবার হংকং সিক্সেসে যে পারফর্ম করেছেন, তাতে হয়তো লজ্জায় মুখ লুকাবেন রাব্বি নিজেই! প্রথম ম্যাচে অখ্যাত ওমানকে সামনে পেয়ে যদিও ৯ বলে অপরাজিত ২৬ রান করেছিলেন, পরের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আউট হয়ে যান ২ বলে ৬ রান করে। আরব আমিরাতের বিপক্ষে সাইডলাইনে বসে থাকার পর আবারো লঙ্কানদের সঙ্গে সেমিতে নেমে 'গোল্ডেন ডাক' মেরে বসেন রাব্বি! অবশ্য বেশ ভালো খেলেছেন সাইফউদ্দিন। বাংলাদেশ যে দু'টি ম্যাচ জিতেছে, উভয় ম্যাচেই সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছেন এই পেস অলরাউন্ডার। ওমানের বিপক্ষে প্রথমে ১২ বলে ৫৫ ও পরে ২ ওভারে ৩২ রানে ১ উইকেট এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ৯ বলে অপরাজিত ৩৬ রান ও ১.২ ওভারে মাত্র ৭ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের জয়ে প্রধান অবদান রেখেছেন সাইফউদ্দিন। টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত খেলেছেন জিসান আলম। অনূর্ধ্ব-১৯ দল থেকে উঠে আসা এই মারকুটে ব্যাটসম্যান ৪ ইনিংসে ৭৬.০০ গড়ে দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫২ রান করেছেন ২৮৬.৭৯ স্ট্রাইকরেটে (সর্বোচ্চ ১৫৬ রান সাইফউদ্দিনের)। পাশাপাশি অফস্পিনের ক্যারিশমায় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬ উইকেটও শিকার করেছেন জিসান। মূলত সাইফউদ্দিন ও জিসানের দাপুটে পারফরম্যান্সেই ২টি জয়ের মুখ দেখেছে বাংলাদেশ, অন্যরা বলার মতো কিছু করতে পারেননি।

বাংলাদেশের ম্যাচগুলোর ফল...

ম্যাচ	প্রথমে ব্যাটিং	পরে ব্যাটিং	ফল
প্রথম ম্যাচ	বাংলাদেশ ১৪৭/০ (৬)	ওমান ১১৩/৫ (৬)	বাংলাদেশ ৩৪ রানে জয়ী
দ্বিতীয় ম্যাচ	শ্রীলঙ্কা ১০৭/৩ (৬)	বাংলাদেশ ৮৯/৩ (৬)	শ্রীলঙ্কা ১৮ রানে জয়ী
কো. ফাইনাল	বাংলাদেশ ১১১/১ (৬)	আমিরাত ৪৩/৩ (৩.২)	বাংলাদেশ ১৮ রানে জয়ী
সেমিফাইনাল	বাংলাদেশ ১০৩/৫ (৬)	শ্রীলঙ্কা ১০৪/৩ (৫.৫)	শ্রীলঙ্কা ৩ উইকেটে জয়ী

শব্দজট-৬১৪

না	হি	দা	আ	ক্তা	র		নি	
জি					হি		গা	ন
হা	র	মা	ন	প্রী	ত	কৌ	র	
আ							সু	
ল		জা	হা	না	রা	আ	ল	ম
ভি							তা	
		সু	নু	শ্রী	মু	হু	না	ন
শা		দা				য়া		বি
ই	ভা	ন		শ্রী	ল	ং	কা	

শব্দজট-৬১৬

১								২
							৪	
		৩						
		৪		৫				৬
	৭					৮		
৯				১০				

শব্দজট-৬১৪ বিজয়ী

রাশিদা বেগম

আসমানিয়া বাজার, নারান্দিয়া, তিতাস, কুমিল্লা

শব্দজট-৬১৪ বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ২৫ নভেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

-সম্পাদক

নাম...

ঠিকানা...

....

....

মোবাইল :...

শব্দজট ৬১৪-এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। অন্ময় নাহা, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২। খাদিজাতুল কোবরা (তারিন), গ্রিন ভ্যালি সোসাইটি, বাড়ি- ৫৬, টেক্সটাইল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম-৪২০৯; ৩। মো. কিশোয়ার হাসান, চক কাপাশিয়া, চৌমহনী, কাটাখালী, রাজশাহী-৬০০০; ৪। রোজিনা আক্তার শিপ্রা, প্রযত্নে- ওবায়েদ উল হক ভবন, (২য় তলা), গ্রাম- জামালপুর, বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম-৪৩২৬; ৫। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ বাউনিয়া, ঢাকা; ৬। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৭। মো. সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৮। নুর জাহান বেগম, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, খুলনা; ৯। মো. ইয়াছিন আরাফাত, ২ কামাল উদ্দিন লেন, খু. বি. খুলনা; ১০। মো. মোশাররফ হোসেন, ৮১ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১১। প্রত্যয়ী রায়, দাশগুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেইন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১২। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৩। আ. কাদের সরকার, বাঘিয়া, বালিরটেক, মানিকগঞ্জ; ১৪। রোকসানা আক্তার, ব্লক- জে, বাসা-২, বটতলা, আফতাব নগর, ঢাকা; ১৫। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শের-এ-বাংলা (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ১৬। সোমা দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ/পশ্চিম পাড় কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৭। মুক্তা রাণী, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৮। রূপম দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৯। অমিত দস্তিদার মন, জাহাঙ্গীর আলম, মেডি কর্নার, ৪১৮ জামাল খান লেন, দক্ষিণ আসকার দিঘীর পাড়, দোস্ত কলোনি মসজিদ কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২০। আব্বাস হোসেন, গ্রাম- চরমোল্লাজি, পোস্ট- চতলাবাজার, থানা- লালমোহন, জেলা- ভোলা; ২১। উম্মে হাবিবা, পাটবাজার, মান্দারী, লক্ষ্মীপুর; ২২। সুমাইয়া আক্তার, স্বাস্থ্য সহকারী, বাঘরপুর, কমিউনিটি ক্লিনিক বাখরপুর, চান্দা, চাঁদপুর; ২৩। রাশিদা বেগম, আসমানিয়া বাজার, নারান্দিয়া, তিতাস, কুমিল্লা; ২৪। ইমরান হোসেন, ৭/৮ এ, হাতিরপুল, ঢাকা; ২৫। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২৬। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২৭। মো. ফাতেহ কাওছার, এসও, জনতা ব্যাংক, পিএলসি, শ্যামপুর শাখা, ফরিদাবাদ, কদমতলী, ঢাকা-১২০৪।

শব্দজট ৬১৪-এর সূত্র

সূত্র : পাশাপাশিঃ

১। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০২৩ এর উদ্বোধনী ও ফাইনাল খেলা যে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। ৩। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০২৩ এর নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। ৪। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০২৩-এর দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। ৭। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০২৩ এর ইংলিশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। ৮। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০২৩ এর শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট দলের অধিনায়কের নামের শেষ অংশ। ৯। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০২৩ এর ভারত ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। ১০। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০২৩ এর বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক।

উপরে নিচঃ

১। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০২৩ এর আফগানিস্তান ক্রিকেট দলের ব্যাটসম্যান। ২। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০২৩ এর ইংলিশ ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার। ৫। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০২৩ এর পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অধিনায়কের নামের প্রথম অংশ। ৬। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০২৩ এর অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। ৮। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০২৩ এর পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার।

আবদুল কাদের সরকার, সরকার বাড়ী, গ্রামঃ বাঘিয়া
পোস্টঃ বালিরটেক, থানাঃ মানিকগঞ্জ সদর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ -১৮০০।

চিটাগাং ক্লাবে বিলিয়ার্ড স্নুকার অ্যান্ড এইট বল টুর্নামেন্ট

চিটাগাং ক্লাব লিমিটেড আয়োজিত সিসিএল ইস্টার্ন মোটরস বিলিয়ার্ড স্নুকার অ্যান্ড এইটবল পুল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ৩১ অক্টোবর চিটাগাং ক্লাব হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন চিটাগাং ক্লাব চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুর রহিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন টুর্নামেন্টের পৃষ্ঠপোষক ইস্টার্ন মোটরস লিমিটেডের এমডি রফিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিলিয়ার্ড ও স্নুকার বিভাগের মেম্বার ইনচার্জ মোহাম্মদ শাহ আকরাম। গত ২ অক্টোবর থেকে এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়। খেলায় বিলিয়ার্ডের ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ হন যথাক্রমে নুরুদ্দিন জাবেদ ও নাফি বিন রিয়াজ, স্নুকারে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ হন ওয়াসেফ হোসেন খালেদ ও নুরুদ্দিন জাবেদ এবং এইটবল পুলে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ হন নাফি বিন রিয়াজ ও ব্যারিস্টার শাহবাজ মুন্তাসির চৌধুরী।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক হাবীবুল্লাহ

বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

মো. নূর হোসেন মাসুম

১৯৬৬ *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)*

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-৬	ঢাকা পুলিশ এসি-২
(কানু-২, সুজা-১, লাল মোহাম্মদ-১, গণি-১, জানি-১)	(নুরু, সাত্তার)
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-২	ইপিজি প্রেস-০
(খালেদ, ইউনুস)	
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৬	ঢাকা পুলিশ এসি-০
(ওমর-৩, আব্বাস-৩)	
ফায়ার সার্ভিস-২	সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০
(শাহাবুদ্দিন, শরফুদ্দিন)	
রহমতগঞ্জ এমএফএস-৩	ইপিআইডিসি-২
(নাজির, টিপু, শাহজাহান)	(সলিমুল্লাহ, আবদুল্লাহ আকবর)
ইপিজি প্রেস-২ (মাহমুদ, শিবলী)	আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-১ (নজরুল)
ঢাকা মোহামেডান-৮	ওয়ারী ক্লাব-১
(মুসা-৩, গফুর-২, শামসু-২, প্রতাপ-১)	(জামিল আখতার)
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-১ (মিন্টু)	ফায়ার সার্ভিস-০
ঢাকা পুলিশ এসি-২	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-১
(নাজির-২)	(ওয়াসিউর রহমান)
ঢাকা মোহামেডান-২	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-০
(শামসু, আবদুল্লাহ)	
সেন্ট্রাল প্রিন্টিং স্টেশনারী-১(ইলিয়াস)	রহমতগঞ্জ এমএফএস-০
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৭	ওয়ারী ক্লাব-২
(ওমর-৩, আব্বাস-৩, আসলাম-১)	(নিশীথ, জামিল)
ইপিআইডিসি-৬	আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-১
(হাশিম-২, মারী-২, টুলু-১)	(নাসিম)
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-১ (জানি)	ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-০
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৪	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-২
(ওমর, আসলাম, ইউসুফ, আব্বাস)	(ওয়াসিউর রহমান, আত্মঘাতী)
ফায়ার সার্ভিস-২	ওয়ারী ক্লাব-১
(তসলিম, আশরাফ)	(তপন)
ঢাকা মোহামেডান-৬	ইপিজি প্রেস-০
(মুসা-২, আবদুল্লাহ-২, প্রতাপ-১, কামাল-১)	
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৩	রহমতগঞ্জ এমএফএস-০
(আসলাম, ওমর, গাজী)	
ইপিআইডিসি-৯ (জব্বার-৩, হাশেম-২, মারী-১, মুসা-১, টুলু-১, আবদুল্লাহ আকবর-১)	সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-১ (ইলিয়াস)
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-৩	ইপিজি প্রেস-০
(লাল মোহাম্মদ, জানি, সালেহ)	
ওয়ারী ক্লাব-২	আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-২
(জামিল আখতার, নিশীথ)	(নাসিম, বটু)
ইপিআইডিসি-৪	ঢাকা পুলিশ এসি-৩
(ইমাম, জব্বার, মুসা, সলিমুল্লাহ)	(সাত্তার, আখতার, নাজির)
রহমতগঞ্জ এমএফএস-৩	ওয়ারী ক্লাব-২
(শাহজাহান-২, টিপু-১)	(নিশীথ-২)
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-৩	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-০
(নজরুল-২, দেবু-১)	
ঢাকা মোহামেডান-৪	ঢাকা পুলিশ এসি-১
(মুসা-২, গফুর-১, বশির-১)	(নবী চৌধুরী)
ফায়ার সার্ভিস-৪	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-০
(শাহাবুদ্দিন-২, আশরাফ-১, তসলিম-১)	
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৫	ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-১
(ওমর-৪, হাফিজ-১)	(ইউনুস)
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-৪	ইপিআইডিসি-১
(গণি, কানু, মঞ্জুর, জানি)	(জব্বার)
রহমতগঞ্জ এমএফএস-৪	ইপিজি প্রেস-০
(শাহজাহান-২, নাজির-২, সুলতান-১)	
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৩	সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-২
(আসলাম, ওমর, রহমতউল্লাহ)	(ইলিয়াস-২)
ইপিজি প্রেস-১	ঢাকা পুলিশ এসি-০
ওয়ারী ক্লাব-৬	ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-১
ফায়ার সার্ভিস-১	রহমতগঞ্জ এমএফএস-১
(তসলিম)	(শাহজাহান)
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-০	ঢাকা পুলিশ এসি-০
সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-২	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-২
(সিরাজ, আজিজ)	(আজাদ, মুকুল)
ঢাকা মোহামেডান-৩ (মুসা-৩)	আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-০
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৩	ইপিজি প্রেস-০
(ওমর, আব্বাস, হাফিজউদ্দিন)	
ইপিআইডিসি-০	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-০
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-২	রহমতগঞ্জ এমএফএস-১
(লাল মোহাম্মদ, গণি) (সুলতান)	
সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০	ঢাকা পুলিশ এসি-০
ঢাকা মোহামেডান-৩	ইপিআই ডিসি-৩
(শামসু, মুসা, প্রতাপ)	(হাশেম-২, জব্বার-১)
ওয়ারী ক্লাব-৪	ইপিজি প্রেস-১
(জামিল-২, নিশীথ-১, নুরুল ইসলাম-১) (ভুট্টু)	
ফায়ার সার্ভিস-৪	পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-০
(আশরাফ, আবুল হোসেন, শাহাবুদ্দিন, তসলিম)	
সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-১	আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-০
(ইউজিন)	
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-২	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-২
(ইউসুফ, ওমর)	
ঢাকা পুলিশ এসি-১	রহমতগঞ্জ এমএফএস-০
(সাত্তার)	
ঢাকা মোহামেডান-৮	ওয়ারী ক্লাব-০
(মুসা-৪, শামসু-২ রসুল বক্স-১, বশির-১)	
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-২	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-১
(সুলতান, আজিম) (মুকুল)	
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-১	পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-০
(আসলাম)	
ইপিআইডিসি-৬	ফায়ার সার্ভিস-০
(হাবিব-২, জব্বার-২, গফুর-১, হাশেম-১)	
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-১	সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০
(আজিম)	
ঢাকা মোহামেডান-৫	রহমতগঞ্জ এমএফএস-০
(গফুর, মুসা, শামসু, রসুল বক্স, প্রতাপ)	
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-২	ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-২
(দেবু-২) (ফতেহ মোহাম্মদ, মাসুদ)	
ওয়ারী ক্লাব-৩	রহমতগঞ্জ এমএফএস-২
(নিশীথ-২, বদরুল-১) (কালাম, আত্মঘাতী)	
ঢাকা মোহামেডান-৯	ফায়ার সার্ভিস-০
(মুসা-৬, আবদুল্লাহ-১, কালাম-১, বশির-১)	
ওয়ারী ক্লাব-৫	ঢাকা পুলিশ এসি-২
(নিশীথ-৪, জামিল-১)	(মোবিন-২)

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-১	ফায়ার সার্ভিস-১
(ইউসুফ) (সরফুদ্দিন)	
ঢাকা মোহামেডান-০	পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-০
সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-১	ইপিজি প্রেস-১
(কাম্বিল) (মাহমুদ)	
ইপিআইডিসি-৪	ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-১
(হাবিব, টুলু, জব্বার, হাশেম)	(আসলাম)
ফায়ার সার্ভিস-২	আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-১
(শোভা, আশরাফ) (নাসিম)	
ওয়ারী ক্লাব-৩	পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-২
(বদরুল-৩) (জানি, গণি)	
রহমতগঞ্জ এমএফএস-৪	পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে-১
(টিপু-২, সুলতান-১, নয়া-১)	(ওয়াসী)
ফায়ার সার্ভিস-৩	ইপিজি প্রেস-০
(সরফুদ্দিন, তসলিম, শোভা)	
ঢাকা পুলিশ এসি-৩	পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-০
(মোবিন-২, সাত্তার-১)	
ইপিআইডিসি-৩	ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-০
(হাশেম, জব্বার, হাবিব)	
ঢাকা মোহামেডান-৩	ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-০
(আত্মঘাতী, শাসসু, মুসা)	
ইপিআই ডিসি-৩	ওয়ারী ক্লাব-১
(হাশেম, সলিমুল্লাহ, জব্বার)	(আজিজ)
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-২	পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-২
(আত্মঘাতী, নজরুল)	(সুজা, আত্মঘাতী)
ঢাকা মোহামেডান-৮	সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০
(মুসা-৫, রসুল বক্স-১, বশির-১, গফুর-১)	
রহমতগঞ্জ এমএফএস-১ (গফুর)	ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-০

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ঢাকা মোহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করে।

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-২	ফায়ার সার্ভিস-১
(আত্মঘাতী, আবিদ হোসেন)	(সরফুদ্দিন)

১৯৬৬ সালের ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মুসা ৫টি হ্যাট্রিকসহ ৫১টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হবার গৌরব অর্জন করে।

স্বাধীনতা দিবস ফুটবল টুর্নামেন্ট ১৯৬৬

যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন : ঢাকা মোহামেডান ও ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ৬টি খেলার ফল

ইপিআই ডিসি-৩	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-১
(আনসার-২, জব্বার-১)	(শাহজাহান)
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৫	আইজিপি একাদশ-০
(আব্বাস-৩, হাফিস-১, ওমর-১)	
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-৩	পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-১
(আজিম-৩)	(জালাল)

সেমিফাইনাল

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-৪	ইপিআইডিসি-২
(আব্বাস-৩, ওমর-১ (আমিন, হাবিব)	
ঢাকা মোহামেডান-২ (শামসু-২)	ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-০

ফাইনাল

ঢাকা মোহামেডান-১ (শামসু)	ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-১ (ওমর)

শায়েস্তা খান স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ১৯৬৬

চ্যাম্পিয়ন : স্টার স্পোর্টিং ক্লাব

রানার্স আপ : ক্রিষ্টাল প্যালেস দল

১৮টি খেলার ফল

স্টুডেন্ট ইউনাইটেড ক্লাব-৩	কাঠাল বাগান তরুন সংঘ-২
(কামরু-২, জিলানী-১)	(সেলিম, আনসার)
মতিঝিল স্পোর্টিং ক্লাব-২ (মিন্টু-২)	স্টার বয়েজ ক্লাব-১

বেসামরিক প্রতিরক্ষা দল মাঠে উপস্থিত না হওয়ায় চৌধুরী গোলাম সাত্তার দল ওয়াক ওভার লাভ করে।

সাইনিং স্টার স্পোর্টিং ক্লাব-২	ঢাকা স্পোর্টিং ক্লাব-১
ক্রিষ্টাল প্যালেস দল-৭	সমান চক্র দল-০
আজিমপুর কিশোর সংঘ-৩	চক রহমত গঞ্জ ইউসিডিপি দল-০
চৌধুরী গোলাম সাত্তার দল-৫	সাইনিং স্পোর্টিং ক্লব-০
(হাবিব-২, আঙ্গুর-২, নুরু-১)	
ন্যাশনাল স্পোর্টিং ক্লব-০	আজিমপুর কিশোর সংঘ-০
পাকিস্তান মুসলিম ক্লব-২	ধানমন্ডি ক্লাব-০
(আজাদ-২)	
স্টুডেন্ট ইউনাইটেড ক্লব-৪	স্যার সৈয়দ আহমদ খান দল-০
(তাজ-২, ওমর-১, মতিন-১)	
ক্রিষ্টাল প্যালেস দল-৩	ইকবাল স্পোর্টিং ক্লাব-০
নাজ স্পোর্টিং ক্লাব-১	চৌধুরী গোলাম সাত্তার দল-১
আজিমপুর কিশোর সংঘ-৪	ন্যাশনাল স্পোর্টিং ক্লাব-০
(মুকুল-২, পুতুল-১, খয়ের-১)	
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-৪	পাকিস্তান মুসলিম ক্লাব-১
ব্যাচেলার স্পোর্টিং ক্লব-৪	আজিমপুর কিশোর সংঘ-১
নাজ স্পোর্টিং ক্লাব-১	ক্রিষ্টাল প্যালেস দল-১
স্টার স্পোর্টিং ক্লাব-১	আজিমপুর কিশোর সংঘ-১

ফাইনাল

স্টার স্পোর্টিং ক্লাব-১	ক্রিষ্টাল প্যালেস দল-০

(চলবে)

লালমনিরহাটে অনুষ্ঠিত প্রথম রংপুর বিভাগীয় সোতোকান কারাতে প্রতিযোগিতা বিজয়ীদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন লালমনিরহাটের জেলা প্রশাসক এইচ এম রকিব হায়দার। প্রতিযোগিতায় ১৬টি দলের ১৮০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে (১২৬ জন পুরুষ ও ৯৭ জন মহিলা খেলোয়াড়) প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন মো. আবু আশকর সিদ্দিক পরশ।

শেষের শুরু জামাল ভূঁইয়ার

রফিকুল ইসলাম

বছরের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ দুটোতে ছিলেন না জামাল ভূঁইয়া। স্প্যানিশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা তাঁকে ডাকেননি মালদ্বীপের বিপক্ষে দুই ম্যাচ সিরিজের জন্য। প্রথম ম্যাচটি হয়েছে ১৩ নভেম্বর, দ্বিতীয় ম্যাচটি হবে আজ ১৬ নভেম্বর। ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশের জার্সিতে খেলে আসা এই ডেনমার্ক প্রবাসী ফুটবলারের হঠাৎ জাতীয় দলে না থাকার একটা কারণ তাঁর ব্যক্তিগত। প্রাথমিক ২৭ জনে নাম থাকায় গণমাধ্যম থেকে যোগাযোগ করা হলে তিনি 'বাবা হবেন বলে নিজ থেকে দলে না থাকার সিদ্ধান্ত কোচকে জানিয়েছেন' উল্লেখ করেছেন।

জামাল ভূঁইয়া নিজ থেকে এই সিরিজে খেলবে না- সেটা না জানালেও তিনি ডাক পেতেন কিনা সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। কারণ, ১১ বছর আগের জামাল ভূঁইয়া আর বর্তমান জামাল ভূঁইয়ার পার্থক্য অনেক। তাঁর পারফরম্যান্সে চলছে ভাটা। সবশেষ দুই মৌসুমে তিনি পারফরম্যান্সের উন্নতি করতে পারেননি। এমন কি পুরো ৯০ মিনিট মাঠে থাকার সামর্থ্যও দেখাতে পারেননি। যে কারণে এবারের ঘরোয়া মৌসুমে তিনি কোনো ক্লাবই পাননি। একটা দেশের জাতীয় দলের অধিনায়ক কোনো দলে খেলার সুযোগই পাননা, এটা বিশ্বে বিরল।

এসব কারণে তিনি বাংলাদেশের ফুটবল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছেন। অনেকে বলছেন, তাঁর ক্যারিয়ার শেষের দিকে। সেই শেষের শুরুটা হয়ে গেলে এবার ক্লাব না পাওয়া ও জাতীয় দলের ক্যাম্পে না থাকায়। দেশের জার্সিতে সবচেয়ে বেশি ৮৭ ম্যাচ খেলা জামাল ভূঁইয়া ঘরোয়া ফুটবলের মধ্যবর্তী দলবদলে কোনো ক্লাব না পেলে পরবর্তীতে বাংলাদেশ দলে ডাক পাওয়া তাঁর জন্য কঠিন হতে পারে। জামাল চেষ্টা করছেন মধ্যবর্তী দলবদলে ব্রাদার্স ইউনিয়নে যোগ দিতে। ব্রাদার্সও তাকে নিতে চায়। শেষ পর্যন্ত কোনো দলে খেলার সুযোগ পান কিনা তা দেখতে মধ্যবর্তী দলবদল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তিনি একবার বলেছিলেন লাল-সবুজ জার্সিতে একশ ম্যাচ খেলতে চান। সেই লক্ষ্য থেকে ১৩ ম্যাচ দূরে জামাল ভূঁইয়া। নিজেকে মাঠের লড়াইয়ে ফিরিয়ে এনে আবার জাতীয় দলের ঢুকতে পারলে জামালের সেই স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। না হলে শততম ম্যাচ খেলার আগেই জামাল ভূঁইয়াকে থামতে হবে। দেশের ক্লাব ফুটবলে অভিষেকের আগেই জাতীয় দলে অভিষেক হয়েছিল জামাল ভূঁইয়ার। ২০১৩ সালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ দিয়ে লাল-সবুজ জার্সিতে পথচলা শুরু হয় জামাল ভূঁইয়ার। শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব তাঁকে দলভূক্ত করে। এরপর শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র, চট্টগ্রাম আবাহনী, কলকাতা মোহামেডান, শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র, আর্জেন্টিনার তৃতীয় বিভাগের ক্লাব সোল দা ম্যায়ো এবং সবশেষ আবাহনীতে যোগ দিয়েছিলেন জামাল ভূঁইয়া। এখন তাঁর কোনো দলই নেই।

ক্লাব ক্যারিয়ারে জামাল ভূঁইয়া সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন সাইফ স্পোর্টিং ক্লাবে। এই ক্লাবের জার্সিতে তিনি খেলেছেন ৭৮ ম্যাচ, দ্বিতীয় সর্বাধিক ২৫ ম্যাচ খেলেছেন শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্রের জার্সিতে। আর্জেন্টিনার ক্লাব সোল দা মায়োতে চুক্তি শেষ না করে ফিরে এসে যোগ দিয়েছিলেন আবাহনীতে। দ্বিতীয় পর্বে মাত্র ৫টি ম্যাচে মাঠে নেমেছিলেন জামাল ভূঁইয়া। আর্জেন্টিনা ক্লাবে যোগ দেওয়ার সময় জামাল ভূঁইয়া ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্রের সঙ্গে। আর্জেন্টিনার ক্লাব থেকে তাঁর বিদায়ও সুখকর হয়নি। চুক্তি শেষ না করেই ফিরতে হয়েছিল। দেশে ফিরে তিনি আবাহনীতে খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন ক্লাবটির ওই সময়ের কোচ আর্জেন্টিনার দিয়েগো আন্দ্রেস ক্রুসিয়ানির কাছে। ক্রুসিয়ানি তাঁকে দলে নিলেও মাঠে বেশি নামাননি। একজন পেশাদার কোচের কাছে ব্যক্তি সম্পর্কের চেয়ে যে খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্সটাই বড় সেটা ক্রুসিয়ানি প্রমাণ করেছেন মাত্র ৫ ম্যাচে জামালকে মাঠে নামিয়ে। ২০২২-২৩ মৌসুমে ক্লাবে ফুটবলে এবং ওই দুই বছরে আন্তর্জাতিক ম্যাচে পারফরম্যান্স নিম্নমুখী হওয়ার পরই জামালকে নিয়ে শুরু হয়েছিল নেতিবাচক আলোচনা। ৩৪ বছর বয়সী জামাল ভূঁইয়া অর্ধযুগ ধরে জাতীয় দলে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। জাতীয় দলের অধিনায়ক পুরো সময় মাঠে থাকতে পারেন না, তা নিয়েও সমালোচনা কম হয়নি। হাভিয়ের কাবরেরা সবশেষ ম্যাচগুলোতে জামালকে পুরো সময় না খেলিয়ে বুঝিয়ে দেন সময় ফুরিয়ে আসছে অধিনায়কের। জাতীয় দল আর ঘরোয়া ফুটবলে জামাল হয়ে যান ৬০ থেকে ৭০ মিনিটের পারফর্মার।

ওই মৌসুমে শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ, স্বাধীনতা কাপ ও ফেডারেশন কাপ মিলিয়ে ৩১টি ম্যাচ খেলেছিল। এর মধ্যে লিগের ম্যাচ ছিল ২০টি। বাকি ১১ ম্যাচ স্বাধীনতা ও ফেডারেশন কাপে। জামাল ভূঁইয়া স্কোয়াডে থাকলেও বেশিরভাগ ম্যাচেই একটা সময় গিয়ে তাঁকে বসিয়ে দিয়েছেন কোচ। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ২০ ম্যাচের একটিতে সাসপেন্ড ছিলেন। বাকি ১৯ ম্যাচের একটিতে নেমেছিলেন বদলি হিসেবে।

ওই সময় শেখ রাসেলের কোচ ছিলেন জুলফিকার

মাহমুদ মিন্টু। তিনি লিগের ১৬ ম্যাচেই জামাল ভুঁইয়াকে পরিবর্তন করেছেন। ওই মৌসুমে শেখ রাসেলের জার্সিতে লিগে খেলেছেন গড়ে ৭২ মিনিট করে। কোনো গোল ছিল না। এ কারণেই ঘরোয়া ফুটবলের কোনো ক্লাবের আর আগ্রহ ছিল না জামালকে নিয়ে। কোনো ক্লাবই যখন জামালকে নিতে চাইছিল না তখন শেখ রাসেলে ৩০ ভাগ পারিশ্রমিক কমিয়ে খেলার অঙ্গীকার করেছিলেন জামাল। পরে তিনি যোগ দিয়েছেন আর্জেন্টিনার তৃতীয় বিভাগের ক্লাব সোল দ্য মায়োতে।

গত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ খেলেছিল ৪ ম্যাচ। এর মধ্যে গ্রুপপর্বে ভুটানের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে জামালকে ৯০ মিনিট খেলিয়েছিলেন কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। গ্রুপের অন্য দুই ম্যাচে লেবাননের বিপক্ষে ৫৭ মিনিট ও মালদ্বীপের বিপক্ষে ৬৩ মিনিটে খেলানো হয়েছিল জামাল ভুঁইয়াকে। সেমিফাইনালে কুয়েতের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেও জামালকে পূর্ণ সময় মাঠে রাখতে পারেননি কাবরেরা। ৬৯ মিনিটে জামালকে বসিয়ে দিতে হয়েছিল। সাফে চার ম্যাচে তিনি খেলেছেন ২৭৯ মিনিট। যার গড় ৭০ মিনিট। পরের প্রায় সব ম্যাচেই জামালকে ৬০ মিনিটের দিকে বসিয়ে দিয়েছেন কোচ কাবরেরা।

প্রায় প্রতি ম্যাচে অধিনায়ক বদল, মাঠে দাঁড়িয়ে আর্মব্যান্ড পরিবর্তন-বাংলাদেশ দলে এমন দৃশ্য হয়ে উঠেছিল নিয়মিত। কারণ, জামালের ৯০ মিনিট খেলার শারীরিক সামর্থ্য নেই। বল রিকভারির সক্ষমতা নেই বললেই চলে।

যে কোনো কোচই চাইবেন দলের সেরা পারফরমারকেই অধিনায়ক হিসেবে দেখতে। তবে জামাল সেরা পারফরমার না হয়েও নিয়মিত অধিনায়কত্ব করেছেন। যদিও ভেতরে ভেতরে কোচিং স্টাফ নতুন অধিনায়ক তৈরি চেষ্টাও করেছেন।

জামাল ভুঁইয়ার জাতীয় দলে ফেরা নির্ভর করছে ক্লাব ফুটবলে পারফরম্যান্সের ওপর। যদিও এখন তাঁর কোনো ক্লাব নেই। ঘরোয়া ফুটবল শুরু হবে, মধ্যবর্তী দলবদলে কোনো ক্লাব নাম লেখাতে পারবেন কি না এবং নাম লেখাতে পারলেও পারফম্যান্স কেমন করেন এসবের ওপর নির্ভর করছে জাতীয় দলের কোচ তাঁকে আবার বিবেচনায় আনবেন কি না। এ বছর জাতীয় ফুটবল দলের ম্যাচ নেই। নতুন বছরে এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইয়ের খেলা আছে। ওই পর্যন্ত জামালকে যেমন অপেক্ষায় থ াকতে হবে, তেমন অপেক্ষায় থাকতে হবে তাঁর ভক্তদেরও। এটা ঠিক দেশের ফুটবলারদের মধ্যে বেশি ফলোয়াড় জামাল ভুঁইয়ার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও সবচেয়ে সক্রিয় এই মিডফিল্ডার। তাই বিপুল সংখ্যক সমর্থক প্রত্যাশা করে থাকবেন জামাল আবার জাতীয় দলে ফিরে আসুক। তবে সমর্থকরা চাইলেইতো হবে না। ফিরতে হলে নিজেকে সেভাবেই তৈরি করতে হবে।

জামাল ভুঁইয়ার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার কোথ ায় গিয়ে থামবে সেটা সময়ই বলে দেবে। এটা ঠিক লাল-সবুজ জার্সিতে তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। টানা ১১ বছর ধরে খেলছেন জাতীয় দলে। অধিনায়কত্ব ৬ বছর ধরে। বাংলাদেশে এর আগে এত লম্বা সময় কেউ জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব করতে পারেননি। এত বেশি ম্যাচও কেউ খেলেননি। জাতীয় দলের জার্সিতে জামাল ভুঁইয়ার গোল মাত্র ১টি। তবে তাঁর একটি গোলে ইতিহাস গড়েছিল বাংলাদেশ। জাকার্তা এশিয়ান গেমসে জামাল ভুঁইয়ার গোলেই বাংলাদেশ নকআউট পর্বে উঠে ইতিহাস গড়েছিল। এই অর্জনগুলো অবশ্যই জামাল ভুঁইয়াকে গর্বিত করবে। সবারই একদিন ক্যারিয়ার শেষ হবে। বড় বিষয় হলো কার ক্যারিয়ার কতটা সমৃদ্ধ। খেলা ছেড়ে দেওয়ার পর জামালের এসব কীর্তি তাঁর সোনালী অতীতই মনে করিয়ে দেবে।

ডেনমার্কে বেড় ওঠা জামাল ভুঁইয়া জন্মভূমির জার্সিতে খেলার জন্য ২০১২ সালে প্রথম ঢাকায় এসে ট্রায়াল দিয়েছিলেন। তাঁর জন্য জাতীয় দলের দরজা এভাবে খুলে যাবে এবং হবেন দীর্ঘ সময়ের অধিনায়ক, ২০১৩ সালে অভিষেক হওয়ার পর হয়তো এসব ভাবনারও বাইরে ছিল তাঁর। ফুটবলে বয়স একটা ফ্যাক্টর। এক সময় গিয়ে বয়সের কাছে সবারই হার মানতেই হয়। জামাল সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাইলেও ৩৪ বছর বয়সটা তাঁকে পেছনে টেনে ধরতে চাইবেই। এসব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে জামাল ফিরতে পারবেন কি না সে প্রশ্ন থাকছেই। আর ফিরতে পারলেও তাঁর ক্যারিয়ারের শেষের ঘণ্টা যে বেজে গেছে সেটা বলাই যায়।

যে ২৭ জন নিয়ে শুরু হয়েছিল মালদ্বীপের বিপক্ষে সিরিজের প্রস্তুতি

গোলরক্ষক : আনিসুর রহমান জিকো, মো. সুজন হোসেন, মিতুল মারমা ও মেহেদী হাসান শ্রাবণ।

রক্ষণভাগ : শাকিল আহাদ তপু, মেহেদী হাসান, হাসান মুরাদ, তাজ উদ্দিন, সাদ উদ্দিন, তপু বর্মণ, ইসা ফয়সাল, রহমত মিয়া, দিদারুল আলম ও শাকিল হোসেন।

মধ্যমাঠ : সৈয়দ শাহ কাজেম কিরমানী, সোহেল রানা, মো. রিদয়, মজিবর রহমান জনি ও পাপন সিং।

আক্রমণভাগ : ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, শেখ মোরসালিন, পিয়াস আহমেদ নোভা, রাকিব হোসেন, শাহরিয়ার ইমন, রাব্বি হোসেন রাহুল ও মিরাজুল ইসলাম।

দুঃস্বপ্নের ব্যাটিং, দুশ্চিন্তার ওপেনিং

মো. মাহবুবুর রশিদ

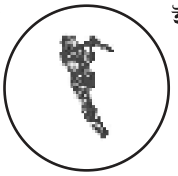

গত ১০ নভেম্বর টেস্ট ক্রিকেটে ২৪তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করা বাংলাদেশ দল অনেক 'রোগে' জর্জরিত। এ যেন 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দেব কোথা'র মতো অবস্থা! একইসঙ্গে তো আর সব রোগের চিকিৎসা সম্ভব না, প্রথমে কিছু জটিল রোগ নির্ণয় করে তবেই উপশমের চেষ্টা চালানো উচিত। পাকিস্তানের বিপক্ষে তাদেরই মাটিতে টানা দুই টেস্ট জয়ের পর বাংলাদেশ যে ক্রিকেটের বনেদী ঘরানায় আবারো অসহায়ভাবে হাবুডুবু খেতে শুরু করেছে, পরীক্ষাগারের 'কাঁটাছেঁড়া' ছাড়াই চোখে পড়ছে প্রধান সমস্যার জায়গাটা- ব্যাটিং। মূলত, ব্যাটসম্যানদের চরম ব্যর্থতার কারণেই এই সংস্করণে বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ছে বাংলাদেশ। মাঝেমধ্যে এক-আধটু চমক দেখিয়ে কিছু জয় পেলেও নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারছে না দলটি, প্রচন্ডভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে ধারাবাহিকতার অভাব।

'আমরা দল হিসেবে মোটেই ভালো ব্যাটিং করতে পারছি না, ব্যাটিংয়ে উন্নতি করতে হবে', ম্যাচশেষে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর মুখে এমন কথা যে কতবার শোনা গেছে তার হিসাব নেই। তাঁর পূর্বসুরি কাপ্তানরাও তোতাপাখির মতো এমন বুলি আওড়ে গেছেন প্রতিনিয়ত। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন নেই, কিছু ব্যতিক্রম বাদে লাল বলের সামনে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের দুর্দশার চিত্র রয়ে গেছে অক্ষত।

বেশিদূর পেছানোর দরকার নেই। চলতি বছরের পারফরম্যান্সের দিকেই ফিরে তাকানো যাক। ২০২৪ সালে এ পর্যন্ত খেলা ৮ টেস্টের ১৬ ইনিংসে বাংলাদেশ মোট রান করেছে ৩৩৮১, ইনিংসপ্রতি গড় ২১১.৩১ এবং উইকেটপ্রতি গড় ২৩.৪৭। এর মধ্যে ৫০০ ছাড়ানো ইনিংস ১ বার (পাকিস্তানের বিপক্ষে রাওয়ালপিন্ডিতে ৫৬৪), ৩০০ উর্ধ্ব ইনিংস ২ বার, ২০০ ছাড়ানো ইনিংস ৩ বার এবং অন্য ৮ বারই বাংলাদেশ অলআউট হয়েছে ২০০ রানের নিচে (এর বাইরে ২ ইনিংসে পাকিস্তানের বিপক্ষে যথাক্রমে ৩০ ও ১৮৫ রান চেজ করে জিতেছে বাংলাদেশ)।

বিপরীতে এ বছর ৮ টেস্টের ১৫ ইনিংসে বাংলাদেশের বিপক্ষে দলগুলো করেছে মোট ৪৪৬১ রান, ইনিংসপ্রতি গড় ২৯৭.৪ এবং উইকেটপ্রতি গড় ৩৭.৮০। ১৫ ইনিংসের মধ্যে ৫০০ ছাড়ানো ইনিংস ২টি (চট্টগ্রামে শ্রীলঙ্কা ৫৩১ ও একই মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৭৫), ৪০০ উর্ধ্ব ইনিংস করেছে ২বার, ৩০০ ছাড়ানো ২টি, ২০০ ছাড়ানো ৪টি এবং ২০০ রানের নিচে অলআউট ২ বার (পাকিস্তান ১৪৬ ও ১৭২)।

এই যে দলীয় ইনিংসপ্রতি প্রায় গড়ে ৮৬ ও উইকেটপ্রতি ১৪ রানের মতো গড়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ, এটাই আসলে ম্যাচের ফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা রেখেছে। সবশেষ ৮ টেস্টে ৬ হারের উল্টোপিঠে বাংলাদেশ যে ২ ম্যাচ জিতেছে পাকিস্তানের বিপক্ষে যথাক্রমে ১০ উইকেট ও ৬ উইকেটে, সেখানে কিন্তু ব্যতিক্রমভাবে ব্যাটিংয়ে ভালো করার কারণেই মিলেছে সাফল্য। রাওয়ালপন্ডিতে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ করেছিল ৫৬৫ রান এবং একইমাঠে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২৬ রানে ৬ উইকেট হারানোর পরও দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে লিটন দাস (১৩৮) ও মেহেদী হাসান মিরাজের (৭৮) বীরত্বে শেষ পর্যন্ত ২৬২ পর্যন্ত যেতে সমর্থ হয়েছিল টাইগাররা।

একটু খটকা লাগবে এটা জেনে যে, চলতি ২০২৪ সালে টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক মেহেদী হাসান মিরাজ (১৪ ইনিংসে ৩৯.০০ গড়ে ৪৬৮ রান)। এই অফস্পিন অলরাউন্ডার ব্যাটিং করেন সাত-আট নম্বরে। তাহলে কী দাঁড়ালো? অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে টপ অর্ডার বলে কিছু নেই বাংলাদেশের! মিডল অর্ডারের অবস্থাও শোচনীয়! বাংলাদেশের ব্যাটিং দুর্দশার শুরু আসলে ভঙ্গুর ওপেনিং থেকেই, যে চাপ পরে আর সামলাতে পারছেন না অন্য ব্যাটসম্যানরা। স্কোরবোর্ডে রান যাই উঠুক না কেন, ধৈর্য ধরে সংযমী হয়ে উইকেটে টিকে থেকে বলের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট করে দলের ভিত গড়ার কাজটা করতে ব্যর্থ হচ্ছেন ওপেনাররা। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, এ বছর ৮ টেস্টে উদ্বোধনী জুটি থেকে বাংলাদেশ পেয়েছে মোট ৩৭১ রান, পাকিস্তানের বিপক্ষে ১০ উইকেটে জেতা ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেনাররা অবিচ্ছিন্ন থাকায় ওপেনিংয়ে রানের গড় ২৪.৭৩। ১৬ ইনিংসে কেবল ২ বার (পাকিস্তানের বিপক্ষে ৫৮, ভারতের বিপক্ষে ৬২) পঞ্চাশ পেরিয়েছে বাংলাদেশের ওপেনিং জুটির রান, এক অঙ্কের কোটায় জুটি ভেঙ্গেছে ৪ বার।

আলোচিত সময়ে ইনিংসের সূচনায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনজনকে খেলিয়েছে বাংলাদেশ। ডানহাতি ব্যাটসম্যান মাহমুদুল হাসান জয় ৪ ম্যাচের ৮ ইনিংসে করেছেন ১৪৮ (সর্বোচ্চ ৪০), গড় ১৮.৫০। বাঁহাতি সাদমান ইসলামের ৬ ম্যাচের ১২ ইনিংসে মোট রান ২৫৪ (সর্বোচ্চ ৯৩), গড় ২৩.০৯। আরেক বাঁহাতি ওপেনার জাকির হাসান ৭ ম্যাচের ১৪ ইনিংসে রান করেছেন ২২৪ (সর্বোচ্চ ৫৪), গড় ১৭.২৩। এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে বাদ পড়ার পর চট্টগ্রামে শেষ টেস্টের ২ ইনিংসে অবশ্য ব্যাট করেছেন ওয়ানডাউনে। ওপেনিংয়ে উক্ত তিন জনের বাইরে আপাতত নতুন কাউকে তুলে আনাও বেশ কঠিন।

লাল বলে বাংলাদেশের বোলাররা অবশ্য যথাসম্ভব ভালো করার চেষ্টা করছেন এবং সময় সময় বেশ সফলতাও পাচ্ছেন। কিন্তু বোলারদের কষ্টের অর্জন ভেস্তে যাচ্ছে ব্যাটসম্যানদের তালগোলপাকানো চরম দায়িত্বহীনতায়। দুশ্চিন্তার ওপেনিং আর দুঃস্বপ্নের ব্যাটিং টেস্টে বাংলাদেশকে পথে বসিয়ে দেওয়ার উপক্রম করছে! এ থেকে মুক্তি মিলবে কিভাবে? এই সংস্করণে এত বছর খেলার পরও এখনো যদি উইকেটে থিতু হওয়ার মতো ধৈর্য সৃষ্টি না হয়, বরং উইকেট বিলিয়ে দিয়ে আসার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেন ব্যাটসম্যানরা; তাহলে আগামীতে নিশ্চয় আরও শোচনীয় সব হারের লজ্জা অপেক্ষা করছে বাংলাদেশের সামনে। এভাবে তো একটা দল চলতে পারে না, চলতে দেওয়া উচিতও না। সত্যিকার অর্থে টেস্টের মেজাজে ব্যাটিং করা আর কবে শিখবেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা?

ঢাকা স্টেডিয়াম ছাড়া ফুটবলে দর্শক টানবে না

ইকবাল কবির

ফুটবল সংগঠক টিপু সুলতান বলেছেন, 'ঢাকা স্টেডিয়ামে লিগ আয়োজন ছাড়া ফুটবল দর্শক টানবে না। বাংলাদেশের ফুটবল জনপ্রিয়তা ও অসংখ্য দর্শকের কারণই ছিল জনপ্রিয় ক্লাবগুলো তথা মোহামেডান, আবাহনীর খেলা ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতো। এই দুই দলের খেলা দেখতে ঢাকা স্টেডিয়ামে জড়ো হতেন লাখ ফুটবল পাগল সমর্থকরা'। পুরান ঢাকার রহমতগঞ্জের আদি বাসিন্দা টিপু সুলতান ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক ও ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সদ্য অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনে কার্যনির্বাহী সদস্য পদে জয়ী হয়েছেন। সেই সঙ্গে নেপালে দ্বিতীয় সমাপ্ত সাফ মহিলা ফুটবলে প্রধান ডেলিগেট হিসেবে নেপালে বাংলাদেশ দলের গৌরবময়ের স্বাক্ষী ছিলেন। প্রায় শতবর্ষের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এরপূর্বেও নয় বছর ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। পাড়াভিত্তিক ক্লাব রহমতগঞ্জ চালাতে গিয়ে অর্থনৈতিক সংকট ক্লাবগুলোর প্রধান সমস্যা হিসেবে মনে করেন। রহমতগঞ্জের যাত্রা শুরু হয়েছিল তাঁদের পূর্বপুরুষদের হাত ধরেই। বিভিন্ন বিষয়ে 'ক্রীড়াজগত'-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় টিপু সুলতান বলেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত পাড়া-মহল্লাভিত্তিক ক্লাব রহমতগঞ্জ। এলাকার ব্যবসায়ী, শিল্পপতিসহ ক্রীড়াপ্রেমিক ও স্থানীয়দের ভালোবাসায় হাজারো সমস্যার মাঝে টিকে আছে রহমতগঞ্জ। ফুটবল আগের মতো জনপ্রিয়তা না থাকায় ক্লাবগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় সংকট দেখা দিয়েছে। আর পাড়া-মহল্লাভিত্তিক ক্লাব রহমতগঞ্জকে মূলত আমাদের এলাকার বাসিন্দাদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই চলতে হয়। এই ক্লাবের প্রধান আয়ের উৎস গরুর হাট'।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিগত সরকারের আমলের মেয়র তাপস রহমতগঞ্জ গরুর হাটের ইজারা মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করায় ক্লাবের আর্থিক ক্ষতি ও অর্থ সংকটে পড়তে হয়েছে। অথচ যুগ যুগ ধরে এই হাটটি নামেমাত্র মূল্যে টোকেন মানিতেই ইজারা প্রথা ছিল। গরুর হাট ছাড়াও ক্লাব কম্পাউন্ড সংলগ্ন দোকান থেকেও ক্লাবের কিছু আয় হয়। গত ৫/৭ বছরেও ঢাকা স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ শেষ না হওয়ায় ক্লাবগুলোকে লিগ খেলতে ঢাকার বাইরে যেতে হচ্ছে। এতে একেকটি ম্যাচে দুই থেকে তিন লাখ টাকা খরচ হয়েছে। ফলে ক্লাবের আয় না বাড়লেও ব্যয় বেড়েছে। এ ছাড়া বিদেশি খেলোয়াড়দের জন্য ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে তাদের ভালো পরিবেশে রাখতে গিয়েও খরচ বাড়ছে। স্থানীয় খেলোয়াড়দের থাকা-খাওয়া, সম্মানি সব মিলিয়ে খরচ বেড়েই চলছে। একটি লিগ শেষ করতে আড়াই থেকে বেড়ে কখনো পাঁচ-ছয় কোটি টাকা হলেও তা দেনা করে শোধ করতে হিমসিম খেতে হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে মওসুম শেষ করে গরুর হাট থেকে টাকা আয়ের পরই তা পরিশোধ করা হয়ে থাকে। এভাবেই টানাটানি করে আমাদের ক্লাবগুলো চালাতে হচ্ছে। এক সময় রহমতগঞ্জের ফুটবলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে ক্রিকেট, হকি, ভলিবলসহ ঢাকার লিগের অনেক গুলো ইভেন্টে অংশগ্রহণ ছিল। অর্থনৈতিক সংকটে ক্লাবের টিমের পরিধি কমিয়ে আনতে হয়েছে। এ ছাড়া ক্রীড়াঙ্গনের নিবেদিত সংগঠকেরও এখন বড় আকাল। এর সঙ্গেও অর্থনীতি জড়িত। প্রায় শত বছরের দ্বারপ্রান্তে রহমতগঞ্জ তাঁর অতীত ঐতিহ্য অনুযায়ী এবারও লিগে ভালো খেলার আশা করি। ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা নতুন সভাপতি পেয়েছি। পুরোনো আর নতুনের সমন্বয়ে আগামীতে ফুটবল লিগের নিয়মিত আয়োজন, জেলা লিগ, ঢাকার বিভিন্ন লিগগুলো নিয়মিত করায় আমরা আশাবাদী। তবে ঢাকা

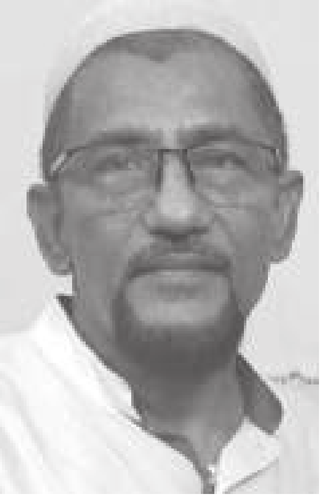

হুমায়ুন কবির

টিপু সুলতান

স্টেডিয়ামে ফুটবল লিগ অনুষ্ঠিত না হওয়ায় ফুটবল দর্শক হারিয়ে যাচ্ছে। ক্লাবগুলো লিগ খেলতে গিয়ে আর্থিক ক্ষতি ও ভোগান্তি বেড়েছে'। তাই তিনি দ্রুত ঢাকা স্টেডিয়ামের সংস্কার শেষ ফুটবলের তীর্থস্থানেই ফুটবল ফিরিয়ে আনার দাবি জানান।

সাবেক কমিশনার ও ব্যবসায়ী হুমায়ুন কবির। পাড়ার ক্লাব হিসেবে এবারই প্রথম রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রায় শত বছরের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটির দায়িত্ব নিয়ে 'ক্রীড়াজগত'-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি বলেন, 'আদি ঢাকাইদের ফুটবলসহ খেলাধুলার ঐতিহ্য রহমতগঞ্জ। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই টিকে আছে ক্লাবটি। ফুটবলের জনপ্রিয়তা না থাকায় এখন ক্লাবগুলোর পৃষ্ঠপোষক পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তবে আমরা ঐতিহ্য অনুযায়ী ক্লাবের জন্য কাজ করে যাবো। পাড়া-মহল্লাভিত্তিক অনেক ক্লাবকেই এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে ঢাকাইয়াদের কলতাজারের ঢাকা ওয়ান্ডারার্স, ধুপখোলার ইষ্ট এন্ড ক্লাব, বাংলাদেশ স্পোর্টিং, ফরাশগঞ্জ এমনকি এক সময়ের গোপীবাগের ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাবও ছিল ঢাকার লিগের আলোচিত ফুটবল দল। অর্থনৈতিক সংকট ও নিবেদিত সংগঠকের অভাবে এই পাড়া-মহল্লাভিত্তিক ক্লাবগুলো ফুটবল, ক্রিকেট, হকিসহ লিগের বহু ইভেন্টে এখন আর দেখা যায় না। হকি লিগে বহু ক্লাব ছিল পুরান ঢাকা ও মহল্লাভিত্তিক ক্লাব। ঢাকার পাড়া-মহল্লায় এখন আগের মতো উন্মুক্ত মাঠ না থাকায় খেলোয়াড়ের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাই মহল্লাভিত্তিক ক্লাবগুলো এখন আর আগের মতো খেলোয়াড় খুঁজে পায় না। আস্তে আস্তে পুরান ঢাকার ক্লাবগুলো ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাস থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। রহমতগঞ্জ পাড়ার ক্লাব হিসেবে নয় দশকেরও বেশি সময়ের ঐতিহ্য অনুযায়ী আজ টিকে আছে'। হুমায়ুন কবির বলেন, 'আগে রহমতগঞ্জের অনেকগুলো লিগের উইং থাকলেও এখন এক ফুটবল টিম চালাতেই হিমসিম খেতে হয়। তাই একাধিক লিগ, হকি, ক্রিকেট বা অন্য ইভেন্টগুলো চালানো সম্ভব হচ্ছে না। তবে পুরান ঢাকার ক্লাব হিসেবে রহমতগঞ্জকে আমরা তার ঐতিহ্য অনুযায়ী আমাদের পূর্বপুরষদের মতোই এখনো ফুটবলের ময়দানে টিকিয়ে রেখেছি এবং রাখবো ইনশাআল্লাহ'।

ওই নতুনের কেতন ওড়ে...

মো. মুলতানুর রহমান

মধুমতি ব্যাংক ২৬তম জাতীয় ক্রিকেট লিগের তৃতীয় রাউন্ড পর্যন্ত কোনো ম্যাচ হারেনি ঢাকা মহানগর। ২ ম্যাচ জিতেছে এবং অন্যটি ড্র করেছে দলটি। এ ছাড়া ২টি ম্যাচে জয় পেয়েছে সিলেট বিভাগও, হেরেছে অন্য ম্যাচটি। অন্যদিকে খুলনা বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ ও রংপুর ১টি করে ম্যাচ জিতলেও তিন রাউন্ড শেষে জয়শূন্য ছিল ঢাকা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগ। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, চলমান এনসিএলে প্রথম থেকেই সিনিয়রদের ছাপিয়ে তরুণদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের অধ্যায় চুকানো সম্ভাবনাময় উঠতি খেলোয়াড়দের অনেকেই পাচ্ছেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরির দেখা, কেউ কেউ বল হাতে শিকার করছেন প্রথম 'ফাইফার'। আবার লঙ্গার ভার্সনে অভিষেক রাঙানোর ঘটনারও দেখা মিলছে।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ইনিংসেই ৬ উইকেট নিয়েছেন তরুণ পেসার মারুফ মৃধা

অভিষেকেই মারুফের তান্ডব

সবশেষ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলেছেন মারুফ মৃধা, ছিলেন ২০২৩ সালে যুব এশিয়া কাপের শিরোপা জেতা বাংলাদেশ দলেও। এবারের জাতীয় ক্রিকেট লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় এই তরুণ বাঁহাতি পেসারের। মূলত ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপের দলে থাকায় খেলার সুযোগ হয়নি এনসিএলের প্রথম রাউন্ডে। লাল বলের ফার্স্ট ক্লাশ ক্রিকেটে জীবনের প্রথম ম্যাচেই চমকে দিয়েছেন ময়মনসিংহ থেকে উঠে আসা মারুফ। ঢাকা মহানগরের হয়ে খেলতে নেমে বিকেএসপির চার নম্বর মাঠে রাজশাহীর বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে রীতিমতো তান্ডব চালিয়ে তুলে নেন ৬ উইকেট। মারুফের বিধ্বংসী বোলিংয়ে (১১.২-১-২২-৬) মাত্র ৭৭ রানে গুটিয়ে যায় রাজশাহী এবং ম্যাচ হারে ১০ উইকেটে। রাকিবুল হাসানের ঘূর্ণিতে (৮/৫৬) অবশ্য দ্বিতীয় ইনিংসে আর তেমন কিছু করার সুযোগ হয়নি তাঁর, ৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য।

রাকিবুলের ক্যারিয়ার-সেরা

গত মাসে ভারত সফরে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলে প্রথমবার ডাক পেলেও কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি রাকিবুল হাসান। তরুণ এই বাঁহাতি স্পিনার ঢাকা মহানগরের হয়ে জাতীয় ক্রিকেট লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলতে নেমেই দেখিয়েছেন চমক! বিকেএসপির চার নম্বর মাঠে রাজশাহীর বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে সতীর্থ মারুফ মৃধা ও আনিসুল ইসলামের বোলিং তান্ডবে বলই হাতে নিতে পারেননি। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে স্পিন-জাদু দেখিয়েছেন রাকিবুল, রাজশাহীর ব্যাটসম্যানদের বিভ্রান্ত করে একে একে শিকার করেন ৮ উইকেট। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের ১২তম ম্যাচে দ্বিতীয়বারের মতো পেলেন 'ফাইফার' এবং এটিই তাঁর ক্যারিয়ার-সেরা বোলিং ফিগার (১৫.৫-৪-৫৬-৮)। ঢাকা মহানগরকে জিতিয়ে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার উঠে রাকিবুলের হাতে।

২২ বছর বয়সী রাকিবুল হাসান ২০২০ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের শিরোপা জয়ী বাংলাদেশ যুব দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের অধ্যায় শেষ করে এরপর থেকে ঘরোয়া ক্রিকেটে আলো ছড়িয়ে ইতোমধ্যেই নির্বাচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। সম্ভাবনাময় এই বাঁহাতি স্পিনারের যদিও এখনো বাংলাদেশ জাতীয় দলে খেলা হয়নি। তবে গত বছর চীনের হাংজুতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের ক্রিকেট ইভেন্টে বাংলাদেশের হয়ে ৩টি ম্যাচ খেলেছেন রাকিবুল, যেগুলোকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে আইসিসি।

দ্বিতীয় ম্যাচে শিবলির প্রথম

এবারই প্রথম জাতীয় ক্রিকেট লিগ খেলছেন আশিকুর রহমান শিবলী। প্রথম রাউন্ডে ঢাকা বিভাগের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর অভিষেক হয় সিলেট বিভাগের বিপক্ষে। খুলনার শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামে বৃষ্টিবিঘ্নিত ওই

লাল বল হাতে ক্যারিয়ার-সেরা বোলিং করেছেন বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান

ম্যাচের একমাত্র ইনিংসে ব্যাটিং করে ১৫ রানে আউট হয়ে যান এই তরুণ ওপেনার। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচেই পেয়ে যান সেঞ্চুরির দেখা এবং পেয়েছেন ম্যাচসেরার অ্যাওয়ার্ড। বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে রংপুর বিভাগের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে শিবলির ব্যাট থেকে আসে ১২৯ রান। ব্যাটিং সূচনা করতে নেমে ২৬৬ মিনিট উইকেটে কাটিয়ে ১৮৬ বলে খেলা তাঁর অসাধারণ ইনিংসে ছিল ১০টি চার ও ৫টি ছক্কার মার। এই ম্যাচেও হানা দেয় বৃষ্টি এবং টানা দ্বিতীয় ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়া ঢাকা এমনকি তৃতীয় ম্যাচও ড্র করে!

আশিকুর রহমান শিবলি নামটি কি পরিচিত লাগছে? লাগারই কথা। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে গত বছর যুব এশিয়া কাপ মাতিয়েছিলেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। ফাইনালে স্বাগতিক দলকে হারিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাটি থেকে যে য়ে

আশিকুর রহমান শিবলি পেয়েছেন প্রথম সেঞ্চুরির দেখা

এনেছিল টাইগার যুবারা, দুর্দান্ত ব্যাটিং নৈপূণ্য উপহার দিয়ে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছিলেন শিবলি।

মেহেরবের 'ফাইফার' কীর্তি

এসএম মেহেরব হাসান। বয়স চলছে ২১ বছর। মূল পরিচয় বাঁহাতি বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান, যদিও অকেশাল অফস্পিনার হিসেবে মাঝেমধ্যে হাতও ঘোরান। বছর দুয়েক আগে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলে খেলার সময় থেকেই স্টাইলিস্ট ব্যাটসম্যান হিসেবে বেশ নজর করেছেন। ২০২২ সালে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের হয়ে প্রথমে লিস্ট 'এ' এবং পরে রাজশাহী বিভাগের জার্সি গায়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া মেহেরব গত বিপিএলে ৪টি ম্যাচ খেলেছেন দুর্দান্ত ঢাকার হয়ে, যদিও সেভাবে পারফর্ম করতে পারেননি। এবারের জাতীয় ক্রিকেট লিগের প্রথম রাউন্ডে ব্যাটিংয়ে (৫ ও অপরাজিত ১৮) তেমন সুবিধা করতে না পারলেও সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খুলনা বিভাগের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে স্পিন-জাদু দেখিয়ে একাই তুলে নেন আধা ডজন উইকেট (১১.২-৩-৩৫-৬)। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এই প্রথম 'ফাইফার' অর্জন করা মেহেরবের এই সংস্করণে আগের ছয় ম্যাচ মিলে ছিল সাকুল্যে ৪ উইকেট।

ইফতিখারের প্রথম সেঞ্চুরি

আসছে ২৭ নভেম্বর ২২তম জন্মদিন পালন করবেন ইফতিখার হোসেন ইফতি। দ্বীপজেলা ভোলা থেকে উঠে আসা এই তরুণ বাঁহাতি ব্যাটসম্যানের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ২০২২ সালের নভেম্বরে। বরিশাল বিভাগের হয়ে গত দুই মৌসুমে ৭ ম্যাচ খেলে ১টি ফিফটি করলেও কোনো সেঞ্চুরি ছিল না তাঁর। তবে এবার জাতীয় ক্রিকেট লিগের প্রথম ম্যাচেই তিন অংকের ম্যাজিক্যাল ফিগারের দেখা পেতে পারতেন। কিন্তু ঢাকা মহানগরের বিপক্ষে সিলেটে অনুষ্ঠিত প্রথম রাউন্ডের প্রথম ইনিংসে ব্যক্তিগত ৯৮ রানের মাথায় রান আউটে কাটা পড়ে মাত্র ২ রানের জন্য সেঞ্চুরি বঞ্চিত হন তিনি। ওই আক্ষেপ ঘুচিয়ে এনসিলের তৃতীয় রাউন্ডে এসে ইফতি তুলে নেন ক্যারিয়ারের প্রথম ফাস্ট ক্লাস সেঞ্চুরি। কক্সবাজারে রাজশাহী বিভাগের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে বরিশালের করা ২০৫ রানের মধ্যে এই তরুণ একাই করেন ১১৬ রান, যেখানে ছিল ২০৫ বলের ব্যবহার; বাউন্ডারি মেরেছেন ১২টি এবং ছক্কা ১টি।

১ রানের আক্ষেপ!

এনসিএলের প্রথম রাউন্ডে খুলনায় সিলেট বিভাগের বিপক্ষে একমাত্র ইনিংসে ১১৮ রান দিয়ে শুরু করেছিলেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। এরপর বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে রংপুর বিভাগের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচ চলাকালীন হঠাৎ ডাক আসে জাতীয় দলে এবং তাৎক্ষণিকভাবে চট্টগ্রাম উড়ে গিয়ে জাকের আলী অনিকের মাথায় চোট ও লিটন দাসের জ্বরের কারণে পরদিন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বাংলাদেশের টেস্ট ক্যাপ ওঠে এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের মাথায়। হতাশাময় টেস্ট অভিষেকের পর এনসিএলের তৃতীয় রাউন্ডে নেমে আবার দারুণ ব্যাট করেন মাহিদুল। কক্সবাজার মাঠে চট্টগ্রাম বিভাগের বিপক্ষে তৃতীয় দিন শেষে ৯৯ রানে অপরাজিত থেকে স্বপ্ন দেখছিলেন আরেকটি সেঞ্চুরির। কিন্তু চতুর্থ দিন সকালে আর কোনো রান যোগ না করেই আহমেদ হোসেনের বলে ক্যাচআউট হয়ে যান মাহিদুল! মাত্র ১ রানের জন্য প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে চতুর্থ সেঞ্চুরি ফস্কে যায় তাঁর।

শেখ মেহেদীর জোড়া '৫'

বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের নিয়মিত সদস্যই বলতে হবে শেখ মেহেদী হাসানকে। ১১টি ওডিআই খেললেও তাঁর এখনো টেস্ট অভিষেক হয়নি। প্রায় ৩০ বছর বয়সী এই অফস্পিন অলরাউন্ডারের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ার কিন্তু বেশ সমৃদ্ধ। সাদা পোশাকে ব্যাটে-বলে প্রায়শই তাঁকে দেখা যায় ম্যাচ উইনারের ভূমিকায়। এবারের জাতীয় ক্রিকেট লিগের তৃতীয় রাউন্ডেও যেমন বোলিংয়ে দারুণ নৈপূণ্য দেখালেন তিনি। খুলনা বিভাগের হয়ে খেলা মেহেদী সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ঢাকা মহানগরের বিপক্ষে ঘূর্ণি বলের ক্যারিশমা দেখিয়ে দুই ইনিংসেই '৫-এর নামতা' গুনে শিকার করেন ১০ উইকেট (২২.২-৫-৬২-৫ ও ৩৭.১-৯-৮৮-৫)। ফলে এনসিএলের প্রথম দুই ম্যাচ জিতে আকাশে উড়তে থাকা ঢাকা মহানগরকে পেতে হয় ৯ উইকেটে প্রথম হারের স্বাদ। ব্যাট হাতে একমাত্র ইনিংসে আট নম্বরে নেমে ৫ রানে আউট হলেও বল হাতে দুর্ধর্ষ পারফরম্যান্সের সুবাদে ম্যাচসেরার পুরস্কার পান শেখ মেহেদী। এই নিয়ে ফাস্ট ক্লাশ ক্রিকেটে তৃতীয় বারের মতো ম্যাচে ১০ বা তারবেশি উইকেট পেলেন তিনি, আর 'ফাইফার' কীর্তি অষ্টম ও নবমবার।

ব্যাটিংয়ের গোড়ায় গলদ না তো?

সেকান্দার আলী

বাংলাদেশের ক্রিকেটের দুঃখ কি? কেমন বেমানান প্রশ্নটা মনে হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক। এই যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জাতীয় দলের পারফরম্যান্সে চরম উত্থানপতনের পেছনে বড় কারণ হলো ব্যাটিং। বোলাররা ধারাবাহিক ভালো করার পরও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নেতিবাচক ফল হচ্ছে ব্যাটিং ব্যর্থতায়। টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি কোনো সংস্করণে ব্যাটিং ভালো হচ্ছে না। কদাচিত যে ম্যাচগুলোতে ব্যাটিং ভালো হয় সেগুলো জেতে বাংলাদেশ। হিসেবের খাতায় চোখ বুলালে দেখতে পাবেন ব্যাটিং ভালো করা ম্যাচের সংখ্যা খুবই কম। সেদিক থেকে দেখলে বাংলাদেশের ক্রিকেটে দুর্বলতার জায়গা ব্যাটিং। বছরের পর বছর ব্যাটিং ব্যর্থতার পরও কারণ অনুসন্ধান করতে দেখা যায় না। অথচ জাতীয় দলে বিদেশি কোচ নিয়োগে কার্পণ্য নেই বিসিবির।

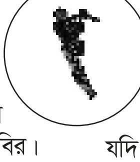

বিদেশি কোচরা নিয়োগ পাওয়ার এক দুই মাসের ভেতরেই বলতে শুরু করেন বাংলাদেশে প্রতিভার ছড়াছড়ি। চার্লস ব্রায়ন লারার মতো ব্যাটিং প্রতিভার দেখতে পান তারা। অথচ ২২ গজে ভুল শট খেলে আউট হওয়ার ঘটনা রেকর্ড গড়ার মতোই। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালের জাতীয় দল থেকে সরে যাওয়া আর মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ও মুশফিকুর রহিমদের বয়স যেন ব্যাটিংয়ের শূন্যতা বাড়িয়েছে। জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটারদের কাছে দিন দিন ব্যাটিং খারাপ হওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হলে সকলেই গোড়ায় গলদ দেখতে পেয়েছেন। সাবেক অধিনায়ক রকিবুল হাসান, মিনহাজুল আবেদীন নান্নু, হাবিবুল বাশার ও কোচ মিজানুর রহমান বাবুল নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাটিংয়ের মান নিয়ে বিশ্লেষণ ও সমাধানের পথ দেখান।

রবিকুল হাসান, সাবেক অধিনায়ক ও ব্যাটার

বাংলাদেশের ব্যাটাররা গুগলিও খেলতে পারে না, ক্যারম বলও খেলতে পারে না। লেগ স্পিনও খেলতে পারে না। এভাবে একটি দল চলতে পারে না। আমরা ব্যাটিং ভালো করি তখনই উইকেট ভালো থাকলে, সোজা বল পেলে। এক লাইন পিক করে আমাদের ব্যাটাররা খেলে। কিন্তু যখনই ‘কোয়ালিটি বোলিং’ মোকাবেলা করতে হয় তখন পারে না। আমাদের ব্যাটারদের টেম্পারমেন্ট কম। একশ বছরেও কিছু হবে না যদি না আমি আমার স্কিলে উন্নতি করতে পারি। টেস্ট ম্যাচে স্কিলে এক নম্বর। টেস্টে আক্রমণাত্মক খেলা হয়। টেস্ট ম্যাচের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে ৫০ ওভারের খেলায়। সাদা বলে লম্বা ওভারের খেলা। টি-টোয়েন্টি অন্যরকম। গেলাম খেলে দিলাম। বোলাররাও ওখানে অন্যরকম বোলিং করে। এককথায় টেস্ট ও ফিফটি ওভারের খেলায় ভালো করতে হলে মনযোগ থাকতে হবে। আমাদের ব্যাটাররা বলের লাইন পিক করে না। বলের ওপর চোখ রাখে না। চোখ থাকতে হবে বোলারের হাতের ওপরে। কব্জি কোথায় ঘুরছে। এরপর পরিস্থিতি বুঝে নিজের স্কিল কাজে লাগাতে হবে। মানুষ চায় জয়। না জিতলেও জয়ের কাছাকাছি যেতে দেখতে চায়। লড়াই তো করতে পারছে না। ব্যাটিংয়ের টেকনিক যদি ঠিক না থাকে তাহলে সমস্যা। টেকনিক দুই রকম- একটি মনস্তাত্তিক, অন্যটি শারীরিক। দুটোর সমন্বয় হতে হবে। মন যেটা করতে বলবে শরীর সেটা বাস্তবায়ন করবে। আমাদের ব্যাটাররা দুটোর সমন্বয় ঘটাতে পারছে না।

মিনহাজুল আবেদীন নান্নু, সাবেক অধিনায়ক ও ব্যাটার

এই যে ব্যাটিং ব্যর্থতা দেখছি তা সম্পন্ন মনোস্তাত্তিক কারণে। এই খেলোয়াড়রাই কিছুদিন আগে ভালো খেলেছে। মাঝখানে তিন সংস্করণ বেশি খেলা হচ্ছে। নিজেদের প্রস্তুত করার সময় পায় না। সিরিজের পর সিরিজ খেললে প্রস্তুতির ঘাটতি থেকে যায়। এখানে কোনো খেলোয়াড় ছন্দহীন থাকলে তাকে ছন্দে ফেরানোর মঞ্চ হলো প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট। আমরা ওই জায়গায় ক্রিকেটারদের নিতে পারছি না। সুযোগই নেই। যেহেতু আমাদের সীমিত সংখ্যক খেলোয়াড়, ওই জন্য বিকল্প নেওয়া সম্ভব হয় না। এরপরও সবকিছুর উর্ধ্বে হলো ব্যক্তিগত মূল্যায়ন। কোচ আপনাকে হাতে ধরে শেখাতে পারবে না। বেসিকগুলো দেখাতে পারবে, নিজেকেই পরিকল্পনা করে এগোতে হবে। ওইভাবে মন মানসিকতা তৈরি করে উন্নতি করতে হবে। ঘরোয়া ক্রিকেটে শতভাগ খেললে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেটা হয়ে যায় ৬০ ভাগ। সে হিসেবে আপনার মনোনিবেশ সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিতে হলে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলে আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে হবে। দুই তিন মাস অফ ফর্মে থাকলে বড় দৈর্ঘ্যের ক্রিকেট খেলে নিজেকে ঝালাই করে নিতে হয়। এখন সে সুযোগ নেই, তাই সেলফ অ্যাসেসমেন্ট বা ব্যক্তিগত মূল্যায়ন হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বল নির্বাচন নিজের থেকে তৈরি হয়। বাংলাদেশের ব্যাটাররা বল নির্বাচন নির্বিচারে করে। এই জিনিসগুলো থেকে বের হতে না পারলে অফ ফর্ম থেকে বের হওয়া কঠিন।

আমরা ভালো স্পিনের বিপক্ষে ভালো ব্যাটিং করছি না। টেস্ট ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজে খেলতে পরিনি। একটু স্পিন হলেই খেলতে পারছে না। এ দিকটি চিন্তা করে গত বছর এনসিএলে কিছু ম্যাচ এরকম উইকেটে দিয়েছিলাম। সোয়া একদিনের মধ্যেই চার ইনিংস শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদেরকে উন্নতির জন্য এখন অনেকগুলো ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। স্পিনে আমরা ভালো খেলতে পারছি না। আমাদের দেশে এখন ভালো মানের স্পিনারও নেই। আমরা আলোচনা করছি বিদেশি ভালোমনের স্পিনার এনে এখানে খেলাতে। সবচেয়ে বড় যে উদ্যোগ নিতে হবে- দুটো একাদশ বানাতে হবে। দুটি দল নিয়ে আন্তর্জাতিক খেলতে হবে। সীমিতসংখ্যক খেলোয়াড় নিয়ে উন্নতি করতে পারবেন না। ১৫ জন ক্রিকেটার দিয়ে হবে না। দুটি সমান্তরাল দল করতে না পারলে সমস্যা মিটবে না। অফ ফর্মের ক্রিকেটারদের বদলি নিতে পারবেন না। ফলে খারাপ করার পরও জাতীয় দলে খেলা চালিয়ে যাবে। কারণ তার চেয়ে ভালো খেলোয়াড় দেশে নেই। আমাদের খেলোয়াড় কম এবং ম্যাচ ফিটনেসে ঘাটতি নিয়ে খেলে। কারণ আমাদের খেলোয়াড়রা প্রথম শ্রেণির ম্যাচ কম খেলে। যার কারণে স্কিল ফিটনেস কম। এ জন্য খুব তাড়াতাড়ি ইনজুরিতে পড়ে।

হাবিবুল বাশার, সাবেক অধিনায়ক ও ব্যাটার

আগের থেকে সুযোগসুবিধা অনেক বেড়েছে। উইকেট আগের থেকে অনেক ভালো। প্রিমিয়ার লিগ, জাতীয় লিগে ভালো উইকেটে খেলা হয়। এখন অজুহাত দেওয়ার জায়গা কম। একা প্র্যাকটিস করারও সুযোগ আছে। এখন ছেলেরা কেন পারছে না, এটা বের করা কঠিন। কারণ সকল সুযোগসুবিধা থাকার পরও ভালো হচ্ছে না। আমার মনে হয়, গত কয়েক বছরে আমাদের ‘ক্যারেক্টার’ তৈরি হয়নি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুধু স্কিলই সব না। ‘ক্যারেক্টার’ লাগে। চ্যালেঞ্জটা নেওয়া, চ্যালেঞ্জিং মুহূর্তে কঠিন পরিশ্রম করা। কঠিন পরিশ্রম বলতে জিমে যাওয়া, রানিং করা নয়। কঠিন পরিশ্রম বলতে চ্যালেঞ্জের মুখে কষ্ট করে ব্যাটিং করা। ফ্ল্যাট উইকেটে ব্যাটিং করাও কঠিন পরিশ্রম। ওই কঠিন পরিশ্রম করার মতো মানসিকতা কেন যেন তৈরি হচ্ছে না আমাদের।

জাতীয় দলের কোচরা বেশিরভাগই ট্যাকটিক্যাল। ওখানে খুব বেশি পরিবর্তন করার জায়গা থাকে না। আমাদের দেখতে হবে ছেলেরা যেখান থেকে শিখে এসেছে ওখানে কোনো সমস্যা আছে কিনা। ওখানে যে স্কিল লেভেলে কাজ করা হচ্ছে তা ঠিক প্রক্রিয়ায় হচ্ছে কিনা দেখতে হবে। ওই দিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার। জাতীয় দলে বিশ্বের সেরা কোচ নিয়ে এলেও খুব বেশি পরিবর্তন হবে বলে আমার মনে হয় না। জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের ট্যাকটিক্যাল দিকটি হয়তো কাজ করছে না। টেকনিক্যালি কোনো সমস্যা থাকলে জাতীয় দলে এসে পরিবর্তন করার সুযোগটা কম থাকে। জাতীয় দলের আগের যে লেভেল রয়েছে- সেখানে যে কোচিং হচ্ছে, খেলোয়াড়রা প্র্যাকটিস করছে সেখানে কোনো ভুল আছে কিনা খুঁজে দেখা উচিত। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। একটা উদাহরণ দেই- আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারত, তাদের ফাস্ট বোলার ছিল- ১২০, ১২৫ বা ১৩০ কিলোমিটার গতির। ভেঙ্কাটেশ প্রসাদ করত। শ্রীনাথ একটু জোরে বল করত- ১৩০, ১৩২ বা ১৩৫। ফাস্ট বোলার ভালো ছিল না এবং ব্যাটাররা ফাস্ট বলে ভালো খেলত না। এখন নতুন খেলোয়াড় এসেই ১৪৫ কিলো গতিতে বল করছে। ব্যাটাররা মেরে খেলছে। ব্যাট সুইং দেখেন কত ভালো। এর অর্থ হলো ওদের শেখাটা খুব ভালো হচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই তাদের কাজে লাগছে। আমার মনে হয় ওই জিনিসটায় বেশি নজর দেওয়া দরকর। কারণ জাতীয় দলে এসে পরিবর্তন করার জায়গা থাকে না। ভুল টেকনিকে চারশ বল খেললে ভুল শিখবেন। কোয়ালিটি ২০ মিনিটের প্র্যাকটিস দুর্বল এক ঘণ্টার প্রাকটিসরে চেয়ে কার্যকর।

এখন ছেলেদেরে প্র্যাকটিসের সুযোগসুবিধা বেশি। কোচ পাওয়া যায়। একটি দলের সঙ্গে ১০ জন ম্যানেজমেন্ট সদস্য থাকে। ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিছু করার আছে এবং করতে হবে। আমাদের মানসম্পন্ন খেলোয়াড়ের সংকট আছেই। কিন্তু 'ক্যারেক্টার' না থাকা সমস্যায় ফেলেছে। তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম যখন এসেছিল তখন তারা বাকিদের থেকে নিজেদের আলাদা করতে পেরেছিল। তারা দেখিয়েছে মানসিকভাবে অনেক স্ট্রং। তারা সেরা হতে চেয়েছে। মাহমুদউল্লাহ সেরা হতে চেয়েছে। এটা ব্যক্তি খেলোয়াড়ের ওপর নির্ভর করে। এখানে কোচরা কিছু শেখাতে পারে না। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ধারাবাহিকভাবে টপঅর্ডার ফেল করা। যেটা দুশ্চিন্তার কারণ। তামিম ও লিটনের একটা ওপেনিং জুটি হয়েছিল লম্বা সময়। ২০১৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত তারা একসঙ্গে খেলেছে। ওই সময়ে বাংলাদেশ সেরা ক্রিকেটটা খেলেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। কিছু খেলোয়াড়ের আছে যারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। সৌম্য সরকারকে তামিমের জায়গাটা নিয়ে নেওয়া উচিৎ ছিল। সাকিব-তামিমদের জায়গা নেওয়া উচিৎ ছিল সাব্বির রুম্মান, নাসির হোসেনদের। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি সাকিব, তামিম, মুশফিক, মাহমুদউল্লাহকে কেউ প্রতিষ্ঠিত করে দেয়নি। তারা নিজেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমাদের কিছু খেলোয়াড় খুব ভালো শুরু করেছিল। এখন তাদের লিড দেওয়ার কথা। কিন্তু তারা পারেনি।

মিজানুর রহমান বাবুল, কোচ বিসিবি

আমাদের পুরো কাঠামোতে উন্নতি করতে হবে। প্র্যাকটিস সুযোগসুবিধা থেকে শুরু করে, পরিবেশ বদলাতে হবে। ছোট বেলা থেকে ব্যাটারদের গড়ে তুলতে হবে শুদ্ধ ক্রিকেট চর্চার মধ্যদিয়ে। প্রান্তিক পর্যায়ে যে সকল ক্রিকেট কোচ আছেন বা কোচি করান তাদের স্কিল কতটা বিশুদ্ধ ছিল জানি না। তারা কোচিং কোর্স করে না থাকলে ভুল শেখাতে পারেন। যে জেলায় খেলে সেখানে ভালো কোচি থাকতে হবে। বেসিক শেখাটা ভালো জায়গায় হতে হবে। বিসিবির জেলা কোচ আছে কিন্তু তাদের পক্ষে পুরো জেলা দেখা সম্ভব না। থানা পর্যায় বা একাডেমি বা স্কুলে খেলা শেখে ছেলে-মেয়েরা। ওই পর্যায়ের কোচদের প্রশিক্ষণ দেওয়া গেলে পরিস্থিতি বদলাতে পারে।

ভারত কেন পাকিস্তান যাচ্ছে না?

মেহেদী হাসান জনি

২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি মাঠে গড়াতে এখনো বাকি চার মাসেরও বেশি সময়। কিন্তু নানা কারণে প্রতিদিনই খবরের শিরোনাম হচ্ছে বিশ্বকাপের পর ক্রিকেটের সবচাইতে জনপ্রিয় এই টুর্নামেন্টটি। ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক দেশ হিসেবে পাকিস্তানের নাম ঘোষণার পর থেকেই শঙ্কার মধ্যে পড়েছে টুর্নামেন্টের ভবিষ্যৎ। ভারতের আপত্তিতে এশিয়া কাপের মতো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও হতে পারে 'হাইব্রিড' মডেলে, গুঞ্জন উঠেছে এমনটাই। তবে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকিভ সাফ জানিয়ে দিলেন, চ্যাম্পিয়নন্স ট্রফিতে কোনো হাইব্রিড মডেল মেনে নেবে না পাকিস্তান।

২০২৩ সালে এশিয়া কাপ আয়োজন করেছিল পাকিস্তান। তবে ভারতের আপত্তিতে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে মিলে হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে বাধ্য হয় তারা। ভারত তাদের ম্যাচগুলো খেলেছিল শ্রীলঙ্কায়। তবে দুই দেশে ক্রিকেটারদের যাতায়াতের ধকলের কারণে এই পদ্ধতি নিয়ে সমালোচনাও কম হয়নি।

২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও পাকিস্তানে যেতে আপত্তি ভারতের। পাকিস্তানের তরফ থেকে বারবার নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করা হলেও রাজি করানো যায়নি ভারতকে। এতে অনেকেই ধারণা করছেন, আরব আমিরাত কিংবা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে মিলে হাইব্রিড মডেলের টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে যাচ্ছে পাকিস্তান। ১৯৯৬ সালে ভারত-শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথভাবে বিশ্বকাপের আয়োজন করেছিল পাকিস্তান। আসরের ফাইনালও গড়িয়েছিল লাহোরের বিখ্যাত গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে। এরপর কেটে গেছে প্রায় তিন দশক। আইসিসির একাধিক বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট চালু হয়েছে। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পাশাপাশি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। উপমহাদেশের অন্য তিন দেশ বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা সবাই আয়োজন করেছে এই টুর্নামেন্টগুলো। ব্যতিক্রম পাকিস্তান। ২০০৯ সালে লাহোরে লঙ্কান ক্রিকেটারদের ওপর হামলার পর থেকে দেশটিতে নির্বাসিত ছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। ২০১১ বিশ্বকাপ আয়োজনের থাকলেও সহ-আয়োজকের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায় তারা।

সবশেষ এশিয়া কাপ আয়োজনের ক্ষেত্রেও বাধে বিপত্তি। প্রতিবেশী ভারত সেখানে খেলতে যেতে না চাইলে হাইব্রিড মডেলে শুরু হয় টুর্নামেন্টটি। কিছু খেলা হয় শ্রীলঙ্কাতে। ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজকও পাকিস্তান। এবারও নিরাপত্তার অজুহাতে পাকিস্তানে খেলতে যেতে চায় না ভারত। তাই আলোচনায় আবারও হাইব্রিড মডেল। তবে এই সিস্টেমে প্রস্তুত নয় পাকিস্তান– এমনটাই জানিয়েছেন পিসিবি চেয়্যারম্যান মহসিন নাকভি।

রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে ১৬ বছর ধরে পাকিস্তান সফর করেনি ভারতীয় ক্রিকেট দল। শুধু তা-ই নয়, ২০১৩ সালের পর থেকে নিজেদের মধ্যে কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলেনি দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই সময়ে লড়াই হয়েছে কেবল আইসিসি টুর্নামেন্ট কিংবা এশিয়া কাপে।

এদিকে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আট দলের এই টুর্নামেন্টে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন্স হিসেবেই মাঠে নামবে স্বাগতিক পাকিস্তান।

বিশেষ ঘোষণা

লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, সংগ্রাহক, ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ানুরাগীসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যার খোঁজ করেন। কিন্তু সংখ্যাগুলো দুর্লভ হয়ে যাওয়ায় তা সংগ্রহ কিংবা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁদের সুবিধার্থে 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলো ফেসবুক পেইজে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হচ্ছে। ফেসবুক অ্যাকাউন্টধারীরা তাঁদের আইডিতে ঢুকে A nostalgic journey to Bangladesh sports সার্চ করলে আপলোডকৃত সংখ্যাগুলো দেখতে পারবেন।

ক্রীড়াঙ্গনের তৃণমূলের নায়কেরা

মো. জোবায়ের হোসেন

আহসানউজ্জামান ঝন্টু

রাজধানী ঢাকা থেকে দূরের জেলা ঝিনাইদহ। বাংলাদেশের ক্রীড়া মানচিত্রে তেমন বড় জায়গা করে নিতে পারেনি এই জেলাটি। এরপরও ফুটবল, হকি বিভিন্ন খেলায় জাতীয় তারকা উপহার দিয়ে আসছে ঝিনাইদহ। জেলার খেলা পরিচালনা ও খেলোয়াড় উঠে আসার পেছনে কাজ করেছেন নিবেদিতপ্রাণ কয়েকজন। গত দুই-তিন দশকে ঝিনাইদহের ফুটবল ও ঝন্টু যেন সমার্থক শব্দ। সাবেক ফুটবলার আহসানুজ্জামান ঝন্টু ঝিনাইদহ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন পদে ছিলেন বিগত সময়ে। ফুটবলার হলেও অন্য খেলাধুলাতেও রয়েছে তার সক্রিয় ভূমিকা। ঝিনাইদহ থেকে সম্প্রতি জাতীয় ফুটবল দলে খেলেছেন জুয়েল রানা ও আলমগীর মোল্লা। পরিশ্রমী ফুটবলার আলমগীর মোল্লার জীবনের গল্পও পরিশ্রমে। তাঁর ফুটবলার হয়ে উঠার পেছনে পরিবারের সহায়তার পাশাপাশি জেলার ক্রীড়া সংগঠকদের অবদান দিলেন, ‘ফুটবলের হাতেখড়ি ঝিনাইদহ থেকেই। জেলার নিবেদিতপ্রাণ সংগঠকদের মাধ্যমেই ফুটবলে এত দূর আসতে পেরেছি।’ সদ্য সমাপ্ত বাফুফে নির্বাচনে সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নাসের শাহরিয়ার জাহেদী। ঝিনাইদহের ফুটবলে তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পৃষ্ঠপোষকতা করলেও সাংগঠনিক কাজটিই ঝন্টুই করেন। ঝন্টু সম্পর্কে জাহেদী বলেন, ‘ঝন্টু ঝিনাইদহের ফুটবলের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর মাধ্যমে ঝিনাইদহের অনেকে ফুটবল শিখছে এবং জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখছে। ঝিনাইদহের অনেক পরিবার ফুটবলের উপর নির্ভরশীল।’ সাবেক ফুটবলার ঝন্টু এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন থেকে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কোচ। সংগঠক ও কোচ দুই সত্তাই তাঁর জাগরুক, ‘ঝন্টু ফুটবল একাডেমি একটি তৈরি করেছি। সেই একাডেমিতে ঝিনাইদহ স্টেডিয়ামে প্রায় প্রতিদিনই ৫০-৬০ জন বালক অনুশীলন করে। তাদের ফুটবলের কলা-কৌশল যেমন শেখাতে হয় তেমনি অনেক দরিদ্র পরিবার থেকে আসা ফুটবলে আগ্রহীদের বুট, বল কিনে দিতে হয়।’ ঝন্টু এক সময় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের প্যানেলভুক্ত কোচ ছিলেন। পেশাগত কাজে বাফুফের প্রধান কার্যালয় ঢাকা ও ট্যালেন্ট হান্ট করতে বিভিন্ন জেলায় ছুটতে হয়েছে। এরপরও নিজ জেলার ফুটবল ও ক্রীড়াঙ্গনের জন্য কাজ করেছেন, ‘আসলে অন্য অনেক জেলার মতো ঝিনাইদহের ক্রীড়াঙ্গনেও অবকাঠামো সমস্যা। এক জেলা স্টেডিয়ামের ওপরই মূল চাপ পড়ে। সেই স্টেডিয়ামও অনেকটা পরিপূর্ণ নয়, ‘বিকেল হলেই ঝিনাইদহ স্টেডিয়ামে আসে অনেকে। ফুটবলসহ আরও কয়েকটি খেলার চর্চা এখানে রয়েছে। স্টেডিয়াম ছাড়া সরকারি বিদ্যালয়ের মাঠই ঝিনাইদহের খেলাধুলার জন্য সম্বল।’ সরকারি বিদ্যালয়ের মাঠ ঝিনাইদহ জেলা ক্রীড়া ভেন্যু হিসেবে পাওয়ার ক্ষেত্রে সাবেক সাধারণ সম্পাদক জীবন কুমার বিশ্বাস ভূমিকা রেখেছেন। তিনি খেলোয়াড় ছিলেন না। রাজনীতি অঙ্গন থেকে সংগঠক হিসেবে ক্রীড়াঙ্গনে এসেছিলেন। এরপরও খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে ক্রীড়াঙ্গনকে আপন করে নিয়েছিলেন। বেশ কয়েক বছর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ঝিনাইদহ খেলা সচল থাকার পেছনে তাঁর অবদান ছিল। পৃষ্ঠপোষকতা ও সাংগঠনিক সহায়তা জেলার ক্রীড়াঙ্গন এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ঝিনাইদহ থেকে ফুটবলার উঠে আসলেও জাতীয় পর্যায়ে ক্রিকেটার সেই অর্থে কেউ আসেনি। সিনিয়র জাতীয় ক্রিকেট দলে এখনো ঝিনাইদহের কেউ জায়গা করে নিতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে ঝিনাইদহের পরীক্ষিত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব আহসানুজ্জামান ঝন্টুর পর্যবেক্ষণ, ‘আমি নিরলস ও নিরবচ্ছিন্নভাবে ফুটবল নিয়ে কাজ করছি। এর ফল কিছুটা পাওয়া যাচ্ছে। ক্রিকেট নিয়েও আমাদের জেলার অন্যরা কাজ করছে। ক্রিকেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মান অনেক বেশি। নানা কারণে ঝিনাইদহের ছেলেরা পেরে উঠছে না। তবে জুনিয়র পর্যায়ে আমাদের কয়েকজন খেলোয়াড় রয়েছেন, যাঁরা সামনে সম্ভাবনাময়।’ বাংলাদেশে নারী হকির চর্চা খুব বেশি নয়। সীমিত চর্চা হওয়া কয়েকটি জেলার মধ্যে ঝিনাইদহ অন্যতম। বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন আয়োজিত নারী হকি চ্যাম্পিয়নশিপে ঝিনাইদহ একবারের চ্যাম্পিয়ন। ব্যক্তিগত অন্য ডিসিপ্লিনের মধ্যে তারকা খেলোয়াড় বা জাতীয় পর্যায়ে তেমন অবস্থান নেই ঝিনাইদহের। এজন্য পৃষ্ঠপোষকতা অন্যতম কারণ বলে মনে করেন ঝন্টু, ‘জাতীয় পর্যায়ে একটি দল নিয়ে ঢাকায় গেলে অনেক খরচ। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সেই অর্থে আয় নেই। ফুটবল, ক্রিকেট ছাড়া অন্য খেলায় স্পন্সর, পৃষ্ঠপোষকতাও কম। ফলে নিজেরা কষ্ট করেই দল পাঠাতে হয় অনেক খেলায় জাতীয় পর্যায়ে।’ ঝন্টুর ভাইও ঝিনাইদহের ক্রীড়াঙ্গনে কাজ করছে। তাদের পরিবারই ক্রীড়াঙ্গনের, ‘আসলে আমার পরিবার ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমরা দুই ভাই জেলা ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। দুজনই জেলার খেলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করি।’

বিকেএসপির অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টারে ১১ নভেম্বর বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ‘আমি জিতলে, জিতবে দেশ’ এ প্রতিপাদ্যের ব্যানারে অনুপ্রেরণামূলক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আত্মদানকারী আহত সাতজন রিহ্যাবিলিটিশনপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীরা গণ-অভ্যুত্থানে আহত বীরদের আত্মত্যাগের কথা এবং তাঁদের জীবনযুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প শুনে অনুপ্রাণিত হন এবং নিজেদেরও খেলাধুলার মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনার বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে বিকেএসপির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মুনীরুল ইসলাম জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত সাতজনের প্রত্যেককে বিকেএসপির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করেন। এরপর রিহ্যাবিলিটিশনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিকেলে বিকেএসপির খেলোয়াড়দের সঙ্গে বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করেন, যা খেলোয়াড়দের ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে।

একনজরে ফুটবলার মাসুরা

নাম	:	মাসুরা পারভিন
পিতা	:	রজব আলী
মাতা	:	ফাতেমা বেগম
জন্ম তারিখ	:	১৭ অক্টোবর ২০০১
জন্মস্থান	:	সাতক্ষীরা
উচ্চতা	:	পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি
ওজন	:	৬১ কেজি
বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এইচএসসি পাস
ভাই/বোন	:	দুই বোন
পরিচিতি	:	ফুটবলার ও কাবাডি খেলোয়াড়
জার্সি নাম্বার	:	এমপি ৫
মাঠে পজিশন	:	সেন্টার ব্যাক
বর্তমান দল	:	বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল
কোন ক্লাবে খেলছেন	:	নাসরীন ক্লাব
জাতীয় দলে	:	২০১৪ সাল থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত জাতীয় নারী ফুটবল দল
অন্য কোন জাতীয় দলের হয়ে খেলেন	:	জাতীয় কাবাডি নারী দল
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা	:	২০১৪ সাল থেকে ছয়টি সাফ নারী ফুটবলসহ অন্যান্য টুর্নামেন্ট ও অলিম্পিক বাছাই পর্ব ২০১৯ সাল।
স্মরণীয় খেলা	:	সাফ নারী ফুটবল ২০২২ ও ২০২৪
প্রিয় খাবার	:	ফুচকা
প্রিয় রং	:	নীল
অবসর কাটে	:	টিকটক করে
পছন্দ	:	হাতে মেহেদী দেওয়া
প্রিয় খেলোয়াড়	:	থিয়াগো সিলভা (ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার)
বাংলাদেশি প্রিয় ফুটবলার	:	কৃষ্ণা রাণী সরকার
অন্য প্রিয় খেলা	:	কাবাডি
প্রিয় প্রশিক্ষক	:	আকবর স্যার ও ছোটন স্যার
খেলোয়াড়ি জীবনে আদর্শ	:	সদা সত্য কথা বলা
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	:	দেশের বাইরে ক্লাবে খেলা।
স্বাক্ষর	:	

গ্রন্থনা : মো. ফরিদুল ইসলাম

দক্ষিণ এশিয়ার মেয়েদের ফুটবলে বাংলাদেশই সেরা

রফিকুল ইসলাম

দু'টি কারণে এবারের সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ ছিল বাংলাদেশের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ। প্রথমত বাংলাদেশের সামনে ছিল শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের এবারের দলটি গত আসরের মতো ব্যালেন্স ছিল না। ২০২২ সালের চ্যাম্পিয়ন দলের সাথে পার্থক্য ছিল অনেক। বিশেষ করে ডিফেন্ডার আঁখি খাতুন, ফরোয়ার্ড সিরাত জাহান স্বপ্না দল ছেড়ে চলে যাওয়া এবং কৃষ্ণা রানী সরকার দীর্ঘদিন পর দলে ফিরলেও পুরোপুরি ইনজুরি কাটিয়ে উঠতে না পারা নিয়ে একটা আশঙ্কা ছিল। সেই সঙ্গে নারী ফুটবলারদের দীর্ঘদিনের কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন না থাকায়ও অনেকের কাছে মনে হয়েছিল শিরোপা ধরে রাখা কঠিন হবে। এসব সমীকরণতো ছিল টুর্নামেন্ট শুরুর আগে। তবে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই শুরুর পর বাংলাদেশ শিবিরে নতুন শঙ্কা তৈরি হয়েছিল ইংলিশ কোচ পিটার জেমস বাটলারের সাথে দলের সিনিয়র খেলোয়াড়দের দূরত্বের বিষয়টি সামনে আসায়। পাকিস্তানের বিপক্ষে কোনোমতে হার এড়িয়ে বাংলাদেশ যখন ভারতের বিপক্ষে টিকে থাকার লড়াইয়ে নামবে তার আগেই বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় গণমাধ্যমে বলে দিলেন কোচ সিনিয়রদের পছন্দই করেন না। পাকিস্তানের বিপক্ষে কোচ যে একাদশ নামিয়েছিলেন তা দেখে ভ্রু কুঁচকিয়েছিলেন অনেকেই। মেয়েদের অভিযোগের পাল্টা জবাব দিয়ে কোচ পরিস্থিতিকে আরও ঘোলা করে তোলেন। কারণ টুর্নামেন্ট চলাকালীন কোচের বিপক্ষে অভিযোগ তোলা বড় ধরনের শৃঙ্খলাভঙ্গের মধ্যেই পড়ে। আবার অভিভাবক হয়ে তার জবাব দেওয়াটাকেও কোচের সঠিক সিদ্ধান্ত মনে করেননি অনেকে।

তবে সব প্রতিকূলতা পেছনে ঠেলে বাংলাদেশের মেয়েরা দক্ষিণ এশিয়ার সেরা হয়েই কাঠমান্ডু থেকে দেশে ফেরে। নেপালের মাটিতে নেপালকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো দক্ষিণ এশিয়ার নারী ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সাবিনা-ঋতুপর্ণারা। দুর্দান্ত ফুটবল খেলে বাংলাদেশ ২-১ গোলে নেপালকে হারায় ফাইনালে। ২০২২ সালের ফাইনালে বাংলাদেশের জয় ছিল ৩-১ গোলের। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ফুটবলে দু'বার হারিয়েছে নেপালকে। তাও পর পর দুই আসরের ফাইনালে। একই হিসাব ভারতের বিপক্ষেও। গত সাফের মতো এই সাফেও ভারতকে হারিয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এই দু'বারই বাংলাদেশ হারিয়েছে ভারতকে।

বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন দল হলেও কাগজ-কলম আর ইতিহাস-ঐতিহ্যে এগিয়ে ছিল ভারত ও নেপাল। সেই দুই দলকে হারানোই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। গ্রুপপর্বে ভারতকে হারানোর পরই বাংলাদেশের জন্য সেমিফাইনালে ওঠার রাস্তা সহজ হয়ে যায়। যেমন হয়েছিল ২০২২ সালে। বাংলাদেশের শিরোপা জেতা পর্যন্ত অনেকটাই মিল ছিল গত আসরের। আগেরবারের মতো এবারও বাংলাদেশের গ্রুপে ছিল ভারত-পাকিস্তান। এবারও সেমিফাইনালে বাংলাদেশ পেয়েছিল ভুটানকে। সেই কাঠমান্ডুতে সেই নেপালকে হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখেন লাল-সবুজ জার্সিধারী মেয়েরা। তবে একটা ব্যতিক্রম ছিল। আগের আসরে গ্রুপে দুই ম্যাচেই পাকিস্তান ও ভারতকে হারিয়েছিল। এবারের আসরে গ্রুপ পর্ব কঠিন অবস্থায় ছিল বাংলাদেশ। আগের আসরে পাকিস্তানের জালে ৬ গোল দেওয়া সাবিনারা এবার হারতে হারতে ড্র করেছেন। যে ড্রয়ে বাংলাদেশের সেমিফাইনালে ওঠাও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছিল। ভারতের বিপক্ষে না জিতলে গ্রুপপর্ব থেকে বিদায়ের শঙ্কা ছিল বাংলাদেশের। পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩২ মিনিটে গোল খেয়ে চ্যাম্পিয়নরা সেটা পরিশোধ করেছেন ইনজুরি সময়ে জুনিয়র শামসুন্নাহারের গোলে। টিকে থাকার ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে এক চেটিয়ে প্রধান্য নিয়ে খেলে সহজ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে সাবিনারা। ৪২ মিনিটের মধ্যে ভারতের জালে ৩ গোল দিয়ে সাবেক চ্যাম্পিয়নদের ম্যাচ থেকে ছিটকে ফেলেন পিটার বাটলারের শিষ্যরা। ভারত প্রথমার্ধে একটি গোল পরিশোধ করলেও বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি। ৩-১ গোলের সহজ জয়ে বাংলাদেশের সেমিফাইনালই নিশ্চিত হয়নি, সেই সঙ্গে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়াও নিশ্চিত করে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বাংলাদেশ অপেক্ষায় ছিল সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষের। 'বি' গ্রুপের শেষ ম্যাচের ওপরে নির্ভর করছিল বাংলাদেশ কোন দলকে পাবে সেটাও। নেপাল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলে স্বাগতিকদেরই সেমিফাইনালে মোকাবিলা করতে হতো সাবিনাদের। নেপাল এবার টুর্নামেন্ট ভালোভাবে শুরু করতে পারেনি। অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল ভুটানের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করে মিশন শুরু করেছিল স্বাগতিকরা। শুরুর এই ধাক্কায় তাদের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করতে অপেক্ষা করতে হয়েছে শেষ ম্যাচ পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত তারা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে উঠে বাংলাদেশকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলাদেশের পরিবর্তে নেপাল সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ হিসেবে চেয়েছিল ভারতকে। নিজেদের সেই সমীকরণ মিলিয়ে তারা উঠে যায়

ফাইনাল পর্যন্ত। সেমিফাইনালে ভারতকে তারা হারিয়েছিল টাইব্রেকারে। গ্রুপসেরা হওয়ায় ২০২২ সালের মতো এবারও বাংলাদেশের সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষ ছিল ভুটান। নেপালকে রুখে দেওয়ার কারণে ভুটানকে নিয়ে সতর্ক ছিল বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত হেসেখেলে ৭-১ গোলের জয়ে বাংলাদেশ উঠেছিল ফাইনালে। সেমিফাইনালে দুর্দান্ত খেলেছেন ফরোয়ার্ড তহুরা খাতুন। হ্যাটট্রিক করেছেন ময়মনসিংহের কলসিন্দুরের এই ফুটবলার। জোড়া গোল করেছেন সাবিনা খাতুন। ঋতুপর্ণা চাকমা ও শিউলি করেছেন অন্য দুই গোল। গ্রুপে তিনটি দল ছিল বলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ খেলেছে মাত্র চারটি ম্যাচ। অনেকের ধারণা ছিল ফাইনালে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হতে পারে নেপালি দর্শকরা। কারণ, নেপাল-ভারত সেমিফাইনালে স্বাগতিক দর্শকদের কারণে ম্যাচ শেষ হতে অনেক সময় লেগেছিল। লম্বা একটা সময় ম্যাচ বন্ধ ছিল দর্শক উচ্ছৃঙ্খলতায়। তবে ফাইনালের আগে বাংলাদেশের মেয়েরা গ্যালারিভরা দর্শকের বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবেই নিয়েছিলেন। এই যেমন ডিফেন্ডার আফঈদা খন্দকার দর্শক নিয়ে বলেছিলেন তারা নেপালের দর্শকদের নিজেদের দর্শক মনে করে খেলবেন। তাহলে আর কোনো চাপ থাকবে না। দুই বছর আগে ফাইনালে বাংলাদেশ ৩-১ গোলে হারিয়েছিল নেপালকে। এবার হারিয়েছে ২-১ গোলে। তবে এটা ঠিক গোলের ব্যবধান কমলেও এবারের ফাইনালে বাংলাদেশের মেয়েরা ভয়ডরবিহীন ফুটবল খেলেছে। সেই সাথে বাংলাদেশের খেলা ছিল দু'বছর আগের চেয়েও গতিশীল ও গোছানো। নতুন ও পুরাতন ফুটবলারদের মিশেলে তৈরি করা হয়েছিল দল। একমাত্র পাকিস্তানের বিপক্ষে ছাড়া বাকি তিন ম্যাচেই প্রতিপক্ষকে পাত্তা দেয়নি বাংলাদেশ।

সাবিনা খাতুন এবার অ্যাটাকিং মিডফিল্ড থেকে দারুণ সাপোর্ট দিয়েছে আক্রমণভাগে। আর ওপরে এক দিকে শামসুন্নাহার জুনিয়র, অন্যদিকে ঋতুপর্ণ চাকমা ও নাম্বার নাইন পজিশনে তহুরা খাতুন দুর্দান্ত খেলেছেন। তহুরা খাতুন বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বাধিক ৫ গোল করেছেন। এবার বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল ঋতুপর্ণা চাকমার। প্রতিটি ম্যাচেই তিনি প্রতিপক্ষের রক্ষণ চুরমার করেছেন বাম দিক দিয়ে ঢুকে। আর ফাইনালের জয়সূচক গোলটিও তাঁর। বাম দিক দিয়ে যে শট তিনি নিয়েছিলেন তা পুরোপুরি বোকা বানায় নেপালি গোলরক্ষককে। সব ম্যাচে দুর্দান্ত খেলে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জিতেছেন এই পাহাড়িকন্যা। চার ম্যাচে বাংলাদেশ গোল খেয়েছে চারটি। এর পেছনে রয়েছে গোলরক্ষক রুপনা চাকমার অবদান। যে কৃতিত্ব তাঁকে দু'বছর আগের মতোই বানিয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা গোলরক্ষক।

এক নজরে ফলাফল

গ্রুপ 'এ'

১৭.১০.২০২৪ : ভারত-৫ : পাকিস্তান-২

২০.১০.২০২৪ : বাংলাদেশ-১ (শামসুন্নাহার জুনিয়র) : পাকিস্তান-১

২৩.১০.২০২৪ : বাংলাদেশ-৩ (আফঈদা, তহুরা খাতুন-২)

গ্রুপ 'বি'

১৮.১০.২০২৪ : শ্রীলঙ্কা-১ : মালদ্বীপ-০

১৮.১০.২০২৪ : নেপাল-০ : ভুটান-০

২১.১০.২০২৪ : ভুটান-৪ : শ্রীলঙ্কা-১

২১.১০.২০২৪ : নেপাল-১১ : মালদ্বীপ-০

২৪.১০.২০২৪ : ভুটান-১৩ : মালদ্বীপ-০

২৪.১০.২০২৪ : নেপাল-৬ : শ্রীলঙ্কা-০

সেমিফাইনাল

২৭.১০.২০২৪ : বাংলাদেশ-৭ (ঋতুপর্ণা, তহুরা-৩, সাবিনা-২, শিউলি আজিম) : ভুটান-০

২৭.১০.২০২৪ : নেপাল-১ (৪) : ভারত-১(২)

ফাইনাল

৩০.১০.২০২৪ : বাংলাদেশ-২ (মনিকা, ঋতুপর্ণা) : নেপাল-১

সর্বাধিক গোলদাতা : ৮টি, দেকা লাজম (ভুটান)

টুর্নামেন্টসেরা খেলোয়াড়: ঋতুপর্ণা চাকমা (বাংলাদেশ)

টুর্নামেন্টসেরা গোলরক্ষক: রূপনা চাকমা (বাংলাদেশ)

ফেয়ার প্লে : ভুটান

বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট

দলনেতা : হাজী টিপু সুলতান

ম্যানেজার : মাহমুদা আক্তার অনন্যা

প্রধান কোচ : পিটার জেমস বাটলার (ইংল্যান্ড)

সহকারী কোচ : মাহবুবুর রহমান লিটু ও মিরোনা আক্তার।

গোলরক্ষক কোচ : মাসদু আহমেদ

মিডিয়া অফিসার : খালিদ মাহমুদ

ভিডিও অ্যানালিস্ট : মেহেদী হাসান সিদ্দিকী

ফিজিও : লাইজু ইয়াসমিন লিপা

খেলোয়াড় : রূপনা চাকমা, মাসুরা পারভীন, আফঈদা খন্দকার, শিউলি আজিম, শামসুন্নাহার সিনিয়র, নিলুফা ইয়াসমীন নিলা, আইরিন খাতুন, কোহাতি কিসকু, মনিকা চাকমা, মারিয়া মান্দা (সহ-অধিনায়ক), স্বপ্না রানী, মাতসুসিমা সুমাইয়া, সানজিদা আক্তার, মুনকি আক্তার, ঋতুপর্ণা চাকমা, শাহেদা আক্তার রিপা, সাবিনা খাতুন (অধিনায়ক), তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র, তহুরা খাতুন, কৃষ্ণা রানী সরকার, ইয়ারজান বেগম, মিলি আক্তার ও মোসা. সাগরিকা।

রোল অব অনার

সাল	ভেন্যু	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
২০১০ :	কক্সবাজার	ভারত	নেপাল
২০১২ :	শ্রীলঙ্কা	ভারত	নেপাল
২০১৪ :	পাকিস্তান	ভারত	নেপাল
২০১৬ :	ভারত	ভারত	বাংলাদেশ
২০১৯ :	নেপাল	ভারত	নেপাল
২০২২ :	নেপাল	বাংলাদেশ	নেপাল
২০২৪ :	নেপাল	বাংলাদেশ	নেপাল

সাফজয়ী নারী ফুটবল দলকে প্রধান উপদেষ্টার সংবর্ধনা

মোরসালিন আহমেদ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলকে উষ্ণ সংবর্ধনা দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ২ নভেম্বর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছিলেন চ্যাম্পিয়ন দলের ২৩ জন খেলোয়াড়, প্রধান কোচ পিটার জেমস বাটলার ও ম্যানেজার মাহমুদা আক্তার। এসময় উপস্থিত ছিলেন চার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, সুপ্রদীপ চাকমা, অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ও নুরজাহান বেগম। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সাফজয়ী মেয়েরা অত্যন্ত খোলামেলাভাবে তাদের স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামে বেড়ে উঠা আর নারী ফুটবলের নানা সমস্যার কথা প্রধান উপদেষ্টার সামনে তুলে ধরেন। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিজয়ী খেলোয়াড়দের দাবিগুলো মনোযোগের সঙ্গে শুনেছেন প্রধান উপদেষ্টা এবং অগ্রাধিকারভিত্তিতে সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর বক্তব্যে খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে বলেন, এই সাফল্যের জন্য আমি পুরো জাতির পক্ষ থেকে আপনাদের অভিনন্দন জানাই। জাতি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের দেশের মানুষ সাফল্য চায়, আর আপনারা সেই সাফল্য এনে দিয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টা প্রতিটি খেলোয়াড়কে তাদের ব্যক্তিগত আশা, আকাঙ্ক্ষা আর দাবিগুলো আলাদা কাগজে লিখে রাখতে এবং সেগুলোকে তাঁর অফিসের জমা দিতে বলেছেন। শুধু তাই নয়, ড. মুহাম্মদ ইউনূস আরও বলেন, আপনি যা খুশি লিখতে পারেন, দ্বিধা করবেন না। মন খুলে লিখবেন। আমরা আপনাদের দাবি পূরণ করার চেষ্টা করব। এখন যদি কিছু সুরাহা করা যায় তাহলে আমরা এখনই তা করব। তিনি খেলোয়াড়দের সমস্যা সমাধানে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা খেলোয়াড়দের মন খুলে কথা বলার জন্য বলেন। এর ফলে ডরভয়হীনভাবে খেলোয়াড়রা তাঁদের বাস্তবচিত্র তুলে ধরেন।

শিরোপাজয়ী অধিনায়ক সাবিনা খাতুন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রধান উপদেষ্টাকে বলেন, সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে সম্মানিতবোধ করছি। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আমরা আজ এই পর্যন্ত এসেছি। ভবিষ্যতে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেলে আরও বড় সাফল্য আনার সমার্থ রয়েছে আমাদের। ২০০৯ সাল থেকে জাতীয় নারী দলের অপরিহার্য এই তারকা ফুটবলার বলেন, আমাদের থাকার জন্য ঢাকায় ভালো পরিবেশে একটি স্থায়ী আবাসন ব্যবস্থা দরকার। অনুশীলনের

জন্য প্রয়োজনীয় মাঠ প্রয়োজন। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে সংস্কার কাজ চলায় আর বাফুফে ভবন সংলগ্ন টার্ফ ও কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামের টার্ফ প্রায় অকেজো হওয়ায় মতিঝিল থেকে বসুন্ধরায় যেতে দিনের একটা বড় অংশ চলে যায়। সাবিনা আরও বলেন, আমরা নিয়মিত লিগ চাই, টুর্নামেন্ট চাই, সারা বছর খেলার মধ্যে থাকতে চাই, ভালোমানের জিম চাই এবং দলের খেলোয়াড়দের জন্য সম্মানজনক নিয়মিত বেতনভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার উপর জোর দেন। একই সঙ্গে দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে সাবিনা বাংলাদেশের নারী ফুটবলে তাঁর আগের প্রজন্মের অবদানের কথা স্মরণ করেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ম্যানেজার মাহমুদা আক্তার প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আর্কষণ করে বলেন, মেয়েদের জন্য আরও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আমাদের নিজস্ব সুইমিংপুল নেই। তাই হোটেলে ছুটতে হয়। আধুনিকমানের জিমও নেই। বাফুফে ভবন সংলগ্ন জিম থাকলেও সেখানে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের প্রকট অভাব। এ ছাড়া তিনি আরও বলেন, সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে নারী ফুটবলারদের জন্য সার্বক্ষণিক আবাসিক ক্যাম্প দরকার। উদীয়মান ও উঠতি ফুটবলাররা নিয়মিত ক্যাম্পে থাকলে খেলার মান উন্নত হবে এবং সাফল্য দিতে পারবে।

এদিকে দলের অন্যতম তারকা স্ট্রাইকার কৃষ্ণা রানী সরকার এশিয়ার বাইরে তাঁদের জন্য একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচের ব্যবস্থা করার জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে অনুরোধ করেছেন। সবশেষ উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগজয়ী বার্সেলোনার বিপক্ষে খেলার আকাঙ্ক্ষার কথা জানান। মিডফিল্ডার মনিকা চাকমা অবশ্য নিজ জেলা খাগড়াছড়ির প্রত্যন্ত উপজেলা লক্ষ্মীছড়িতে ফুটবলার হওয়ার পেছনে যে সমস্যার সম্মুখীন হন, তা তুলে ধরে আশু সমাধান চেয়েছেন। অপর মিডফিল্ডার স্বপ্না রানী তাঁর নিজ জেলা দিনাজপুরের রানীশংকৈল উপজেলায় তাঁর গ্রামের দুর্বল অবকাঠামোর কথা বলেন।

উল্লেখ্য ১৭ থেকে ৩০ অক্টোবর নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর দশরথ রঙ্গশালা ফুটবল স্টেডিয়ামে সপ্তম সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ।

সমস্যা সমাধানে প্রধান উপদেষ্টার আশ্বাস : আসিফ মাহমুদ

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া গণমাধ্যমকে বলেন, প্রধান উপদেষ্টার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সাফজয়ী নারী দলের আবাসন সঙ্কট, অনুশীলন সুবিধার অভাব ও বেতনকাঠামোসহ নানা সমস্যা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস অত্যন্ত ধৈর্য ধরে সাফবিজয়ী ফুটবলারদের সমস্যা ও দাবি শোনেন এবং তা সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। এমনকি তাদের সমস্যা ও দাবিগুলো নি:সঙ্কোচে লিখিতভাবে তাঁর কার্যালয়ে জমা দিতে বলেছেন। এক প্রশ্নে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ফুটবলাররা তাদের স্বাক্ষর করা জার্সি ও ফুটবল প্রধান উপদেষ্টার কাছে তুলে ধরেন। সমস্যা সম্পর্কে অপর প্রশ্নে বলেন, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নতুন কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে নারী ফুটবলের সব সমস্যা সমাধান করা হবে। আসিফ মাহমুদ আরও যোগ করেন, যেগুলো আগে সমাধান করা হয়নি, সেগুলোও এখন সমাধান করা হবে। তিনি জানান, ফেডারেশনের নতুন নেতৃত্বকে একটি অডিট করতে এবং মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে বলা হয়েছে। সেখানে কোনো অনিয়ম পাওয়া গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, খেলোয়াড়রা খেলার মূল স্টেকহোল্ডার উল্লেখ করে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, তারাই এখন থেকে অগ্রাধিকারে থাকবে। এতোদিন কমিটির সদস্যরা অগ্রাধিকারে থাকতেন। সেটা আর হবে না। কারণ এটা আমার সময়, এটা আমি নিশ্চিত করব।

আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা

এদিকে সাফবিজয়ী নারী দল দেশে ফেরার পর ফুলেল শুভেচ্ছা আর অভিনন্দনের পাশাপাশি আর্থিক পুরস্কারে ভাসছেন। সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইতোমধ্যে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ৩১ অক্টোবর সাফজয়ী দলকে ফুলের সংবর্ধনার পাশাপাশি ১ কোটি টাকার অর্থপুরস্কার দিয়েছেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ঠিক একই দিনে ২০ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। অপরদিকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস নারী দলের সমস্যা সমাধান ও তাদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তারা কী ধরনের আশা ও প্রত্যাশা করছেন সেগুলো লিখিতভাবে জমা দিতে বলেছেন। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নবনির্বাচিত কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি ইমরুল হাসান গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ফেডারেশনের পক্ষ থেকেও মোটা অঙ্কের অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান থেকেও নানারকম প্রতিশ্রুতি আসছে। তবে ফুটবলের সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিজ্ঞমহল মনে করেন, অতীতের মতো যেনো প্রতিশ্রুতিগুলো চাপা পড়ে না যায় এবং মেয়েরা যাতে সারা বছর মাঠে খেলতে পারেন সেদিকেও বিশেষ নজর রাখতে হবে।

এভাবেও চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায়!

দুলাল মাহমুদ

একটি দল ব্যর্থ হলে যে সব কারণে সাফাই গাইতে পারে, আদতে সেটাই বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সাফল্যের চাবিকাঠি। বলে রাখা ভালো, এই সাফাইকে অযৌক্তিক মনে করার কারণ নেই। অদ্ভুত মনে হলেও প্রকৃতঅর্থেই এটাই কিন্তু বাস্তবতা। বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের শিরোপা জয় করার জন্য মোটেও অনুকূলে নয়। সীমিত সুযোগ-সুবিধার মাঝে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত, পাকিস্তান, নেপালের মতো দলের সঙ্গে টেক্কা দেওয়া চাট্টিখানি কথা! তারপরও পর পর দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে অবিশ্বাস্য নজির গড়েছেন বাংলার বাঘিনীরা। ২০২২ সালে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রথমবার শিরোপা জয় করে রাঙিয়ে দেন কল্পনার ক্যানভাসকে। সেটা ছিল একটা মিরাকল। নানান প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতাকে জয় করেও যে সাফল্য পাওয়া যায়, তা দেখিয়ে দিয়েছেন আত্মবিশ্বাসী, লড়াকু ও সংগ্রামী নারীরা। সেই দলে কারা খেলেছেন? মূলত দেশের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে উঠে আসা দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন। পেটে দুই বেলা ভাত না থাকা, পরনে প্রয়োজনীয় কাপড় না থাকা, মাথার উপর শক্ত ছাউনি না থাকা, ফুটবল খেলায় সমর্থন পাওয়া তো দূরে থাক, ঘরে-বাইরে প্রতিনিয়ত দাবড়ানি খাওয়া, অবলা সেই মেয়েরা অসম্ভবের পায়ে বেড়ি পরিয়ে গৌরবান্বিত করেছেন বাংলাদেশকে। সত্য হচ্ছে, দলটিকে গড়েপিটে নেওয়া হলেও প্রধানত দুই মুঠো অন্ন পাওয়ার নিশ্চয়তাই তাদেরকে শিরোপা জিততে অনুপ্রাণিত করে। ভালো খেললে ভালো থাকা যাবে -এই মনোভাবের কারণে মেয়েরা নিজেদের নিংড়ে দিতে কার্পণ্য করেননি। ফুটবল মাঠে জয় করে নেন সর্বগ্রাসী ক্ষুধাকে। অদম্য মনোবল আর লড়াকু মানসিকতাই বাংলাদেশ দলকে 'দ্য টিম' হয়ে উঠতে সহায়তা করে। তবে দ্বিতীয়বার শিরোপা জিততে না পারলে তাদের কি দায়ী করার সুযোগ ছিল?

প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নারী দলটির সর্বার্থে সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়ার আশা করাটা কি যৌক্তিক ছিল না? সেটা তারা কতটুকু পেয়েছেন? দলটিকে ঘটা করে সংবর্ধনা দেওয়া হলেও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে রয়ে যায় অপূর্ণতা। দৃশ্যমান হয় শুভঙ্করের ফাঁকি। গত দুই বছরে পরিস্থিতির খুব বেশি হেরফের হয়নি। দলেও খুব বেশি রদবদল হয়নি। কেউ কেউ খেলা ছেড়ে দেওয়ায় নতুনদের নেওয়া হলেও মূল একাদশে রয়ে যায় চ্যাম্পিয়ন দলের খেলোয়াড়দের দাপট। সঙ্গত কারণেই তাদের প্রত্যাশা বেশি থাকার কথা। এই সময়ে খেলোয়াড়রা কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য পেলেও খেলতে হয়েছে পুরোনো ফর্মুলা অনুসারে। ফর্মুলা বলতে দল পরিচালনার সার্বিক কলাকৌশল ও রীতিনীতি। প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় খেলার মাঠে একই ফর্মুলা দিয়ে কি জয়ের হিসাব মিলানো যায়? অথচ তা পরিবর্তন করার গরজ দেখা যায়নি। পারফরম্যান্স বৃদ্ধির জন্য মেয়েরা খেলার তেমন সুযোগই পাননি। আন্তর্জাতিক ম্যাচ তো বটেই ঘরোয়া ফুটবলের আয়োজনেও বড় ধরনের খামতি রয়ে যায়। বেতন কাঠামো উৎসাহজনক নয়। যে বেতন পান, তা দিয়ে সংসারের দায় মেটানো কঠিন হয়ে পড়ে। পারিবারিকভাবে যদি নিরুপদ্রব থাকা না যায়, তাহলে খেলার মাঠে

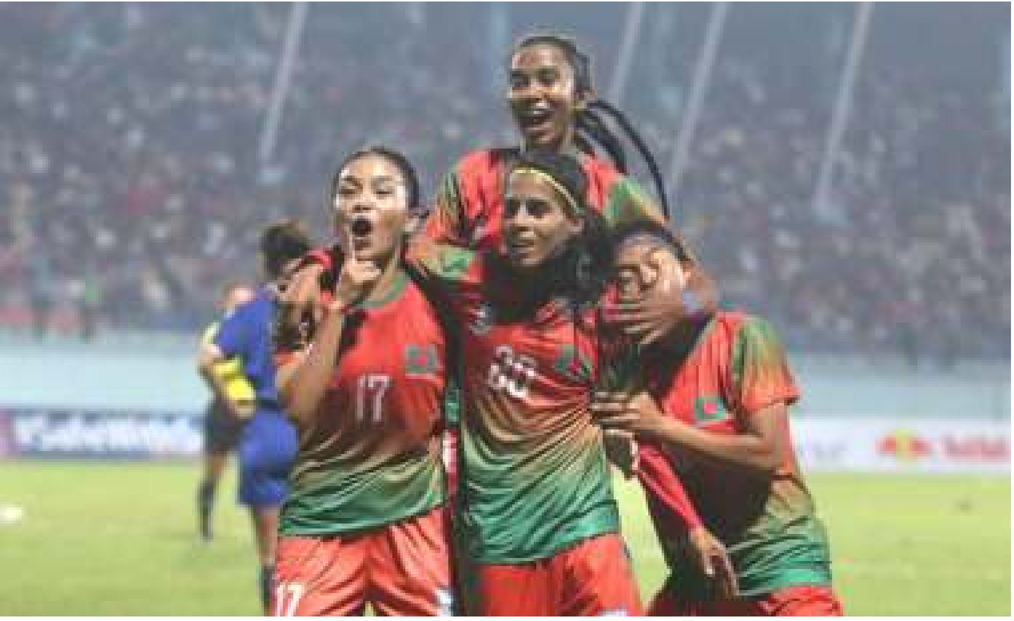

মনোযোগ দেওয়া কীভাবে সম্ভব? তদুপরি মাঠে নিয়মিত খেলা না থাকায় আর্থিক চাওয়া-পাওয়ার বিষয়টি তালগোল পাকিয়ে যায়। এতে খেলোয়াড়রা হতোদ্যম হতেই পারেন। আবাসন ব্যবস্থাও সুবিধাজনক নয়। আগের মতোই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ভবনে অনেকটা কারাবন্দির মতো খেলোয়াড়দের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয়। ভোরবেলা ছুটতে হয়েছে নিবিড় অনুশীলনে। তারপর বন্দি পাখির মতো আটকে থাকতে হয়। খাওয়া, ঘুম আর ওয়েট ঠিক রাখার জন্য জিমে ঘাম ঝরানো, এর বাইরে তাদের দিগন্ত হয়ে যায় সীমাবদ্ধ। বলতে গেলে বৈচিত্রহীন ও বিরক্তিকর জীবন। সাফল্য পেতে হলে আধুনিক যুগে এই সিস্টেম কি কার্যকর হওয়ার কথা? বাফুফে ভবনে বিনোদিত কিংবা উদ্দীপিত হওয়ার মতো তেমন কোনো সুব্যবস্থা নেই বললেই চলে। একটা সময় খাওয়া, পরা, আশ্রয় পর্যাপ্ত মনে হলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উঠতি বয়সের এই মেয়েদের সেটাকে যথেষ্ট মনে করার কি কারণ আছে? অনেকেই ভাবতে পারেন, খাওয়া-পরার বাইরে গরীবের মেয়েদের আবার চাহিদা কী? এমন দৃষ্টিভঙ্গিও স্বস্তিদায়ক নয়।

সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রতিটি মানুষেরই চাহিদা আছে। হোক সে ধনী, হোক সে গরীব। যদি চাহিদা না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, তার কাছে বাড়তি কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই মেয়েদের যখন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের অভাব ছিল, তখনো কিন্তু তাদের বিনোদনের চাহিদা ছিল। আর এই মেয়েরা এখন দেশের পরম সম্পদ। তাদেরকে ঘিরে আমাদের বড় প্রত্যাশা। সমানুপাতিক হারে তাদের চাহিদাও বাড়ার কথা বৈকি। এই মেয়েদের প্রফুল্ল রাখাই তো সবার দায়িত্ব। সবাই কম-বেশি নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চায়। প্রসারিত করতে চায়। একটা গণ্ডিতে আটকে থাকতে চায় না। আটকে গেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জীবন হয়ে যায় রসকষহীন। তেমন হলে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও মানবিকতা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃতপক্ষে দিনের পর দিন রোবটের মতো নিরুত্তাপ জীবন যাপন করা যায় না। জীবন একঘেয়েমি হয়ে উঠলে খেলায় তার প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক নয়। মেয়েদের আয়-রোজগার এমন বেশি নয় যে, নিজেদের অর্থে সখ-আহ্লাদ পূরণ করা যায়। আর নবাগত খেলোয়াড়দের চৌহদ্দি খুবই সীমিত। এ কারণে নিরূপায় হয়ে মেয়েদেরকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আর টিকটিক ভিডিও থেকে খুঁজে নিতে হয় বিনোদনের মশলা। এ নিয়েও অভিযোগ উত্থাপন করেন বাংলাদেশ দলের ইংলিশ কোচ পিটার বাটলার। তার দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো ঠিকই আছে। এতে খেলার প্রতি মনোযোগ কমে যেতে পারে। কিন্তু বিদ্যমান বাস্তবতায় অল্প বয়সী এই খেলোয়াড়দের মনের চাহিদাকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। তাদের তো পাখির মতো মন। অস্থির। চঞ্চল। তারা আনন্দময় জীবন থেকে কেন বঞ্চিত হচ্ছেন? কেন সেই জীবন পাচ্ছেন না? অথচ সুযোগ-সুবিধার পরিসর না বাড়ালেও এ নিয়ে মেয়েরা খুব বেশি উচ্চবাচ্য করেননি। নিয়তির লিখন হিসেবে সবই মেনে নিয়েছেন। এটাও কি স্বাভাবিক?

শিরোপা জয়ের স্বপ্ন দেখবো অথচ দলের চাহিদা পূরণ করা হবে না, তা কী করে হয়? এই দলটি সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতি হিসেবে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে চেয়েছিল, সেই প্রত্যাশাও পূরণ হয়নি। যে কারণে নেপাল যাওয়ার আগে সংবাদ সম্মেলনে দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন শিরোপা ধরে রাখার বিষয়টি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করতে পারেননি। একটা সংশয় রয়ে যায়। আবার কোচ হিসেবে যাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, সেই বাটলারের সঙ্গে সিনিয়র খেলোয়াড়দের বনিবনা হয়নি। এ নিয়ে দলের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ ড্র হওয়ার পর দলের খেলোয়াড় মনিকা চাকমা প্রকাশ্যেই মন্তব্য করেন, কোচ সিনিয়রদের পছন্দ করেন না। এর জবাবে কোচ বলেন, মেয়েদের ভালো না খেলতে বাইরে থেকে প্ররোচিত করা হচ্ছে। টুর্নামেন্ট চলাকালে কোচ ও খেলোয়াড়দের মধ্যে এ ধরনের আত্মঘাতী বাদানুবাদ চলায় দলের সামগ্রিক দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন কলহময় দল কি শিরোপা জিততে পারে? ব্যর্থ হলে এই কারণগুলো কি দোহাই হিসেবে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতো?

অথচ কোনো কিছুই বাংলাদেশ নারী দলকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সীমিত আনুকূল্য, চাহিদার অপূর্ণতা আর বৈপরীত্যের মাঝে যেভাবে অনমনীয়, দুর্দমণীয় ও সাহসী নারীরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল। শুধু আবেগকে সম্বল করে একটি দল কল্লোলিনী ঝরনার মতো কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে যে আধিপত্য দেখিয়েছেন, তাতে সুর ছিল, ছন্দ ছিল, ছিল সৌন্দর্য, তা রাঙিয়ে দিয়েছে ফুটবল অনুরাগীদের হৃদয়। ফাইনালে ঋতুপর্ণা চাকমার গোলটি স্বপ্নের অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছে চোখে। সর্বোপরি অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধা আর প্রতিকূল যে প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ দল সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জয় করেছে, তা ফুটবল পণ্ডিতদের ভাবিয়ে না তুলে পারে না।

ইউরোপে খেলতে পারলে স্বপ্ন সত্যি হবে– ঋতুপর্ণা চাকমা

ওমর ফারুক রুবেল

মাঠে লেফট উইংয়ে মুগ্ধতা ছড়াতে জুড়ি নেই বাংলাদেশ জাতীয় নারী দলের অন্যতম নির্ভারতার প্রতীক ঋতুপর্ণা চাকমার। সদ্য শেষ হওয়া সাফে দ্বিতীয়বার শিরোপা জেতানোর অন্যতম কারিগর রাঙামাটির এই কৃতি সন্তান। অন্যকে দিয়ে গোল করিয়েছেন। ফাইনালে তার গোলেই শিরোপা ধরা দিয়েছে লাল সবুজ শিবিরে। তাইতো টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতে নিয়েছেন এই উইঙ্গার। এবার ইউরোপে খেলার ডাক পেয়েছেন এই পাহাড়ি ললনা। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ, ইউরোপের ডাক ও আত্ম সম্পর্কে কথা বলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ঋতুপর্ণা চাকমা। যা তুলে ধরা হল ক্রীড়াজগতের পাঠকদের জন্য।

ক্রীড়াজগত : সাফে আরও একবার সেরা হওয়ার জন্য আপনাকে অভিনন্দন?

ঋতুপর্ণা চাকমা : আমরা জিতেছি ঠিক, তবে আপনারা দেশবাসীর কাছে সেই খবর তুলে ধরেছেন। এ জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ।

ক্রীড়াজগত : সাফ জেতার পর চারিদিকে শুধুই আপনার খবর, কেমন লাগছে?

ঋতুপর্ণা : খুবই ভাল লাগছে। নিজেকে অনেক দামী মনে হচ্ছে। তবে শিরোপা জয় কেবল আমার একার কৃতিত্বে নয়, দলের সবার কৃতিত্বেই হয়েছে বলে আমি মনেকরি।

ক্রীড়াজগত : আসলে ফাইনালে বক্সের বাইরে থেকে আপনার করা শটেই তো জয়সূচক গোলটি এসেছে বাংলাদেশের। তাই কৃতিত্বটাতো আপনারই?

ঋতুপর্ণা : না, আমি সেটা বলব না। মাঠে ১১ জন খেলি। জয়টা সবারই। হয়তো আমার গোলে জয় মিলেছে, তাই বলে কি আমার সতীর্থরা ভালো খেলেনি? মনিকা প্রথম গোল না করলে তো জয় আসতো না। তাই কৃতিত্বটা সবারই।

ক্রীড়াজগত : ২০২২ ও ২০২৪ দু'টি জেতা সাফেরই সদস্য আপনি। কতটা আনন্দ হচ্ছে?

ঋতুপর্ণা : আসলে আগের আসরের চেয়ে এবারের টুর্নামেন্ট অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল। বালাদেবীর ভারত এবং সাবিত্রা ভান্ডারির নেপাল অনেক শক্তিশালী দল। ওদের সঙ্গে জেতা সহজ ছিল না। আমরা সত্যিই অনেক কষ্ট করেছি।

ক্রীড়াজগত : এমন সাফল্যের পেছনের রহস্য কি?

ঋতুপর্ণা : এই সাফল্য আমাদের সবার কঠোর পরিশ্রমের ফল। আমরা দিনের পর দিন খুব ভোরে অনুশীলন করেছি। তিন মাস কোনো ম্যাচও খেলতে পারিনি, শুধু অনুশীলন করেই চ্যাম্পিয়ন হওয়া তো কম বড় ব্যাপার নয়। দেশবাসীর ভালোবাসা, দোয়া আমাদের সঙ্গে ছিল বলেই পেরেছি আমরা।

ক্রীড়াজগত : শুনলাম ইউরোপের একটি দেশের ক্লাবে খেলার ডাক পেয়েছেন, সত্যি নাকি?

ঋতুপর্ণা চাকমা : হ্যাঁ, সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে খেলা অবস্থায় ভারত ও ইউরোপের একটি দেশে মেয়েদের লিগে খেলার কথা একজন আমাকে বলেছিলেন। আমাদের গোলকিপার কোচ মাসুদ আহমেদ উজ্জ্বল স্যারের পরিচিত ওই ক্লাবের একজন। উনার মাধ্যমে এই অফারটি পেয়েছি।

ক্রীড়াজগত : আপনার মতামত কি?

ঋতুপর্ণা : ইউরোপে খেলতে পারা ভাগ্যের ব্যাপার। তাছাড়া আমাদের জন্য একটি বড় সুযোগ নিজেদের প্রমাণ করা। অফার আসছে, দেখি সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে যাবো।

ক্রীড়াজগত : দক্ষিণ এশিয়ার মেয়েদের মধ্যে কেবল সাবিত্রা ভান্ডারিইতো ইউরোপের লিগে খেলে থাকেন?

ঋতুপর্ণা : না, কেবল সাবিত্রাই নন, ভারত এবং পাকিস্তানের কিছু মেয়েও ইউরোপের লিগে খেলে থাকে। আমি আর সাবিনা আপু যেতে পারলে বাংলাদেশে আমরাই হবো প্রথম ইউরোপে খেলা ফুটবলার।

ক্রীড়াজগত : বলতে পারি, এবার ইউরোপ ডাকছে আপনাদের?

ঋতুপর্ণা : হ্যাঁ, সত্যি ডাকছে। উত্তর মেসিডোনিয়ার একটি ক্লাব ব্রেরা তিভেরিজা আমাকেও ও সাবিনা আপুকে ডেকেছে। ব্রাজিলের গোয়া চেউরি হারুমি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাশলিন কপলি জেন সেখানে খেলেছেন। আসলে অনেক দিন থেকেই স্বপ্ন ছিল ইউরোপে খেলার। স্বপ্নটা হয়তো সত্যি হতে যাচ্ছে।

ক্রীড়াজগত : ফাইনালে আপনার গোলটি বিরল ছিল। আপনি কি ভেবেছিলেন ওই শটে গোল হবে?

ঋতুপর্ণা : আসলে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া ওই শটটি পাওয়ার শট ছিল। আমাকে বলা হয়েছিল এরকম শট করতে। তাই শট করেছিলাম। তবে ভাবিনি গোল হয়ে যাবে। শট করার পর সুইং হয়েছিল। বলটি নেপালের গোলকিপার আনজিলা সুব্বার হাতে লেগে বারে ধাক্কা খেয়ে জালে প্রবেশ করেছিল। ভাবতেই পারিনি এটা গোল হয়ে যাবে।

ক্রীড়াজগত : এরকম গোল কি আগে কখনো পেয়েছেন?

ঋতুপর্ণা : এমন গোল আমি আগেও পেয়েছিলাম অনুশীলনের সময়। ডি বক্সের বাইরে থেকে এমন শটে গোল পেলে আসলেই ভালো লাগে। আর যদি হয় তা শিরোপা জেতানো, তাহলেতো কথাই নেই।

ক্রীড়াজগত : ক্যারিয়ারে আপনার গোল কয়টি?

ঋতুপর্ণা : আসলে উইঙ্গারে খেলায় তেমন গোল পাই না। তবে ক্যারিয়ারে বয়সভিত্তিক ও সিনিয়র মিলিয়ে ৫৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছি। যার মধ্যে ১৪টি গোল রয়েছে আমার। সিনিয়রে ১০টি বাকি চারটি বয়সভিত্তিক দলের হয়ে পেয়েছি।

ক্রীড়াজগত : আগের আসরে সাবিনা খাতুন জিতেছিলেন টুর্নামেন্ট সেরার ট্রফি। এবার প্লে-মেকার সাবিনাকে হারিয়ে আপনি জিতলেন। কেমন লাগছে?

ঋতুপর্ণা : সাবিনা আপুকে হারিয়ে শব্দটা ঠিক নয়। উনিও একজন গোলমেশিন। একজন প্লে-মেকার। ভারতের বিপক্ষে ডু অর ডাই ম্যাচে সাবিনা আপু যা খেলেছেন, আমার জীবনে উনার এমন খেলা দেখিনি। দুর্দান্ত এক সাবিনা খাতুনকে দেখেছি ওই দিন। অসাধারন খেলেছেন।

ক্রীড়াজগত : আপনিও তো ভালো খেলেছেন। গোল করিয়েছেন, নিজেও করেছেন?

ঋতুপর্ণা : হ্যাঁ, এটা ঠিক। এবারের সাফের চার ম্যাচে ভারত, পাকিস্তান এবং ভুটানের বিপক্ষে আমি অ্যাসিস্ট করেছি গোল করার জন্য। তাছাড়া সেমিফাইনালে ভুটান ও ফাইনালে নেপালের বিপক্ষে আমি দু'টি গোলও করেছি। বলতে পারেন এবারের সাফে আমি সৌভাগ্যবতী ছিলাম। নইলেতো আমার কপালে গোল জুটে না। এবার জুটেছে। দেশকে শিরোপাও এনে দিতে পেরেছি।

ক্রীড়াজগত : তবে ফাইনালের শুরুতে আপনাকে ছন্দহীন মনে হয়েছিল। কারণ কি?

ঋতুপর্ণা : ওটা ছিল ফাইনাল ম্যাচ। মাঠে এত পরিমাণ দর্শক ছিল যে আমরা নিজেরাই নিজেদের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। কিছুটা হলেও তো চাপে ছিলাম। আর শুরুতে ওরা আমাকে সেভাবে সুযোগ দিচ্ছিল না। ওদের ডিফেন্ডাররা আমাকে আটকানোর জন্য মহাপরিকল্পনা নিয়েছিল। আমি বল নিয়ে এগুতেই পারছিলাম না। তবে সুযোগ খুঁজে বের করে ঠিকই গোল করে দিলাম।

ক্রীড়াজগত : গোলের পর মুখে আঙ্গুল কেন দিয়েছিলেন?

ঋতুপর্ণা : এটা আমার পূর্বপরিকল্পিত। ঠিক করেছিলাম, ফাইনালে গোল করতে পারলে এই উদযাপনটা করব। মাঠে অনেক দর্শক ছিল, সবাই আমাদের বিপক্ষে ছিল। গোটা স্টেডিয়ামকে চুপ করানোর জন্য ওই উদযাপনটা করেছি।

ক্রীড়াজগত : আপনার পড়াশোনার খবর কি?

ঋতুপর্ণা : আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। খেলোয়াড় কোটায় ভর্তি হয়েছি। ওরা জানে, আমাকে খেলতে হয়। সাফে জেতার পর আমার সহপাঠী সবাই আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তারা আমাকে বাহবা দিয়েছে।

ক্রীড়াজগত : বাড়ি যাবেন কবে?

ঋতুপর্ণা : যাবো, আমাদের সভাপতি স্যার (বাফুফের নতুন নির্বাচিত সভাপতি তাবিথ আউয়াল) আসলে উনার সঙ্গে দেখা করেই বাড়ি যাবো।

ক্রীড়াজগত : বাড়িতে কে কে আছে?

ঋতুপর্ণা : গত সাফের আগে একমাত্র ভাইকে হারিয়েছি। বাবাকেও হারিয়েছি আরও আগে। আমরা চার বোন। তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। এখন ঘরে মা একা রয়েছেন। উনার সঙ্গে এবং বোনদের সঙ্গেও দেখা করতে পারব। এই আনন্দ ভাগ করে নেব।

ক্রীড়াজগত : আপনার ফুটবলার হওয়ার গল্পটা শুনাবেন?

ঋতুপর্ণা : জেঠু (বাবার বড় ভাই) আমাকে ফুটবল খেলতে অনুপ্রাণিত করেন সবচেয়ে বেশি। প্রথমে আমি তো খেলতেই চাইতাম না। জেঠুর জন্যেই আমার ফুটবলে আসা। ২০১৫ সালে বাবা মারা যাওয়ার পর পারিবারিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, ঢাকায় জেঠু তার কাছের একজনের বাসায় রেখে আমাকে থাকা খাওয়ার সুযোগ করে দেন এবং সেখান থেকে খেলাধুলাসহ সবকিছুর করার সুযোগ পাই আমি। তখন পারিবারিক অবস্থা খারাপ থাকায় বিকেএসপিতে ভর্তি হতে পারছিলাম না। জেঠুসহ অনেকে এগিয়ে আসেন আমার জন্য। আমি তাদের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। আজীবন এই কৃতজ্ঞতা থ াকবে।

ক্রীড়াজগত : আপনার প্রিয় খেলোয়াড় কে?

ঋতুপর্ণা : আমার প্রিয় খেলোয়াড় সিআর সেভেন। মানে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তার খেলা বেশি দেখি এবং শিখিও।

ক্রীড়াজগত : তাহলে কি বিশ্বকাপে আপনি পর্তুগালের সাপোর্টার?

ঋতুপর্ণা : আরে না না। ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে আইডল মনেকরি। তবে আমি সাপোর্ট করি আর্জেন্টিনাকে।

ক্রীড়াজগত : আপনাকে ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।

ঋতুপর্ণা: আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনিও ভাল থাকবেন।

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের কথকতা

ওমর ফারুক রুবেল

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা অক্ষুণ্ন রাখার মিশনে দল ঘোষণা করা হয়েছিল ১৪ অক্টোবর। টানা দ্বিতীয় শিরোপা জিতে দেশে ফেরার পর ২ নভেম্বর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সংবর্ধনা পেয়েছিলেন সাবিনা খাতুনরা।

সাফের দলে নতুন মুখ

গত সাফে খেলা ফরোয়ার্ড সিরাত জাহান স্বপ্না খেলা ছেড়ে দিয়েছেন। চীনে থিতু হয়েছেন ডিফেন্ডার আঁখি খাতুন। ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাওয়ার মিছিলে সদস্য সংখ্যাও কম ছিল না। তাই এবার শিরোপা ধরে রাখার মিশনে ১৪ অক্টোবর নতুন ৯ জন খেলোয়াড়কে রেখে দল ঘোষণা করেন ব্রিটিশ কোচ পিটার জেমস বাটলার। প্রথমবার সাফের দলে ডাক পেয়েছিলেন আফঈদা খন্দকার, আইরিন খাতুন, কোহাতি কিসকু, মাতসুশিমা সুমাইয়া, মুনকি আক্তার, শাহেদা আক্তার রিপা, মোসাম্মৎ ইয়ারজান, মিলি আক্তার ও মোসাম্মৎ সাগরিকা।

নেপালে উষ্ণ অভ্যর্থনা

দল ঘোষণার পর দিন ১৫ অক্টোবর বাংলাদেশ বিমানযোগে কাঠমান্ডু পৌঁছেন সাবিনারা। ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাতেই উষ্ণ অভ্যর্থনা পান বাংলাদেশ নারী ফুটবলাররা। কাঠমান্ডু নামার পর অল নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (আনফা) কর্মকর্তারা বাংলাদেশ দলের সবার গলায় উত্তরীয় পরিয়ে দেন। মাথায়

পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল নেপালের ঐতিহ্যবাহী টুপি।

ড্রয়েও হতাশ হননি কোচ বাটলার

আগের আসরে যেই পাকিস্তানকে গুনে গুনে ৬ গোল দিয়েছিল বাংলাদেশ, এবার ২০ অক্টোবর সেই দলটির বিপক্ষে পিছিয়ে পড়েও ১-১ গোলে ড্র করে পয়েন্ট ছিনিয়ে আনতে কষ্ট হয়েছিল সাবিনাদের। গ্রুপ পর্বের প্রথম এই ম্যাচে হোঁচট খেয়েও হতাশ হয়ে পড়েননি কোচ পিটার বাটলার। বরং খেলোয়াড়দের সাহস দিয়ে ওয়েস্টহাম ইউনাইটেডে খেলা ৫৮ বছর বয়সী এই কোচ বলেছিলেন, 'প্রিমিয়ার লিগে খেলেছি। দীর্ঘ দিন ফুটবল খেলেছি। হাজার হাজার ম্যাচ খেলেছি। কোচিং করিয়েছি। দেখেছি, ফুটবলে কখনও কখনও এমন হয়। তাই এই ফলে হতাশা নয়। এটা বলতে পারি, আমাদের পুরুষ দলের চেয়ে মেয়েরা সব মিলিয়ে ভালো ফুটবল খেলে।' পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথমবার ড্র করে বাংলাদেশ।

আহত হয়েও গোল শামসুন্নাহারের

২০ অক্টোবর গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে নেমে ১০ মিনিটেই চোট পান বাংলাদেশ দলের ফরোয়ার্ড শামসুন্নাহার জুনিয়র। ঋতুপর্ণা চাকমার থেকে পাওয়া বলটি হেডে জালে জড়ানোর চেষ্টার সময় শামসুন্নাহার জুনিয়রের সঙ্গে মাথায় ধাক্কা লাগে পাকিস্তানের অধিনায়ক মারিয়া জামিলা খানের। যে কারণে দুজনেরই মাথা ফেটে যায়। দলের ফিজিও প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর কপালে ব্যান্ডেজ বেঁধে মাঠে নামেন শামসুন্নাহার এবং হারতে যাওয়া ম্যাচে দলের গুরুত্বপূর্ণ গোল করে বাংলাদেশকে টুর্নামেন্টে টিকিয়ে রাখেন। ম্যাচ শেষে শামসুন্নাহার বলেছিলেন, 'চোটের দিকে আমার কোনো খেয়াল ছিল না। লক্ষ্য ছিল গোল করা। সেটা করতে পেরেই নিজেকে গর্বিত মনেকরি।'

মনিকা চাকমার 'বোমা'

পাকিস্তানের বিপক্ষে ড্র ম্যাচের পরদিন ২১ অক্টোবর হোটেল সোলটির লবিতে দাঁড়িয়ে যেন বোমা ফাটালেন মনিকা চাকমা। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের বিপক্ষে সিনিয়রদের খেলানো হয়নি, কারণ, কোচ বাটলার সিনিয়রদের পছন্দ করেন না'। মনিকার বোমার পর যেন মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন সাবিনারা। ফলে ২২ অক্টোবর মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলানো হয়নি কোনো সিনিয়র ফুটবলারকে। এমনকি কোচ পিটার বাটলারও কোনও কথা বলেননি।

ভারত বধ ঐক্যের বাংলাদেশের

পাকিস্তানের কাছে কোনো রকমে ড্র হওয়া ম্যাচের পর ২৩ অক্টোবর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে দুই সিনিয়র ফুটবলারকে একাদশে ফেরান বাটলার। শুরুর একাদশে ফেরেন মারিয়া মান্দা ও বেঞ্চে থাকা ডিফেন্ডার মাসুরা পারভীন। পাকিস্তান ম্যাচ থেকে বাদ পড়েন কোহাতি কিসকু ও স্বপ্না রানী। অভিজ্ঞ সিনিয়ররা মিলে ভারতের বিপক্ষে ৩-১ গোলের জয় এনে দেন। ভারতের বিপক্ষে সব মিলিয়ে ১২ ম্যাচের মুখোমুখিতে দ্বিতীয়বার জেতে বাংলাদেশ। বাকি ৯ হার ও ১ ড্র।

নাস্তার টেবিলে বাটলার

একদিন আগে যিনি সিনিয়রদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ভারত ম্যাচে জেতার পর সেই কোচ হন অনেক বেশি বিনয়ী। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, 'কখনো কখনো কিছু বলা জরুরি নয়। কখনো চুপ থাকতে হয়। ভারতের বিপক্ষে জয়ের সব কৃতিত্ব দেব এই মেয়েদের। একটা দলের দায়িত্বে আছি শুধু একজন সাধারণ কোচ হিসেবে। রাতে

বা দোষের কিছু না।'

ফাইনালের টিকিট বিক্রি বন্ধ

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যকার ফাইনাল ম্যাচের আগের দিন ২৯ অক্টোবর টিকিট বিক্রি বন্ধ করে দেয় অল নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আনফা)। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নিরাপত্তা জনিত কারণে টিকিট বিক্রি বন্ধ করা হয়েছিল। সাফের টিকিট বিক্রির স্বত্ব পেয়েছিল মাউন্ট এভারেস্ট স্পোর্টস অ্যান্ড ইভেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড।

মেয়েদের বলেছিলাম, মাঠে যাও এবং নিজেদের মেলে ধরো। আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলো। আসলে যেটা ওদের বলতে চেয়েছি সেটা হলো, দলের মধ্যে ঐক্য দরকার। ওই ঐক্যটা ধরেই মাঠে খেলে আসো।' মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করতে তিনি নাস্তার টেবিলে বলেছিলেন, 'গুড মর্নিং সিনিয়র'স, গুড মর্নিং জুনিয়র'স। জানি, তাদের কাছ থেকে আমি কী বের করে আনতে পারি। দলে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আবহ আনার চেষ্টা করেছি। এ কারণেই মেয়েরা সত্যি ভালো খেলেছে'।

না থেকেও ছিলেন ছোটন

মেয়েদের দায়িত্ব তিনি আগেই ছেড়েছিলেন। এবার সাবিনারা খেলেছেন বাটলারের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু তারপরও দলের সঙ্গে না থেকেও যেন ছিলেন গোলাম রব্বানী ছোটন। ২৪ অক্টোবর সাবিনা হোটেল লবিতে বলেন, 'আমি ম্যাচের আগের দিন ছোটন (গোলাম রব্বানী) স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি। ১৪ বছরের একটি বন্ডিং রয়েছে উনার সঙ্গে। আমার মনে হয়, নিজেকে যতটা না জানি, এর চেয়ে উনি বেশি জানেন আমাকে। উনি বলেছিলেন হার, ড্র কিংবা জয়, সব কিছুতেই সেমিফাইনালে খেলবি তোরা। তবে ফাইনালের মানসিকতা নিয়ে খেলতে হবে। স্যার যে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন সেটা মনে রেখেই ভারতের বিপক্ষে খেলেছি'।

'জাতীয় দলে কোনও সিন্ডিকেট নেই'

ভারতের বিপক্ষে একটা জয়ে যেন বদলে গিয়েছিল পুরো বাংলাদেশ নারী দলের চেহারা। সবাই হাসিখুশি। সাবিনা খাতুনতো বলেই দেন, 'আমাদের দলে সিনিয়র-জুনিয়র কোনো সিন্ডিকেট নেই। জুনিয়রদের চাপে রাখা হয় না। ছুটি থেকে ফিরে আসার সময় সিনিয়ররা বাসা থেকে এলে তাদের জন্য খাবার আনা হয়। ভালো রেস্তোরাঁয় গেলে জুনিয়রদের জন্যও খাবার নিয়ে যাওয়া হয়। আসলে দলে কোনো বিভাজন নেই।'

বাটলারের বিস্ফোরক মন্তব্য

মনিকা চাকমার বোমার পর কোচের সুর ছিল নমনীয়। সাবিনা সিন্ডিকেটের তথ্য অস্বীকার করেন। এরপরেই ২৬ অক্টোবর বিস্ফোরক মন্তব্য করেন কোচ পিটার বাটলার। তিনি বলেন, 'এই দলের মেয়েদের কেউ (ভালো না খেলতে) প্ররোচিত করছে। টেকনিকালি টেকটিকাল দিকে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আমরা ভারত ও নেপালের চেয়ে এগিয়ে আছি। কিন্তু এটা খুব বাজে ব্যাপার, যখন বাইরের লোক বাফুফের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এই দলের সাবেক কোচ মেয়েদের বিরক্ত করে। তাদেরকে প্ররোচিত করে। এরপর সেটার প্রতিক্রিয়া মেয়েদের কাছ থেকে পাই'।

বাটলারের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে গোলাম রব্বানী ছোটন সরাসরি বলেছিলেন, 'উনার (বাটলার) ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এসব কথা বলছেন। তার এই বক্তব্যের প্রবলভাবে প্রতিবাদ জানাই আমি। আমার সঙ্গে এই দলের কোনো মেয়ের যোগাযোগ নেই। আগে সালাম বা দোয়া নেওয়ার জন্য ফোন করতো, এখন ফোনও ধরব না'।

বাটলারকে ভুল প্রমাণ করেন সাবিনা

কথার লড়াইয়ে সেমিফাইনালে ভুটানের বিপক্ষে জেতার পর ২৮ অক্টোবর বাটলারের অভিযোগে ঘি ঢেলে দেন অধিনায়ক সাবিনা খাতুন, 'প্রথম ম্যাচটা আমরা ভালো খেলিনি। সিনিয়র ফুটবলাররা অনুপস্থিত ছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে তো আমরা লিটারেলি ফোর্স করে টিম করিয়েছি। মারিয়া ও মনিকাকে এক সঙ্গে নামানোর জন্য জোর করেছি। তারপরও কোচ সেভাবে দল করতে চাননি। আপনারা দেখেছেন যে আমাদের ওপর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। মেয়েরা সেটা অ্যাকসেপ্ট (গ্রহণ) করেছে। তিনি বলেছিলেন, খেলো তাহলে সিনিয়ররা, যেহেতু খেলতে চাও। প্রমাণ করো। রেজাল্ট বের করো। আমরা চেষ্টা করেছি। কতটা দায়িত্ব নিয়ে মেয়েরা খেলতে পারে সেটা দেখিয়েছে।' ছোটনের বিষয়ে বাটলারে মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে সাবিনা বলেন, 'ছোটন স্যারকে নিয়ে তিনি (বাটলার) আসলে কতটুকু

জানেন। আপনি তখনই একজনকে নিয়ে কোনও মন্তব্য করবেন, যখন আপনি তাঁর সম্পর্কে জানেন। ১৪ বছর ধরে যে কোচ মেয়েগুলোকে সন্তানদের মতো বড় করেছেন, তাদের সঙ্গে সঙ্গে কে কেমন আচরণ করছে, সেটাও একটা বিষয়। সেটা দেখে যদি তার (গোলাম রব্বানী) খারাপ লেগে থাকে এবং কোনও মন্তব্য করে থাকেন, তাতে আসলে অন্যায়

তবে সেমিফাইনালে ভারত ও নেপালের ম্যাচের দিনে স্টেডিয়ামের ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি টিকিট কালোবাজারে ছাড়ে। এই বিষয়টি আনফা বুঝতে পেরে টিকিট বিক্রির স্বত্ব কেড়ে নেয়। যার প্রেক্ষিতে ফাইনালের টিকিট কখন থেকে কিভাবে দেওয়া হবে সেটা নিয়ে ছিল ধোঁয়াশা।

আভি নেহি তো কাভি নেহি

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের আগের ছয় আসরের পাঁচটিতেই ফাইনাল খেলেছিল নেপাল। কিন্তু একবারও শিরোপা জিততে পারেনি। তাই এবার বাংলাদেশের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে ২৯ অক্টোবর অনুশীলনে এসে নেপালের কোচ রাজেন্দ্র তামাং বলেছিলেন, 'আমরা সাফের সাত আসরের মধ্যে ছয়বার ফাইনালে উঠেছি। এবার সাবিত্রা ভান্ডারি আমাদের দলে রয়েছে। তাই এবার শিরোপা জিততে না পারলে আর কখনোই হবে না (আভি নেহি তো কাভি নেহি)'।

বাটলারের 'না'

অনেক কথার লড়াইয়ের পর দলকে চ্যাম্পিয়ন করিয়ে আর মেয়েদের ফুটবলে থাকতে চাইলেন না বাটলার। তিনি বলেছিলেন, 'মেয়েদের দায়িত্বে আমি আর থাকছি না। তবে বাফুফের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাব। এটাই আমার শেষ ম্যাচ ছিল।'

বাটলার কি নারী দলের কোচ থাকবেন?

মোরসালিন আহমেদ

দেশে থাকতেই কোচ-খেলোয়াড় অনৈক্য ও বিভেদের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সেটা তখন এতো প্রকাশ্যে আসেনি। তবে নেপাল যাবার পর থলের বিড়াল বেরোতে শুরু করে। বিশেষ করে সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে পাকিস্তানের সঙ্গে ড্র করার পর সিনিয়র খেলোয়াড়রা কোচের দিকে তীর ছুড়তে শুরু করেন। যা পত্রপত্রিকা আর নেট দুনিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল হয়। যত দূর জানা যায়, নেপালে যাওয়ার আগের দিন কোচ-খেলোয়াড়রা বাগবিতন্ডার মধ্যে সফর শুরু করেন। এরপর কাঠমান্ডুতে সিনিয়রদের তুলনায় জুনিয়রদের আধিপত্যে রেখে একাদশ সাজাতে গিয়ে মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করে। পাকিস্তানের সঙ্গে ১-১ গোলে প্রথম ম্যাচ ড্র হলে মুখ খুলেন অন্যতম তারকা মনিকা চাকমা। গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, কোচ জেমস পিটার বাটলার সিনিয়রদের পছন্দ করেন না, তাদের একাদশে খেলাতে চান না। এমন কি, দলের ভেতর মত প্রকাশে সুযোগ দেন না। অন্যদিকে ক্যাপ্টেন সাবিনা খাতুন বলেছিলেন, আগে ফাইনাল যাক তারপর সব বলব! ফলে একটু আর্ধটু করে যখন কোচের কানে এসব গেল তখন তিনিও গণমাধ্যমে খোলামেলাভাবে বলে ফেলেছেন, মেয়েরা রাত জেগে নেট দুনিয়ায় থাকবে, টিকটক করবে, আমার কাজে সাবেক এক কোচ মেয়েদের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করাবে-এসব তো মেনে নেওয়া যায় না। ব্যস এ নিয়েই পরিস্থিতি আরও ঘোটাতে হয়। কোচ-খেলোয়াড় প্রকাশ্যে এমন মতবিরোধ টিম ম্যানেজমেন্ট সামাল দিতে পারেননি। কিন্তু কেনো সামাল দিতে পারলেন না, তাদের এই দায়িত্বশীলতা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে! কিংবা দেশে থাকতে এ বিরোধ না মিটিয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট কেনোই বা দ্বন্দ্বটা জিইয়ে রেখেছিলেন? কিংবা কোড অব কন্টাক্টই বা কি বলে? যেখানে ২০০৯ সাল থেকে কোচের বিপক্ষে খেলোয়াড়রা আঙ্গুল তুলতে সাহস দেখাননি, সেখানে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে বিদেশি কোচের কোচিংয়ে কেনো পরিবেশ এমন উত্তাপ্ত হলো তা ভবিষৎতের কথা চিন্তা করে বাফুফের নবনির্বাচিত কমিটিকে বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার। যদি একটু একটু করে দলের ভেতরে বিষাদ ছড়িয়ে পড়ে তাহলে ভবিষ্যতের জন্য কৃষ্ণছায়ার প্রভাব ফেলতে কতক্ষণ!

এমন দ্বন্দ্ব আর মতবিরোধের মধ্যেই গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। এ ম্যাচে সিনিয়ররা একরকম জোর করে মাঠে নামেন। এ নিয়ে অবশ্য কোচ তেমন প্রভাব খাটাননি, বরং দলের ঐক্য যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য বলেছিলেন, ঠিক আছে পারলে তোমরা করে দেখাও। সুযোগ পেয়ে সিনিয়ররাও নিজেদের মেলে ধরলেন। ভারতকে নাকানিচুবানি খাইয়ে ৩-১ গোলের জয়ও এনে দিলেন। সেই সঙ্গে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালও নিশ্চিত করলেন। অনেকে মনে করেন, কোচের এটা একটা কৌশল

ছিল। মেয়েদের তেতিয়ে উঠতেই এমনটা করেছিলেন। যাতে তারা ভারতের বিপক্ষে নিজেদের প্রমাণ করতে পারেন। এরপর সেমিফাইনালে ভুটানকে শোচনীয়ভাবে ৭-১ গোলে হারিয়ে স্বপ্নের ফাইনালে জায়গা করে নেয় লাল-সবুজের দল। তারপর ফাইনালে ২-১ গোলে স্বাগতিক নেপালকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো শিরোপা জয় করেন সাবিনারা। মাঠে ম্যাচ বাই ম্যাচ দল জয় পেলেও খেলোয়াড় আর কোচের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস থাকার কথা ছিল সেটা দেখা যায়নি। বরং খেলোয়াড়রা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। কোচও অভিমান করে ছিলেন। বিষয়টি মিটমাট করতে এক্ষেত্রেও টিম ম্যানেজমেন্ট দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারেননি কিংবা দেননি। এটি কিসের আলামত? মেয়েদের একের পর এক সাফল্য বিনষ্ট করতে পেছন থেকে কেউ কোনো কলকাঠি নাড়াচ্ছেন কি-না তাও খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন ফুটবলের সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিজ্ঞমহল।

চ্যাম্পিয়ন দলে কোচ-খেলোয়াড় কেনো এই দ্বন্দ্ব- এমন প্রশ্নে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সিনিয়র সাংবাদিক বলেন, সত্যি বলতে কি, ইংলিশকোচগুলো একটু ঘাড় ত্যাড়া স্বভাবের হয়। এর আগেও যারা পুরুষ দলের ইংলিশ কোচ ছিলেন তাদের বেলায়ও এমনটা দেখেছি। তাঁরা মূলত কথার চেয়ে কাজে বিশ্বাসী। অন্যের হস্তক্ষেপ মোটেও পছন্দ করেন না। কাজের পরিধি ভবিষৎ সামনে রেখে তাঁরা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করেন। সে অর্থে হয়ত কোচ বাটলার মনে করেছেন বর্তমানে যারা দলের রয়েছেন তাদের মধ্যে বেশকিছু সিনিয়র রয়েছেন যারা সেই ২০১৩ থেকে জাতীয় দলে খেলছেন। তাই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই হয়ত তিনি জুনিয়রদের এক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছেন কিংবা দল গঠনে চয়েস করতেন। এটি দোষের কিছু নয়। দলের স্বার্থে এমনটি করতেই পারেন। কারণ তিনি সিনিয়রদের রিপ্লেসমেন্ট খুঁজতে চাচ্ছিলেন। তাই হয়ত বিষয়টি সিনিয়ররা ভালোভাবে নেননি। তবে অপ্রিয় হলেও সত্য- তাদেরও বোঝা উচিত তারা সিনিয়র হয়েছেন, দেশকে অনেক সাফল্য দিয়েছেন। কিন্তু এটিও বুঝতে হবে এ মুহূর্তে বয়স বাড়ার সঙ্গে তাদের পারফরম্যান্সটা এখন কোন পর্যায়! অপরদিকে ফুটবল অন্তপ্রাণ এক ক্রীড়া সংগঠক বলেন, কোচ-খেলোয়াড় দ্বন্দ্ব না বলে এটিকে আমরা তাদের মধ্যে দ্রুতসময়ে মানিয়ে নিতে না পারা বলতে পারি। কারণ কোচ-খেলোয়াড় মাঠের প্রাণ এবং একে অপরের পরিপূরক। মেয়েরা দীর্ঘদিন ধরে এক কোচের অধীনে বেড়ে উঠেছেন। সেই আবহাওয়ায় বিদেশি কোচ তাদের টেপারমেন্ট বুঝতে পারেননি। তাই হয়ত পেশাদারিত্বে তিনি একটু কঠোর ছিলেন কিংবা মেয়েরা কি চান তা বুঝতে পারেননি। এটি আসলে মিসটেক ছাড়া আর কিছুই নয়। যা এক অপরের কথাবার্তার কেবল তিক্ততা ছড়িয়েছে, দ্বন্দ্ব বেড়েছে। এ থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে এটি হবে নারী ফুটবলের জন্য অশনি সংকেত!

এদিকে বাটলার সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশকে শিরোপা এনে দেওয়ার পর নেপালে সংবাদ সমম্মেলনে বলেছেন তিনি আর নারী দলের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী নন। ঢাকায় ফেরে বলেছেন, নবনির্বাচিত কমিটি তাঁকে কীভাবে কাজে লাগাবেন বা রাখতে চান সেটার উপর নির্ভর করে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন। উল্লেখ্য বাফুফে এই ইংলিশ কোচকে এলিট একাডেমির জন্যই মূলত গত জানুয়ারিতে এক বছরের জন্য চুক্তি করেছিল। কিন্তু সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ উপলক্ষে তাঁকে এপ্রিল মাসে নারী দলের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সদ্যবিদায়ী সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন।

শত বাধা দমাতে পারেনি বাঘিনীদের

মোরসালিন আহমেদ

২০২২ সালে সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জয় পরবর্তী সময়গুলো ভালো কাটেনি সাবিনাদের। প্রথ মবার দক্ষিণ এশীয় ফুটবলে নেপাল থেকে যখন বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশে ফিরেছিল, তখন নানারকম প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন কাজী সালাউদ্দিনরা। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্যি কর্মকর্তারা তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো ঠিকমতো পালন করতে পারেননি। এমনকি, চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নয় মাসের মধ্যে কৃষ্ণারা একটি প্রীতি ম্যাচও খেলতে পারেননি দেশে কিংবা বিদেশে। এর ফলে একটা সময় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন বাঘিনীরা। নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে তারা প্র্যাকটিস বয়কটের মতো ডাকও দিয়েছিলেন। শুধু কি তাই! আকলিমাদের মতো কেউ কেউ মনের দু:খে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আবার স্বপ্নাদের মতো কেউবা চিরতরে খেলাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। দলের সঙ্গে দীর্ঘদিনের কোচ ছোটনও ছেড়ে দিয়েছিলেন তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব। এমন একটা নাজুক পরিস্থিতিতে অনেকে ভেবেছিলেন পরবর্তী সাফের শিরোপা ধরে রাখা কঠিন হবে। কেননা সাফ জয়ের পর যেভাবে নারী দলের এগিয়ে যাবার কথা ছিল, সেভাবে বিগত দিনগুলোয় এগোতে পারেনি।

সানজিদারা প্রথমেই ধাক্কা খেয়েছিলেন প্যারিস অলিম্পিকের ফুটবল বাছাইপর্ব খেলতে মায়ানমারে যেতে না পেরে। অর্থসঙ্কটের দোহাই দিয়ে অবশ্য সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিল ফুটবল ফেডারেশন। এরপর কর্মকর্তারা নারী ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের স্বপ্ন দেখিয়ে রুপনা-মনিকাদের সামাল দিয়েছিলেন। ঘটা করে লা মেরিডিয়ানে লোগো উন্মোচন করেও তা আলোর মুখ দেখাতে পারেনি বাফুফের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কে স্পোর্টস। শুধু কি তাই! এসব ব্যর্থতা ডাকতে বেশ কয়েকটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচের আয়োজনের কথা বলেছিলেন উইমেন্স কমিটির চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণ। সেখানেও তারা ব্যর্থ হয়েছিলেন। এর আগে মারিয়া-ঋতুপর্ণারা বেতনভাতা নিয়ে সোচ্চার হওয়ায় বাফুফে আনুপাতিক হারে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কে এক বছরের জন্য তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সে অর্থ পেতেও কেচ্ছাকাহিনী কম হয়নি। এখানেই শেষ নয়! বাফুফে ভবনে হোস্টেলের পরিবেশ আর খাবারের মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। সবকিছু মিলিয়ে নারী ফুটবলের উপর একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল।

এবার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রস্তুতি নিতে পারেনি বাফুফে। একটি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের আগে যে ধরনের পরিকল্পনা আর প্রস্তুতির দরকার ছিল তা বাফুফের নির্বাচনের ডামাডোলে চাপা পড়ে গিয়েছিল। যে কারণে দেশে কিংবা বিদেশে প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ খেলতে পারেননি তহুরা, নীলুফা, সামসুন নাহার জুনিয়ররা। ফলে ম্যাচ ঘাটতির অভাব আর অগোছালোর মধ্যে নানা শঙ্কা নিয়ে নেপালে গিয়েছিলেন মাসুরা-শিউলিরা। এর মধ্যে আবার উঠতি ও উদীয়মানদের মধ্যে ছিলেন আফঈদা, মাতসুসিমা, রিপা, আইরিনরা। ফলে টুর্নামেন্ট চলাকালে একদিকে কোচের সঙ্গে সিনিয়র খেলোয়াড়দের দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে সিনিয়রদের রেখে জুনিয়রদের প্রাধান্য দিয়ে একাদশ সাজানোয় দলের ভেতর ঘোমটভাব তৈরি হয়। তাই শঙ্কা জেগেছিল বাংলাদেশ শিরোপা ধরে রাখতে পারবে তো? যদিও সামসুন নাহার সিনিয়র, স্বপ্না রাণীরা দেশের স্বার্থে সেগুলো ওভারকাম করে মাঠে নেমে নিজেদের সেরাটা মেলে ধরার চেষ্টা করেন।

নানারকম বঞ্চনার শিকার নারী দল দিন শেষে যে কাঠমান্ডুতে এভাবে আবারো দাপুটে চ্যাম্পিয়ন হবে তা অনেকে কল্পনা করতে পারেননি। করবেনই বা কি করে! যে সোনার মেয়েরা গত দু'টি বছর ঠিক মতো লিগ খেলতে পারেননি, দেশে কোনো টুর্নামেন্ট পাননি, বিদেশি দলের সঙ্গে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে গিয়ে বারবার আশাহত হয়েছেন, মাসিক সম্মানির জন্য যুদ্ধ করেছেন, ধর্মীয় উৎসবের আগে পাওনাটা বুঝে পাননি, হোস্টেলের পরিবেশ আর খাবার মান নিয়ে যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ ছিল, দক্ষিণ এশীয় ফুটবলের বাইরে ঠিকমতো খেলার সুযোগ পাননি, সুযোগ থাকলেও খেলতে পারেননি সেখানে এমন হাজারো অভাব-অনটন আর নাই নাই এর মধ্যে বাংলার বাঘিনীরা যে দমে যাননি। বরং শতবাধা পেরিয়ে আবারো দেশকে শিরোপা উপহার দিয়েছেন- এর চেয়ে ভালো জবাব আর কি হতে পারে!

তবে অতীত ভুলে হীরের টুকরো মেয়েরা এগিয়ে যেতে চান। নিজেদের এশিয়ান পর্যায় মেলে ধরতে চান। তারা মনে করেন, ফেডারেশনের নবনির্বাচিত কমিটি নিশ্চয়ই তাদের প্রতি আরও যত্নবান হবেন। তাদের চাওয়া-পাওয়া পূরণ করবেন। যদিও এসব চাওয়া-পাওয়াগুলো বেশি বড় নয়। সাফজয়ী অধিনায়ক সাবিনা দেশে ফিরে গণমাধ্যমে বলেন, আমরা নিয়মিত লিগ চাই, টুর্নামেন্ট চাই, মাঠে খেলা চাই, ভালো দলের সঙ্গে খেলতে চাই আর সম্মানজনক নিয়মিত মাসিকভাতা চাই। এদিকে গণমাধ্যমে নারী ফুটবলারদের দীর্ঘ দিনের নানারকম বৈষম্য প্রকাশ পেলে দৃষ্টি এড়ায়নি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের। বেতন বৈষম্যের বিষয়টি কেবিনেট সভায়ও উঠে এসেছে।

কয়েক বছর ধরে বাফুফে যে সাফল্য পেয়ে আসছে তা নারী ফুটবলারদের কল্যাণেই পাচ্ছে। অথচ হীরের টুকরো মেয়েদের ভাগ্যে জুটছে না সাফল্যের স্বীকৃতি কিংবা কাজের মূল্যায়ন! তবে ফুটবলের সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিজ্ঞমহল মনে করছেন তাবিথ আউয়ালের নেতৃত্বে নবনির্বাচিত কমিটি নিশ্চয়ই নারী ফুটবল উন্নয়নে মনোযোগী হবেন, আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের মূল্যায়ন করবেন এবং সেই সঙ্গে তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি নারী দলকে এশীয় পর্যায় নিতে উদ্যোগী হবেন।

কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে চান আসিব

মোরসালিন আহমেদ

ইচ্ছে ছিল ফুটবলার হওয়া। বাবা-মাও তা চাইতেন। কিন্তু বাধ সাধলেন স্কুলের হেডমাস্টার স্যার। একদিন ডেকে বললেন, বাস্কেটবল খেলো, জীবনে সাইন করতে পারবে। সেই থেকে শুরু। আমার কাছেও একটু আধটু করে খেলাটা ভালো লাগতে শুরু করলো। তাই স্কুল শেষে প্রতিদিন বাস্কেটবল কোর্টে মজে থাকতাম। আবার বাসায় ফিরেও বল নিয়ে খেলার চেষ্টা করতাম। এমননি করে খেলাটির সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে। স্কুল পর্যায়, জাতীয় পর্যায় খেলতে খেলতে সবার নজরে পড়ি। এমনকি, স্কুল পেরোনোর আগেই জাতীয় দলের খেলার সুযোগ পেয়ে যাই। এভাবেই বাস্কেটবল খেলোয়াড় হয়ে উঠার গল্প শোনালেন মেহেরপুরের ছেলে মো. আসিব আলী। এক প্রশ্নে তিনি বলেন, হেডমাস্টার স্যার কেনো আমাকে বাস্কেটবলে আসতে বলেছিলেন এখন আমি বুঝতে পারছি। সত্যি বলতে কি, আমার শারীরিক গঠন আর যেরকম উচ্চতা তাতে এ খেলাটি জন্যই আমি পারফেক্ট ছিলাম। সে কারণেই হয়তো ছোটবেলায় স্যারের নজরে পড়েছিলাম।

আসিব কথা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা সীমান্ত ঘেষা জেলার মানুষ। যে গ্রাম থেকে বড় হয়ে উঠেছি সেই নওদা মটমুড়া এখনো ঠিকমতো আধুনিকতার ছোঁয়া পায়নি। বাবা মো. সাহাবুল ইসলাম একজন কৃষিজীবী। মা আলপনা খাতুন পুরোদস্তুর আদর্শ গৃহিণী। আমরা এক ভাই, এক বোন। পরিবারের কেউ খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। আমার আগ্রহ দেখে পরিবার থেকে সবসময় সাপোর্ট পেতাম। বাবা-মার অনুপ্রেরণা না পেলে খেলোয়াড়ই হতে পারতাম না। স্থানীয় পর্যায় সাজেদুর রহমান ও আরাফাত হোসেন উনাদের থেকে বাস্কেটবলে আমার হাতেখড়ি। এরপর বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে [বিকেএসপি) ভর্তি হওয়ার পর পাল্টে যেতে শুরু করি। সেখানে কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে নানারকম কলাকৌশল রপ্ত করে আজকের এ অবস্থানে উঠে এসেছি। আমার ক্যারিয়ার গড়ে তোলার পেছনে বিকেএসপির অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে কোচ মাহবুবুর রহমান, ইকবাল হোসেন, মানিক মিয়া, সোহাগ মুন্সি ও খালিদ মাহমুদ আকাশ স্যারদের সান্নিধ্য আমাকে বাস্কেটবলে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছেন।

একনজরে...

নাম	: মো. আসিব আলী
ডাক নাম	: আসিব
পিতা	: মো. সাহাবুল ইসলাম
মাতা	: আলপনা খাতুন
জন্ম তারিখ	: ১১.০১.২০০৭
জন্মস্থান	: নওদা মটমুড়া
জেলা	: মেহেরপুর
ভাই-বোন	: ১ ভাই, ১ বোন
নিজ অবস্থান	: সবার বড়
উচ্চতা	: ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি
ওজন	: ৭২ কেজি
শিক্ষাগত যোগত্য	: এসএসসি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: বিকেএসপি
ক্রীড়ায় পরিচিতি	: বাস্কেটবল খেলোয়াড়
বাস্কেটবলে না এলে	: পড়াশোনায় অধিকতর মনোযোগী হতাম
মাঠে খেলার পজিশন	: পাওয়ার ফরোয়ার্ড
খেলা শুরু	: ২০২১
জাতীয় পর্যায়	: ২০২৩
আন্তর্জাতিক পর্যায়	: ২০২৩
হাতেখড়ি	: সাজেদুর রহমান আরাফাত হোসেন
প্রথম ক্লাব	: বিকেএসপি
প্রিয় কোচ	: ইকবাল হোসেন
প্রিয় খেলোয়াড়	: কবি ব্রায়ান্ট, আমেরিকা
অন্য প্রিয় খেলা	: ফুটবল
প্রিয় খাবার	: মুরগীর মাংস
প্রিয় রং	: সাদা
প্রিয় শখ	: খেলাধুলা
পছন্দ	: ভ্রমণ করা
অপছন্দ	: পরনিন্দা
অবসরে	: মা-বাবাকে সময় দেওয়া
আদর্শ	: সৎ পথে চলা
বিদেশ সফর	: মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা

জেলা পর্যায় সাফল্য : ২০২১ সালে বঙ্গবন্ধু স্কুল টুর্নামেন্টে অল্পের জন্য শিরোপা হাতছাড়া

জাতীয় পর্যায় সাফল্য : ২০২৩ সালে শেখ কামাল দ্বিতীয় বাংলাদেশ যুব গেমসে খুলনা বিভাগের হয়ে চ্যাম্পিয়ন

আন্তর্জাতিক পর্যায় সাফল্য: ২০২৩ সালে ফাইভ নেশন বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট রানার্সআপ

ভবিষ্যৎ লক্ষ্য : ভালো মানের খেলোয়াড় হওয়া।

আগামী দিনের তারকা জিসান আলম

মো. মুলতানুর রহমান

সম্প্রতি হংকংয়ে অনুষ্ঠিত 'সিক্স এ সাইড ক্রিকেট' আসর মাতিয়েছেন জিসান আলম। বাংলাদেশ দল সেমিফাইনালের গন্ডি পেরুতে ব্যর্থ হলেও টুর্নামেন্টের ৪ ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৭৬.০০ গড়ে ১৫২ রান, স্ট্রাইকরেট ঈর্ষণীয় ২৮৬.৭৯। পাশাপাশি অফস্পিনের কারসাজি দেখিয়ে শিকার করেছেন দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬ উইকেট। তবে বোলিং নয়, বিশেষ করে যেভাবে তুলে তুলে ১৯টি ছক্কা মেরেছেন, তা ছিল চোখ জুড়ানো। ওমানের বিপক্ষে ১২ বলে ৮ ছক্কা ও ১ বাউন্ডারিতে ৫৫ রানের বিস্ফোরক ইনিংস দিয়ে আসর শুরু করা জিসান পরের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে করেন ১৩ বলে ২৭ রান। এরপর কোয়ার্টার ফাইনালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ১৭ বলে অপরাজিত ৩৪ এবং সেমিফাইনালে আবারো লঙ্কানদের মোকাবেলায় ১১ বলে ৩৬। যদিও সিক্স এ সাইডের মতো মামুলি ক্রিকেটের পারফরম্যান্স বিশাল কোনো কীর্তি নয়, এমনকি বড় কোনো তাৎপর্যও বহন করে না। তবে এইটুকু শরীর নিয়ে ডরভয়হীন সাহসী ব্যাটিংয়ে যেভাবে মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন জিসান, তা ছোট করে দেখার মতো নয়। বাংলাদেশের 'আগামী দিনের নতুন তারকা' হিসেবে ইতোমধ্যে নামডাক ছড়াতে শুরু করা এই তরুণের সামনে যে অপেক্ষা করছে সুন্দর ভবিষ্যত, তাঁর ব্যাটিং স্টাইলেই বুঝি তা ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

ন্যাচারাল বিগ হিটার। একেবারেই তরুণ তুর্কি। এই তো গত ১০ নভেম্বর ২০তম জন্মদিন পালন করেছেন জিসান আলম। আগ্রাসী ব্যাটসম্যান হিসেবে এরইমধ্যে সমীহ কুড়াতে শুরু করেছেন বাংলাদেশের ক্রিকেট আঙ্গিনায়। অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সুযোগ পাওয়া থেকেই নজর কাড়ছেন তিনি। যুব পর্যায়ে তাঁর ব্যাটিংয়ের ধরণ প্রশংসা কুড়িয়েছে। বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের পাট চুকিয়ে এখন ডালপালা মেলে বাংলাদেশ জাতীয় দলে জায়গা করে নেওয়ার পালা জিসানের। ওই পথেই হাঁটছেন তিনি। বাবা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন। তাঁর পথ ধরে ছেলের জাতীয় দলে জায়গা পাওয়ার উদাহরণ বিশ্বে অনেক থাকলেও বাংলাদেশের ক্রিকেটে একটাও নেই। সব কিছু ঠিকঠাক মতো এগুলে এক্ষেত্রে সম্ভবত 'প্রথম' হতে যাচ্ছেন জিসান আলম। লাল-সবুজ জার্সি গায়ে টাইগার দলে খেলার স্বপ্নপূরণ হলে তিনি গড়বেন অনন্য নজীর।

এখনকার দিনের ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে জাহাঙ্গীর আলম নামটা মোটেও পরিচিত নয়। অবশ্য রেকর্ড ঘাঁটলে উঠে আসবে কিছু পরিসংখ্যান। সেই নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের হয়ে ৩টি ওয়ানডে (৩ ইনিংসে ৪ রান, স্ট্যাম্পিং) খেলেছেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। ১৯৯৭ সালের অক্টোবরে নাইরোবিতে কেনিয়ার বিপক্ষে আন্তর্জাতিক অভিষেক, শেষ ওয়ানডে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে ১৯৯৯ সালের মার্চে, ঢাকায়। এ ছাড়া ৩০টি প্রথম শ্রেণির এবং ৩২টি লিস্ট 'এ' ম্যাচ খেলেছেন।

জাহাঙ্গীর আলমকে নিয়ে এতকিছু বলার কারণ, জিসান আলম তাঁরই সন্তান। বাবার দেখানো পথ ধরে ক্রিকেটের মঞ্চে আসা যাঁর অবধারিতই ছিল। জাতীয় দল ছাড়াও বাবা খেলেছেন দেশের বড় বড় ক্লাবে, চাচা জুয়েল হোসেন মনাও ঘরোয়া ক্রিকেটে সুনাম কুড়িয়েছেন ভালোই। অন্য অনেক ক্রিকেটারের বেড়ে ওঠার গল্পে যেমন সংগ্রামের দিন থাকে, জিসানের তেমন নেই; বরং আছে উজ্জীবিত হওয়ার অধ্যায়। ২০১০ সালে নারায়ণগঞ্জ ক্লেমন ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ক্রিকেটের আনুষ্ঠানিক দীক্ষা শুরু করে জিসান এরপর দাপট দেখিয়েছেন স্কুল ক্রিকেটে। বাবার দেখানো স্বপ্ন আর চাচার দেওয়া অনুপ্রেরণা পুঁজি করে পরের দিনগুলোয় এগিয়েছেন নিজের মতো করেই। জিসান একটা সময় জায়গা করে নেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলে। মারকাটারি ব্যাটিং করে নজর কাড়েন সবার। গত বছরের ডিসেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়া বাংলাদেশ দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। লাল-সবুজ জার্সি গায়ে খেলেছেন চলতি বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে বসা অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপেও। যুব ক্রিকেট অধ্যায় সমাপ্তির পর জিসানের দিকে বিশেষ নজর রেখেছে বিসিবি। তাঁকে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এইচপি দলে। বাংলাদেশ এইচপির হয়ে গত অস্ট্রেলিয়া সফরে 'টপ অ্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে' দুর্দান্ত কিছু ইনিংস খেলেছিলেন। এরপর সবশেষ ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে অবশ্য মোটেও সুবিধা করতে পারেননি। এরইমধ্যে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের দুই মৌসুমে জিসানের খেলার অভিজ্ঞতা হয়েছে। পঞ্চাশ ওভারের ২৩টি লিস্ট 'এ' ক্রিকেট ম্যাচে তাঁর রান ২৬.১৩ গড়ে ৫৭৫, যেখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য টি-টোয়েন্টি সংস্করণের মতো স্ট্রাইকরেট ১২৮.৩৪!

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদার হার ৬০০ টাকা মাত্র।

গ্রাহক হলে শুধুমাত্র 'ক্রীড়াজগত' -এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি অর্ডার, বিকাশ অথবা নগদে পরিশোধযোগ্য।

সম্পাদক, ক্রীড়াজগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৪১০৫০৫৩৭

E-mail : krirajagat@gmail.com

krirajagat@yahoo.com

KRIRAJAGAT (A Bengali Sports Fortnightly) Reg. No. DA-422. TK. 20.00

Editor: Mahmud Hossain Khan Dulal, Published by Secretary, National Sports Council, 62/3 Purana Palton, Dhaka-1000, Bangladesh